মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত
কুতুবে আলম, গাউছে জমান, আওলাদে রাসূল (দঃ)
খাজায়ে বাঙ্গাল, ছানীয়ে ওয়াইছ করণী হযরতুল আল্লামা গাজী

শাহ্ সৈয়দ মোহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা (রহঃ)

ডাঃ সৈয়দ সফিউল আলম

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত, ইমামে আহলে সুন্নাত,
কুতুবে আলম, গাউছে জমান, আওলাদে রাসূল (দঃ),
শামসুল আরেফীন, সিরাজুস্ সালেকীন, রুহুল আশেকীন,
তাজুল ওলামা, ফখরুল ওয়ায়েজীন, সৈয়্যদুল মোনাজেরীন,
মোজাহেদে আজম, রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরীকত,
পীরে মোকাম্মেল, মোর্শেদে আহলে জমা, খাজায়ে বাঙ্গাল,
আশেকে রাসূল (দঃ), ছানীয়ে ওয়াইছ করনী,
আজিজুল মিল্লাতে ওয়াদ্ দ্বীন, শহীদ ও গাজী, শেরে ইসলাম

হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব মাওলানা
শাহ্ সৈয়দ মোহাম্মদ আজিজুল হক
শেরে বাংলা আল্ কাদেরী

রহমতুল্লাহে আলাইহে

(একটি তথ্যমূলক জীবনী গ্রন্থ)

ডাঃ সৈয়দ সফিউল আলম

প্রকাশনায় ঃ

আল্ হাসনাইন একাডেমী

২৭৮, হেমসেন লেইন,
আশকার দীঘির দক্ষিণ পাড়, চট্টগ্রাম।
মোবাইল ঃ ০১৮১২-৭৪১২৪৫, ০১৭৬১-২০০১৩৯,
০১৭১১-৩৯৪৫১৪, ০১৮১৭-৭০৮৭২৫

সহযোগিতায় ঃ

* মোহাম্মদ আবু ছৈয়দ কাউছার
* মুহাম্মদ শাহ্ আলম
* শাহ্জাদা সৈয়্যদ আবু নওশাদ নঈমী
* ইঞ্জিনিয়ার কাজী মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন
* কাজী মোহাম্মদ আজিজ উদ্দীন
* মোহাম্মদ রাকিব উদ্দিন

প্রথম প্রকাশ ঃ জমাদিউস্ সানি, ১৪১৭ হিজরী
অক্টোবর, ১৯৯৬ ইংরেজী ।

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ প্রথম মুদ্রণ
রবিউস্ সানি, ১৪৩১ হিজরী
এপ্রিল, ২০১০ ইংরেজী।

দ্বিতীয় মুদ্রণ
রজব, ১৪৩৪ হিজরী
মে, ২০১৩ ইংরেজী।

(একাডেমী কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

হাদিয়া ঃ ১৬০.০০ (একশত ষাট টাকা মাত্র)।

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণে ঃ

এড সেল

৩ সিডিএ, সি/এ মোমিন রোড, চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০৩১-২৮৫৭৯৪৩, ৬৩৩০১৪
প্রচ্ছদ ডিজাইন ০১৮১৬-৯০৯৫৪৫

ইমামে আহ্লে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা

কাজী মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম হাশেমী ছাহেব (মঃ জিঃ আঃ) এর

বাণী

মোজাদ্দেদে মিল্লাত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত, সৈয়্যদুল মোনাজেরীন, ফখরুল ওয়ায়েজীন, শামসুল আরেফীন, সিরাজুস্ সালেকীন, তাজুল ওলামা, মোজাহেদে আযম, আওলাদে রাসূল (দঃ) হযরতুল আল্লামা শাহ্ সৈয়দ মোহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা আল্ কাদেরী (রহঃ) এর পবিত্র জীবনী গ্রন্থের ২য় সংস্করণ আমার একান্ত স্নেহভাজন ডাঃ সৈয়দ সফিউল আলমের সংকলনে **'আল্ হাসনাইন একাডেমী'** কর্তৃক বর্ধিত কলেবরে প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি পরম আনন্দিত। কারণ মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত, খাজায়ে বাঙ্গাল, আশেকে মোস্তফা (দঃ) হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর সংগ্রামমুখর সুবিশাল জীবন অধ্যায়ের প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের জন্য মণি-মাণিক্য তূল্য, পরম পাথেয় এবং আলোকবর্তিকা স্বরূপ। সুতরাং ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে তাঁর সুমহান আদর্শ পরিপূর্ণরূপে অনুসরণ করা প্রত্যেক সুন্নী মুসলমানের জন্য একান্তভাবে অপরিহার্য। আমি উক্ত জীবনীগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে নব সংযোজিত তথ্যসমূহ মোটামুটি শ্রবণ করেছি এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনে সার্বিক সহায়তা করেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইন্শাআল্লাহ্ পবিত্র জীবনীগ্রন্থের এই দ্বিতীয় সংস্করণ আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জমাতের অনুসারী ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে সঠিক নির্দেশনা দানে সক্ষম হবে এবং পাশাপাশি চলমান সুন্নীয়তের আন্দোলনকে বেগবান ও সাফল্যমন্ডিত করতে আরও অধিকতর অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আশা রাখি। মহান রাব্বুল আলামীন ও পেয়ারা হাবীব (দঃ) আমাদের সকলের এই প্রচেষ্টাকে সর্বান্তঃকরণে কবুল করুন। আমীন। বেহুরমতে সৈয়্যদিল মুরসালীন।

শুভ কামনায়-

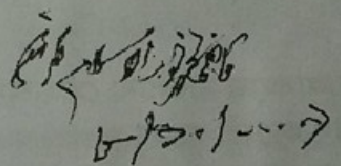

ইমামে আহ্লে সুন্নাত, ওস্তাজুল ওলামা হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব মাওলানা
কাজী মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম হাশেমী ছাহেব (মঃ জিঃ আঃ)।
তারিখ ঃ ০৮-১০- ২০০৯ ইং, চট্টগ্রাম।

খতীবে বাঙ্গাল হযরতুল আল্লামা

মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল্ কাদেরী ছাহেব (মঃ জিঃ আঃ) এর

বাণী

মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত, খাজায়ে বাঙ্গাল, ছানীয়ে ওয়াইছ করণী হযরতুল আল্লামা গাজী শাহ্ সৈয়দ মোহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা আল্ কাদেরী (রহঃ) এর পবিত্র জীবনী গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ বর্ধিত কলেবরে প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। কারণ মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) হচ্ছেন এদেশের সুন্নী আন্দোলনের সুমহান রূপকার এবং যুগশ্রেষ্ঠ মহান সংস্কারক। তাঁর পবিত্র আত্মত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে এদেশে সুন্নীয়াত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং এদেশের সম্মানিত পীর-মশায়েখ, ওলামায়ে কেরাম ও সুন্নী মুসলমান প্রত্যেকে তাঁর কাছে ঋণী ও দায়বদ্ধ। তাঁর পবিত্র সুমহান জীবনাদর্শ অনুসরণ আমাদের সকলের জন্য একান্ত অপরিহার্য। এক্ষেত্রে আমার একান্ত সুপরিচিত, পরম প্রিয় ও বিশ্বস্ত ডাঃ সৈয়দ সফিউল আলম কর্তৃক সংকলিত এ পবিত্র জীবনী গ্রন্থখানা ইন্শাআল্লাহ্ সকল সুন্নী মুসলমানকে সঠিক নির্দেশনা প্রদানে সক্ষম হবে এবং পাশাপাশি চলমান সুন্নীয়তের আন্দোলনকে উজ্জীবিত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে দৃঢ় আশা পোষণ করছি। মহান আল্লাহ পাক তাঁর পেয়ারা রাসূল (দঃ) এর উসিলায় আমাদের সকলের এ প্রয়াসকে পরিপূর্ণরূপে কবুল করুন। আমীন। বেহুরমতে সৈয়্যদিল মুরসালীন।

শুভেচ্ছান্তে-

10/10/09

হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন
আল্ কাদেরী ছাহেব (মঃ জিঃ আঃ)
অধ্যক্ষ, জামেয়া আহ্মদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া,
খতীব, জমিয়তুল ফালাহ্ জাতীয় মসজিদ, চট্টগ্রাম।
তারিখ ঃ ১০/১০/২০০৯ ইং
চট্টগ্রাম।

পীরে তরীক্বত শাহ্জাদা হযরত মাওলানা শাহ্সূফী

সৈয়দ মোহাম্মদ আমিনুল হক আল্ কাদেরী ছাহেব (মঃ জিঃ আঃ) এর

বাণী

মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত, শামসুল আরেফীন, রুহুল আশেকীন, সিরাজুস্ সালেকীন, কুতুবে আলম, মোজাহেদে আযম, মুর্শিদে বরহক, হাযত রাওয়া, মুশকিল কোশা হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব মাওলানা শাহ্ সৈয়দ মোহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা আল্ কাদেরী (রহঃ) এর সুবিশাল বরকতময় জীবন অধ্যায়ের উপর লিখিত এ পবিত্র জীবনী গ্রন্থখানি ইতোপূর্বে পাঠক সমাজে সাদরে গৃহীত হয়েছে। আমি উক্ত গ্রন্থের উভয় সংস্করণে গ্রন্থের সংকলক আমার একান্ত স্নেহসিক্ত, পরমপ্রিয় ও আস্থাভাজন ডাঃ সৈয়দ সফিউল আলম এবং প্রকাশক 'আল্ হাসনাইন একাডেমী' এর সদস্যবৃন্দকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছি। তাঁরা আমারই একান্ত পরামর্শ ও নির্দেশনা মোতাবেক অতীব কষ্ট স্বীকার করে বিভিন্ন তথ্যসমূহ সংগ্রহ করেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভয়-ভীতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সংকীর্ণতা পরিহার পূর্বক সঠিক তথ্যসমূহ এ পবিত্র গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। আমি এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে নতুন সংযোজিত তথ্যসমূহ বিস্তারিত শ্রবণ করেছি এবং ইতোপূর্বে প্রকাশিত তথ্যসমূহও পুনরায় অধ্যয়ন করে দেখেছি। পরিশেষে প্রয়োজনীয় সংশোধনে সার্বিক সহায়তা প্রদান করেছি। আমি সর্বান্তঃকরণে আশা করি, ইন্শাআল্লাহ পবিত্র জীবনী গ্রন্থের বর্ধিত এ দ্বিতীয় সংস্করণ পূর্বাপর অপেক্ষা আরও অধিকহারে ব্যাপকভাবে পাঠক সমাজে সাদরে গৃহীত হবে এবং প্রত্যেক সুন্নী মুসলমানকে সঠিক নির্দেশনা প্রদানে সক্ষম হবে। মহান আল্লাহ পাক ও তাঁর পেয়ারা হাবীব (দঃ)' আমাদের সকলের এ উদ্যোগকে সার্বিকভাবে কবুল করুন। আমীন। বেহুরমতে সৈয়্যদিল মুরসালীন।

সালামান্তে-

22/10/09

শাহজাদা আলহাজ্ব মাওলানা শাহ্সূফী সৈয়দ মোহাম্মদ আমিনুল হক
আল্ কাদেরী ছাহেব (মঃ জিঃ আঃ)
সাজ্জাদানশীন, হাটহাজারী দরবার শরীফ।
তারিখ ঃ ২২-১০-২০০৯ ইং
চট্টগ্রাম শরীফ।

'আল্ হাসনাইন একাডেমী'র পক্ষ হতে কিছু কথা

শতাব্দীর প্রারম্ভে "মুজাদ্দিদ" (সংস্কারক) আগমনের কথা পবিত্র হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত, বাস্তবে প্রতিফলিত এই মহাসত্যকে অস্বীকার করার দুঃসাহস কারোরই নেই। চতুর্দশ শতাব্দীর মহান সংস্কারক আওলাদে রাসূল (দঃ) হযরত ইমাম শাহ্ সৈয়দ আজিজুল হক আল্ কাদেরী শেরে বাংলা (রহঃ) সেই মহান সংস্কারকদের অন্যতম। কুরআন-সুন্নাহ্র অবমাননা, বিকৃত মতবাদ প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা, শরীয়ত পরিপন্থী কর্মকান্ডের দ্রুত প্রসারতা, তরিকতের নামে ভন্ড পীরের বড় বড় উপাধি ধারণ, সর্বোপরি পরিবর্তনের নামে বিজাতীয় অপসংস্কৃতির প্রচার ও এর সফলতা লাভে ইহুদী-খ্রীষ্টান এবং মুসলিম ছদ্মবেশী বাতিল সম্প্রদায়ের উগ্রতার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বে চলছে নানা অরাজকতা। বর্তমান দুঃসময় তাই একজন প্রকৃত মুজাদ্দিদ বা সংস্কারকের প্রয়োজনবোধ করছে। কঠিন এই দুঃসময় পূর্বেও গ্রাস করেছিল বাংলাদেশ ও মুসলিম বিশ্বকে। পূর্বের একটি দুঃসময়কে আহ্লে সুন্নাতের বিশ্বাসীদের জন্য সুসময়ে রূপ দিতে চতুর্দশ শতাব্দীতে ইমাম শেরে বাংলা (রহঃ)'র আর্বিভাব ঘটেছিল। তাঁর আর্বিভাব পাক-ভারত উপমহাদেশসহ বিশ্ব সুন্নীদের জন্য বিধাতার পক্ষ থেকে রহমতের ফোয়ারা এনে দিয়েছে। সব ধরণের বাধা-বিপত্তিকে ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করে ইমাম শেরে বাংলা (রহঃ) সুন্নীয়তকে নবরূপে রূপদানে সফল ও সক্ষম হয়েছেন। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রিয় নবী (দঃ) প্রদর্শিত ও সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ী, আউলিয়ায়ে কিরামের অনুসৃত নীতিমালা, আপোষহীন কণ্ঠে দৃঢ় চিত্তে ঘোষণা দিয়েছিলেন, "প্রিয় নবী (দঃ)এর আদর্শ প্রতিষ্ঠায় শেরে বাংলা কারো সাথে আপোষ করবে না"। কারণ তিনি ছিলেন নবী প্রেমে বিভোর। তাইতো তাঁর অমিয় বাণী বারংবার ঈমানী কণ্ঠে উচারিত হতো "মাই তু বিমারে নবী হু"।

প্রিয় পাঠক! ইসলাম তথা সুন্নীয়তে সঠিক নীতিমালা রয়েছে, অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বেরও অভাব নেই, ঘাটতি নেই মেধা কিংবা প্রতিভার, তবে যেই বিষয়টি আমাদের কাছে একেবারেই অনুপস্থিত তা হলো বাস্তব অনুসরণ। এই অনুসরণের অভাবেই আমরা দীপ্ত সূর্য সম্বলিত আকাশে ঘনঘটা মেঘ দেখতে পাচ্ছি, দ্বি-প্রহরের

মোজাদ্দেদে মিল্লাত আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ)

আলোতে ঘোর অমানিশায় আছন্ন মনে হচ্ছে। কঠিন এই দুঃসময়ে এদেশের সুন্নী অঙ্গনের অন্যতম গবেষণামূলক প্রকাশনা সংস্থা "আল্ হাসনাইন একাডেমী" এর প্রকাশনায়, বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ডাঃ সৈয়দ সফিউল আলম সাহেবের সংকলন ও সম্পাদনায় মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত, আজীবন অনুসরণীয় মহান ব্যক্তিত্ব, সর্বোৎকৃষ্ট নবী প্রেমিক আল্লামা গাজী সৈয়দ আজিজুল হক শেরে বাংলা (রহঃ) এর জীবনী গ্রন্থের ২য় সংস্করণ ইন্শাআল্লাহ এদেশের সুন্নীদের প্রকৃত দিশা দানে সক্ষম হবে। কারণ এই দূর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে মোজাদ্দেদে মিল্লাত ইমাম শেরে বাংলা (রহঃ)'র আদর্শকে আঁকড়ে ধরে তাঁকে পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে হবে। আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ)'র জীবনী গ্রন্থের ২য় সংস্করণে অকৃত্রিম সহযোগিতার জন্য ইমামে আহ্লে সুন্নাত আল্লামা কাজী মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী (মঃ জিঃ আঃ) কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বাণী প্রদান করার জন্য খতীবে বাঙ্গাল মাওলানা মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন আল্ কাদেরী (মঃ জিঃ আঃ) কে ও সার্বিক সহযোগিতার জন্য আওলাদে শেরে বাংলা শাহজাদা মাওলানা শাহ্সূফী সৈয়দ আমিনুল হক আল্ কাদেরী (মঃ জিঃ আঃ) কে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। তাছাড়া আল্ হাসনাইন একাডেমীর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় আপনাদের সহযোগিতার আশা রাখছি।

ধন্যবাদান্তে-

মোহাম্মদ আবু ছৈয়দ কাউছার
সভাপতি
আল্ হাসনাইন একাডেমী

শাহ্জাদা সৈয়্যদ আবু নওশাদ নঈমী
সাধারণ সম্পাদক
আল্ হাসনাইন একাডেমী

মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, কুতুবে আলম, গাউছে জমান, আওলাদে রাসূল (দঃ)
হজরতুল আল্লামা গাজী শাহ্ সৈয়্যদ মোহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা (রহঃ) এর পবিত্র রওজা শরীফ।

মোজাদ্দেদে মিল্লাত আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর পবিত্র রওজা শরীফের আভ্যন্তরীণ দৃশ্য। এখানে রওজা শরীফের সম্মুখে স্বীয় হায়াতে জিন্দেগীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হুজুর কেবলার অমিয় বাণী "মাইতো বিমারে নবী হোঁ" শোভা পাচ্ছে।

মোজাদ্দেদে মিল্লাত আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ)

আওলাদে রাসূল (দঃ), মোজাদ্দেদে মিল্লাত আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর পবিত্র রওজা শরীফের আভ্যন্তরীণ দৃশ্য।

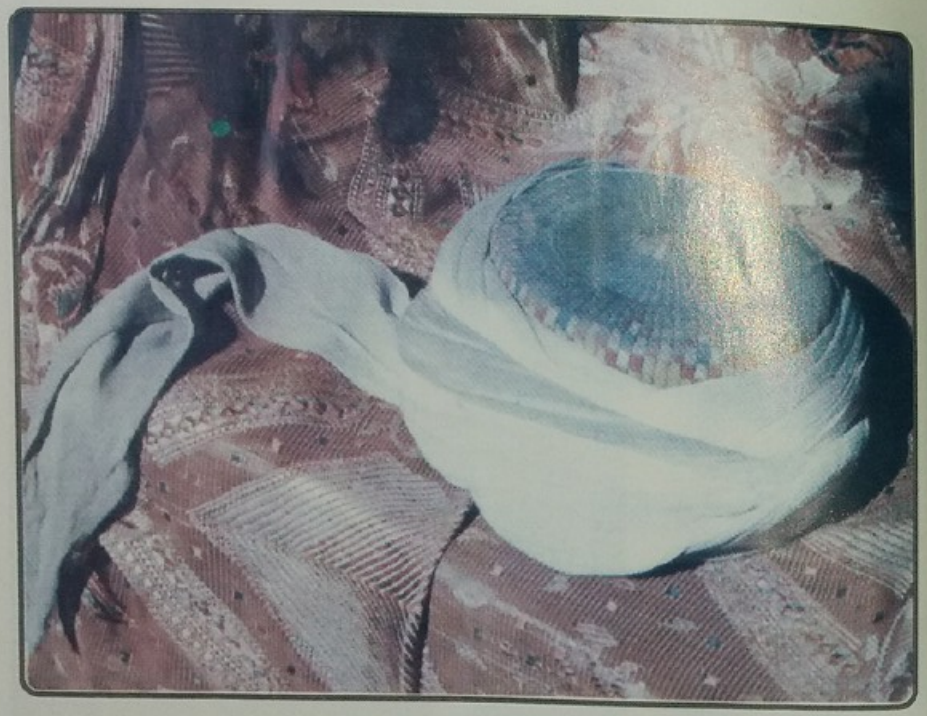

এই সেই ঐতিহাসিক পাগড়ি মোবারক। ১৯৫৭ সালে সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে রাজকীয় গ্র্যান্ড মুফতী দ্বারা 'শেরে ইসলাম' ওরফে 'শেরে বাংলা' দুর্লভ উপাধিতে ভূষিত হওয়ার পর তৎকালীন সৌদি বাদশাহ্ উপঢৌকনস্বরূপ এই মূল্যবান পাগড়ি প্রদান করে হুজুর কেবলা শেরে বাংলা (রহঃ) কে সম্মানিত রাজকীয় মেহমান হিসেবে অভিনন্দিত করেন।

(হাটহাজারী দরবার শরীফে হুজুর কেবলার আওলাদে পাকের কাছে সংরক্ষিত আছে।)

মোজাদ্দেদে মিল্লাত আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ)

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

* ভূমিকা.....১৯

প্রথম অধ্যায়
ব্যক্তিগত জীবন

১. জন্ম ও বংশ পরিচয়.....২৪
* গাউছুল আজম হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ আল্ কাদেরী মাইজভান্ডারী (কঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী ও জন্মসনের রহস্য.....২৫

২. বাল্যকাল ও শিক্ষাজীবন.....২৬
* দেওবন্দ মাদ্রাসায় সংঘটিত বিশেষ ঘটনা.....২৯
* গাউছুল আজম বাবাজান কেবলা হযরত মাওলানা সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ.....৩০

৩. সাংসারিক জীবন.....৩১

৪. পবিত্র শারীরিক অবয়ব, পোষাক-পরিচ্ছদ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা.....৩৩

৫. হুজুর কেবলার স্বলিখিত হস্তলিপি.....৩৪

দ্বিতীয় অধ্যায়
সংগ্রামী জীবন

১. মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা.....৩৬

২. 'শেরে বাংলা' উপাধি লাভ.....৩৮

৩. বাতিলদের বিরুদ্ধে সম্মুখ মোনাজেরা ও আপোষহীন বজ্র কণ্ঠস্বর.....৪০
* মিলাদ মাহ্ফিল- পূর্ব মেখল, হাটহাজারী.....৪১
* মোনাজেরা- আদালত ভবন, কুমিল্লা.....৪২
* মোনাজেরা- রুস্তমহাট, বটতলী বাজার, আনোয়ারা.....৪৩
* মোনাজেরা- বৈলতলী গ্রাম, বাঁশখালী.....৪৪
* মোনাজেরা- মদনহাট, ফতেহ্পুর.....৪৪

বিষয় পৃষ্ঠা

৪. খন্দকিয়ার ঐতিহাসিক হৃদয়-বিদারক ঘটনা.....৪৬
* ঘটনার বর্ণনা.....৪৭
* 'খন্দকিয়া প্রান্তর' এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও মূল্যায়ন.....৫৮
* খন্দকিয়ার মর্মান্তিক ঘটনার পর হযরত মাওলানা সফিরুর রহমান হাশেমী (রহঃ) কর্তৃক স্বপ্নে প্রিয় নবী (দঃ) এর দর্শন লাভ.....৬১
৫. সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে রাজকীয় গ্র্যান্ড মুফ্তী কর্তৃক 'শেরে ইসলাম' ও 'শেরে বাংলা' উপাধি লাভ.....৬২
৬. তবলীগ জমাতের প্রধান জমায়েত 'বিশ্ব এজতেমা'র বিরুদ্ধে সরাসরি চ্যালেঞ্জ.....৬৫
৭. জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মওদুদীর সাথে চ্যালেঞ্জ ও মওদুদীর পরাজয়.....৬৬
৮. শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণকারী পীরের বিরুদ্ধে ফতোয়া এবং বাতিলপন্থী পীরের ছিল্‌ছিলা সম্পর্কে মন্তব্য.....৬৯
৯. বিভিন্ন মাহ্‌ফিলে প্রদত্ত বিশেষ বক্তব্যের একটি নমুনা.....৭২
১০. একটি মাসআলার অদ্ভুত সমাধান.....৭৪
১১. সুন্নীয়াতের গণজোয়ার সৃষ্টি (মাহ্‌ফিল-সভা-সম্মেলন).....৭৫
১২. সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন.....৮০
১৩. নারী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে জেহাদ.....৮২
১৪. মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর বিরুদ্ধে মামলা এবং হুজুর কেবলার কারাজীবন.....৮৬
১৫. মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) সম্পর্কে মোজাদ্দেদে জমান, তাজুল ওলামা হযরত মাওলানা শাহ্ সৈয়দ রাহাতুল্লাহ্ মরিয়মনগরী (রহঃ) এর মন্তব্য.....৯২
১৬. পীরে কামেল, শায়খুল হাদীস হযরতুল আল্লামা মাওলানা শাহ্‌সূফী সফিরুর রহমান হাশেমী (রহঃ) এর সাথে সাক্ষাতের ঘটনা.....৯৪
১৭. হাদীয়ে জমান, পেশওয়ায়ে আহ্‌লে সুন্নাত হযরত মাওলানা ছৈয়দ আহমদ শাহ্ ছিরিকোটি (রহঃ) এর সাথে সম্পর্ক.....৯৬
* মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর বার্মা সফর ও হযরত ছৈয়দ আহমদ শাহ্ ছিরিকোটি (রহঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ.....৯৬

বিষয় পৃষ্ঠা

* মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) সম্পর্কে পীরে তরীকৃত হযরত ছৈয়দ আহমদ শাহ্ ছিরিকোটি (রহঃ) এর মন্তব্য.....৯৯
১৮. বর্তমান প্রেক্ষাপটে আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর অবদানের মূল্যায়ন এবং এ সম্পর্কিত একটি বিশেষ ঘটনার অবতারণা.....১০২
১৯. তৎকালীন জাতীয় পরিষদের স্পীকার ও বিশিষ্ট নেতা এ, কে, ফজলুল কাদের চৌধুরীর কাছে দু'টো বিশেষ দাবী.....১০৫
২০. জনতা ব্যাংক হাটহাজারী থানা শাখায় সংঘটিত একটি বিশেষ ঘটনা.....১০৭

তৃতীয় অধ্যায়

আধ্যাত্মিক জীবন

১. বায়াত গ্রহণ.....১০৯
২. খেলাফত লাভ.....১১০
৩. শাজ্‌রায়ে কাদেরিয়া জিলানিয়া..... ১১১
৪. হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর পীর ভাইবৃন্দ.....১১৩
৫. গাউছুল কামেলীন, মুর্শিদে বরহক হযরত মাওলানা সৈয়দ আবদুল হামিদ বাগদাদী (রহঃ) এর সাথে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা.....১১৫
৬. তরীকৃতের দীক্ষা প্রদান.....১১৭
৭. ত্রি-রত্ন 'হামিদ' নামের রহস্য.....১২২
৮. মানবীয় চরিত্রের উপর আওলাদে রাসূল (দঃ) হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর আধিপত্য.....১২৩
৯. মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর এশ্‌কে রাসূলের কয়েকটি নজীর.....১২৫
১০. হযরত খাজা খিজির (আঃ) এর সাথে রহস্যময় সাক্ষাৎ.....১২৯
১১. হজ্বে বায়তুল্লাহ্ ও জেয়ারতে মদীনা.....১৩১
১২. দামেস্কের প্রখ্যাত অলিয়ে কামেল হযরত মোহাম্মদ ছালেহ্ দামেস্কী (রহঃ) এর পবিত্র রওজা শরীফ জেয়ারত এবং তথায় সংঘটিত একটা বিশেষ কারামতপূর্ণ ঘটনা.....১৩২

বিষয় পৃষ্ঠা

১৩. আউলিয়ায়ে কেরাম-এর রূহানী কনফারেন্স.....১৩৪
* ফাতেহা শরীফ উদ্‌যাপন ১৩৬
* জ্বিনের উপর আধিপত্য.....১৩৬
১৪. মোজাদ্দেদে জমান, তাজুল ওলামা হযরত মাওলানা শাহ্ সৈয়দ রাহাতুল্লাহ্ মরিয়মনগরী (রঃ) এর পবিত্র রওজা শরীফে সংঘটিত একটি বিশেষ ঘটনা.....১৩৭
১৫. মুশকিল কোশা মজ্‌জুবে সালেক হযরত শাহ্‌সূফী সুলতান উদ্দিন প্রকাশ বাচা বাবা (রহঃ) এর সাথে রহস্যময় সাক্ষাৎ.....১৩৯
১৬. গাউছুল আজম হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর পৌত্র হযরত মাওলানা শাহ্‌সূফী সৈয়দ দেলওয়ার হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ.....১৪০
১৭. মোজাদ্দেদে মিল্লাত, কুতুবে আলম, শামসুল আরেফীন, সিরাজুস্ সালেকীন হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) হচ্ছেন বেলায়তের উচ্চ মকামে অধিষ্ঠিত কাশ্‌ফ ক্ষমতাসম্পন্ন মহান পীরে মোকাম্মেল.....১৪২
১৮. চট্টগ্রামের সুবিখ্যাত আউলিয়ায়ে কেরামের রওজাপাক জেয়ারতের পৃথক মরতবার রহস্য উদ্‌ঘাটন.....১৪৬
* শহর কুতুব হযরত আমানত শাহ্ (রহঃ).....১৪৬
* হযরত মিছকিন শাহ্ (রহঃ).....১৪৬
* হযরত খাজা গরীব উল্লাহ্ শাহ্ (রহঃ).....১৪৭
* হযরত শাহ্ মোহছেন আউলিয়া (রহঃ).....১৪৭
* মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ.....১৪৭
১৯. শানে আউলিয়ায়ে কেরামের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন.....১৪৮
২০. কারামতসমূহ.....১৪৮
* অলৌকিক ক্ষমতা দ্বারা ঝড়-বৃষ্টিকে নিবৃত্ত করণ.....১৪৯
* আউলিয়ায়ে কেরামের রওজাপাক থেকে মাইক ব্যবহারের অনুমতি গ্রহণ.....১৫০
* আধ্যাত্মিক শক্তিবলে একাধিক স্থানে সশরীরে হাজির.....১৫২
* ওহাবীদের কবল থেকে অলৌকিকভাবে উদ্ধারলাভ.....১৫৩
* অলৌকিক ক্ষমতাবলে মুহূর্তের মধ্যে নদী পারাপার.....১৫৫
* অলৌকিক ক্ষমতাবলে তেল ব্যতীত গাড়ী চালানো.....১৫৬

মোজাদ্দেদে মিল্লাত আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ)

বিষয় পৃষ্ঠা

* সুলতানুল আরেফীন হযরত সুলতান বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ) এর সাথে সশরীরে সাক্ষাৎ.....১৫৭
* আধ্যাত্মিক ক্ষমতাবলে হযরত মাষ্টার বাবা (রহঃ) এর পবিত্র জানাযা শরীফে ইমামতি.....১৫৮
* গাউছুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্‌সূফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর পবিত্র রওজা শরীফে বিশেষ জেয়ারত.....১৬০
* হুজুর কেবলা (রহঃ) এর দোয়ার ফলে মোজাহেদে আহ্‌লে সুন্নাত এর জন্ম.....১৬২
* গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত কেবলা (কঃ) এর বিশেষ নজর করম.....১৬৪
* অলিয়ে কামেল হযরত কালু শাহ্ ফকির (রহঃ) এর প্রকাশ লাভ.....১৬৪
* হযরত শেরে বাংলা কেবলা (রহঃ) এর দোয়ায় ছেলে সন্তান লাভ.....১৬৬
২১. মোজাদ্দেদে মিল্লাত, শামসুল আরেফীন, রুহুল আশেকীন হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর কিছু বৈশিষ্ট্যগত কারামত.....১৬৭
২২. হুজুর কেবলা (রহঃ) এর দান-বাক্স সম্পর্কিত একটি ভবিষ্যদ্বাণী.....১৭১
২৩. বেছাল শরীফের পূর্বে প্রিয় নবীজি (দঃ) এর দর্শন লাভ.....১৭২
২৪. মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর অন্তিম সময়.....১৭৩

চতুর্থ অধ্যায়

পারলৌকিক জীবন

১. বেছাল শরীফ ও অলৌকিক ঘটনাবলী.....১৭৭
২. পবিত্র নামাযে জানাযা ও দাফন.....১৮০
৩. হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর ইন্তেকালে ওহাবী নেতা মুফতী ফয়জুল্লাহ্‌র মন্তব্য.....১৮৩
৪. বেছাল শরীফের পর স্বপ্নে দর্শন.....১৮৪
৫. ইন্তেকালের পর অলৌকিকভাবে সশরীরে দর্শন লাভ.....১৮৫
৬. রওজা শরীফ নির্মাণ.....১৮৭
৭. ওরস মোবারক ও জিয়ারত.....১৮৮

বিষয় পৃষ্ঠা

৮. মোজাদ্দেদে মিল্লাত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) কর্তৃক পবিত্র রওজা মোবারক থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান.....১৯১

৯. শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর হাটহাজারী দরবার শরীফ আগমন ও জিয়ারত.....১৯২

১০. হাদীয়ে দ্বীনো মিল্লাত হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহঃ) কর্তৃক হাটহাজারী দরবার শরীফ জিয়ারত ও মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) সম্পর্কে মন্তব্য.....১৯৩

১১. মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) সম্পর্কে বায়তুশ্ শরফের পীর মাওলানা আবদুল জব্বার সাহেবের মন্তব্য.....১৯৪

১২. মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর পবিত্র রওজা শরীফ থেকে প্রকাশপ্রাপ্ত বিশেষ কারামতসমূহ.....১৯৫

১৩. আওলাদে রাসূল (দঃ), মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর গুণবাচক উপাধিসমূহের বিবরণ ১৯৯

পরিশিষ্ট

১. মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর অমিয় বাণী.....২০২

২. স্বলিখিত রচনাসমূহ.....২০৪

৩. আওলাদে রাসূল (দঃ), মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর গুণবাচক উপাধি সমূহের আভিধানিক অর্থ.....২০৬

৪. মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর ব্যবহৃত তাবার্‌রুকাত.....২০৭

৫. বিশেষ তথ্যসূত্র সমূহ.....২১১

ভূমিকা

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ হযরতুল আল্লামা গাজী শাহ্ সৈয়দ মোহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা আল্ কাদেরী (রহঃ)

পবিত্র হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে- "নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ পাক প্রত্যেক শতাব্দীর প্রারম্ভে এমন মহান ব্যক্তি (মোজাদ্দেদ) কে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন যিনি আল্লাহ্‌র দ্বীনের সংস্কার সাধন করেন।" (মিশকাত শরীফ)

এ কথা অনস্বীকার্য যে, হিজরী ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দী ইসলামের ইতিহাসে একদিকে কন্টকাকীর্ণ এবং অপরদিকে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের সৃষ্টি করেছে। দূর্যোগপূর্ণ ও কন্টকাকীর্ণ এ কারণে এ সুদীর্ঘ সময়ে প্রিয় নবীজি (দঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইসলামের সবচেয়ে জঘন্যতম নবীদ্রোহী ওহাবী-নজদী ফিত্‌না বিস্তার লাভ করে। আবার গৌরবোজ্জ্বল এ কারণে যে, প্রিয় নবীজী (দঃ) এর এরশাদ মোতাবেক এ দু' শতাব্দীতেই সর্বাপেক্ষা বেশী মোজাদ্দেদ বা সংস্কারকের শুভাগমন ঘটেছে। তাঁরা তাঁদের তেজোদীপ্ত বক্তব্য ও সুতীক্ষ্ণ লেখনী এবং সর্বোপরি বেলায়তের উচ্চ ক্ষমতা দ্বারা বাতিলদের সকল ষড়যন্ত্রের দূর্গ চুরমার করে রাসূলে পাক (দঃ) এর সুমহান আদর্শকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মনে হয় এটা আখেরী জমানার পাপী ও দিকভ্রান্ত উম্মতগণের সিরাতুল মুস্তাকীম বা সঠিক পথের সন্ধান লাভের জন্য হায়াতুন্নবী রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন (দঃ) এর দয়া ও রহমতের বহিঃপ্রকাশ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ওহাবী-নজদী ফিত্‌না, খারেজী, দেওবন্দী, তবলীগি ইত্যাদি নবরূপ ধারণ করে যখন সহজ সরল মুসলমানদের ঈমান হরণে তৎপর হয়ে উঠে এবং নব্য তাওহীদের দোহাই দিয়ে শানে রেসালতকে ভূলুণ্ঠিত করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে, সেই ক্রান্তিলগ্নে মহাদূর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে মহান রাব্বুল আলামীন তদীয় প্রিয় হাবীব (দঃ) এর সুমহান উসিলায় হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সুন্নীয়তের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত আ'লা হযরত আহমদ রেযা খাঁন ফাযেলে বেরলভী (রহঃ) কে জমানার শ্রেষ্ঠতম মোজাদ্দেদ রূপে প্রেরণ করেন। তিনি তাঁর সুতীক্ষ্ণ ও ক্ষুরধার লেখনী ও তেজোদীপ্ত বক্তব্য দ্বারা হিন্দুস্থান ও আরবে-আজমে নবীদ্রোহী সকল বাতিল শক্তির সফল মোকাবেলা করেন এবং এশ্‌কে রাসূল (দঃ) ও বেলায়েতের অবিনশ্বর শক্তি দ্বারা শানে রেসালতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

আ'লা হযরত (রহঃ) এর বেছাল শরীফের পর ওহাবী-তবলীগিদের ফিত্না নতুন করে দানা বাঁধতে শুরু করে। বিশেষতঃ এই নবী ও আউলিয়ায়ে কেরাম বিদ্বেষী ফিত্নারই আধুনিকায়ন মওদুদী ফিত্নার উৎপত্তিলাভ ঘটে। যা আল্লাহ্র আইন ও তাওহীদের দোহাই দিয়ে শানে রেসালতের উপর আঘাত হানতে শুরু করে। তাদের এই জঘন্যতম হীন ষড়যন্ত্রের পাশাপাশি কাদিয়ানী ফিত্নাও মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এ সমস্ত নবী বিদ্বেষী বাতিল শক্তির ঈমান বিধ্বংসী কুফ্রী আক্বীদার প্ররোচনায় সাধারণ সহজ সরল মুসলমানরা বিভ্রান্তিতে পতিত হয়। তাই সুন্নীয়তের বৃক্ষকে সঞ্জীবিত করার তাগিদে তথা নবীদ্রোহী শক্তিকে পরাস্ত করে শানে রেসালতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য নতুন মোজাদ্দেদের আগমন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। তাই বাস্তবক্ষেত্রেও দেখা যায়, ওহাবী-তবলীগি, মওদুদী, কাদিয়ানী ইত্যাদি নবীদ্রোহী ফিত্না যখন নতুন করে উৎপত্তি লাভ করে, সেই ক্রান্তিলগ্নে মহাদুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে মহান রাব্বুল আলামীন তদীয় পেয়ারা হাবীব (দঃ) এর সুমহান উসিলায় সুন্নীয়ত ও বেলায়তের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ইমামে আহ্লে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা গাজী শাহ্ সৈয়দ মোহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা আল্ কাদেরী (রহঃ) কে চতুর্দশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মোজাদ্দেদ রূপে দুনিয়ার বুকে প্রেরণ করেন। তিনি তাঁর তেজোদীপ্ত বলিষ্ঠ কন্ঠস্বর, সরাসরি বাহাস বা তর্কযুদ্ধ ও তদুপরি সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরধার লেখনী দ্বারা তৎকালীন পাক-ভারত উপমহাদেশ ও আরবে-আজমে নবীদ্রোহী সকল বাতিল শক্তিকে পরাজিত করেন এবং এশ্কে রাসূল (দঃ) ও বেলায়তের অবিনশ্বর শক্তি দ্বারা শানে রেসালতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাই এ কথা সুস্পষ্ট যে, মহান রাব্বুল আলামীন ইসলামের সঠিক রূপরেখা আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জমাতের আক্বীদা সমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে আখেরী জমানায় সুন্নীয়াত প্রতিষ্ঠাকে ত্বরান্বিত করার প্রত্যয়ে আশেকে রাসূল (দঃ) আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) কে চতুর্দশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ রূপে পৃথিবীর বুকে প্রেরণ করেছেন। তাঁর মোজাদ্দেদীয়ত সম্পর্কিত আরও কিছু ঐতিহাসিক তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

আওলাদে রাসূল (দঃ) হযরতুল আল্লামা গাজী শাহ্ সৈয়দ মোহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা (রহঃ) কে শুধুমাত্র বাংলার জমিনে একজন শ্রেষ্ঠ আলেম বা 'শেরে বাংলা' কিংবা একজন ইমামে আহ্লে সুন্নাত হিসেবে আখ্যায়িত করলে অবমূল্যায়ন হবে। কারণ তিনি তো ঐ শ্রেষ্ঠতম মহান ব্যক্তিত্ব যিনি তৎকালীন সৌদি বাদশাহ্র গ্র্যান্ড মুফতীকে

পরাজিত করে 'শেরে ইসলাম' উপাধিতে ভূষিত হন। তৎকালীন কোন বড় আলেম বা মুফতী মোনাজেরায় তাঁকে পরাস্ত করতে পারেননি। তাই এ কথা অনস্বীকার্য তৎকালীন সময়ে শুধুমাত্র পাক-ভারত উপমহাদেশে নয় বরং সারা বিশ্বে আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) ছিলেন শ্রেষ্ঠতম আলেমে দ্বীন ও মুজাহিদে আযম। এ প্রসঙ্গে ওহাবীদের তৎকালীন বড় মুফতী (!) একটা পুস্তিকায় লিখেছে, "আমরা সমগ্র পৃথিবী জয় করে নিয়েছিলাম, কিন্তু মৌলানা আজিজুল হক শেরে বাংলা নামক তথাকথিত একজন আলেমের জন্য আমাদের সর্ব প্রচেষ্টা ভেস্তে যায়।" (সূত্রঃ মাসিক তরজুমান)

পরিশেষে মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর পবিত্র জবানে পাক থেকে শ্রবণ করুন। তাঁর খেলাফত প্রাপ্ত অন্যতম খলিফা হযরত মাওলানা শেখ জামাল উদ্দিন আহমদ আল্ কাদেরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আমার মুর্শিদ কেবলা আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) কে জীবদ্দশায় বারংবার এরশাদ ফরমাতে শুনেছি, **"আমি পীর-মুরিদ করার জন্য আগমন করিনি। মসজিদ ও মাদ্রাসার গন্ডির ভিতর সীমাবদ্ধ থাকার জন্যও আমার আগমন হয়নি। আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য সীমাবদ্ধ নহে। আমাকে কোন নির্দিষ্ট দেশ বা এলাকার জন্য মনোনীত করা হয়নি। অথচ আমাকে বিরামহীনভাবে কাজ করার জন্য আদেশ করা হয়েছে। অনেকে মনে করে আমি শুধু ওহাবী দমনের অস্ত্র, আসলে তা নয়। বরঞ্চ আমি দুনিয়ার সকল বাতিল শক্তির মোকাবেলা ও প্রতিকার করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। ইহা জমানার মোজাদ্দেদেরই কাজ ও দায়িত্ব।"**

সুন্নীয়াতের সিপাহ্‌সালার ও হোসাইনী আদর্শের মূর্ত প্রতীক আওলাদে রাসূল (দঃ) হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ)

এ দেশের সুন্নীয়াতের আন্দোলনের রক্তিম ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যাঁর নাম ও ত্যাগের কথা সর্বাগ্রে মানসপটে জাগ্রত হয়, যাঁকে ব্যতিরেকে এদেশে সুন্নীয়াতের আন্দোলনের কথা কল্পনাও করা যায় না, প্রকৃতপক্ষে এখন চর্তুদিকে সুন্নীয়াতের যে জয়গান শোনা যাচ্ছে তার আসল রূপকার ও জনক হচ্ছেন আওলাদে রাসূল (দঃ) মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শাহ্ সৈয়দ মোহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা (রহঃ)। কারবালার প্রান্তরে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে যিনি রেসালতের বৃক্ষকে সঞ্জীবিত করে গেছেন তিনি হচ্ছেন ইমামুশ্ শোহাদা হযরত সৈয়্যদেনা ইমাম হোসাইন (রাঃ)। আর যিনি নবীদ্রোহী বাতিলের প্রতিরোধ করতে গিয়ে খন্দকিয়ার জমিনে নিজের মস্তকের খুন ঢেলে দিয়ে এদেশে সুন্নীয়াতের আন্দোলনের বীজ বপন করে গেছেন তিনি হচ্ছেন সুন্নীয়াতের সিপাহ্‌সালার ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ)। তাই এই দেশের সুন্নীয়াতের ইতিহাস ও আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর ইতিহাস এক ও অভিন্ন। সুন্নীয়াতের মহান ও অদ্বিতীয় সিপাহ্‌সালার হিসেবে এদেশের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণফলকে লিপিবদ্ধ থাকবে।

একতাবদ্ধ ঈমানী শক্তি ব্যতীত সঠিক দ্বীন ইসলাম তথা সুন্নীয়াত প্রতিষ্ঠা মোটেই সম্ভব নহে। ইসলামের সঠিক রূপরেখা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জমাতের ভিত্তিতেই মুসলমানদেরকে একতাবদ্ধ হতে হবে। এক্ষেত্রে সকল হক্ব তরীক্বা ও দলের সমন্বয় সাধন পূর্বক একই প্লাটফর্মে আনয়ন অপরিহার্য। মোজাদ্দেদে মিল্লাত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ)ই হচ্ছেন সমস্ত ত্বরীকার যোগসূত্র ও সুন্নীয়াতের প্রাণকেন্দ্র। সুতরাং তাঁর অনুপম আদর্শের ভিত্তিতেই এদেশে সুন্নীয়াতকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ)ই হচ্ছেন এদেশের সুন্নীয়াতের অতন্দ্র প্রহরী কোটি কোটি সুন্নী জনতার নয়নমণি ও অপরাজেয় বলিষ্ঠ কন্ঠস্বর। তিনিই সুন্নীয়াতের কিংবদন্তি মহান নায়ক, মুজাহিদে আযম ও বাংলার আ'লা হযরত। এদেশের সুন্নীয়াতের আন্দোলনের নেতৃত্বে সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে তিনি চিরকাল অধিষ্ঠিত থাকবেন। তাঁরই অনুপম হোসাইনী আদর্শ বুকে ধারণ করে ও রূহানী মদদপুষ্ট হয়ে সুন্নীয়াতের বীর মুজাহিদরা ইন্‌শাআল্লাহ্ এদেশে তথা এই উপমহাদেশে সুন্নীয়াতের আদর্শ বাস্তবায়ন করবেন। মহান রাব্বুল আলামীন ও তাঁর পেয়ারা হাবীব (দঃ) এর দরবারে আমাদের এই কামনা। -আমীন।

প্রথম অধ্যায়

ব্যক্তিগত জীবন

জন্ম ও বংশ পরিচয়

বার আউলিয়ার স্মৃতি বিজড়িত ও গাউছুল আজম মাইজভান্ডারী (কঃ) এর পবিত্র জন্মভূমি চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার অন্তর্গত মেখল একটি বর্ধিষ্ণু ও সুপরিচিত গ্রাম। এ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত 'সৈয়দ' পরিবারে ১৩২৩ হিজরী, ১৩১৩ বাংলা এবং ১৯০৬ ইংরেজীতে কোন এক শুভ মুহূর্তে মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, কুতুবে আলম, গাউছে জমান হযরতুল আল্লামা গাজী শাহ্ সৈয়দ মোহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা আল্ কাদেরী (রহঃ) এই ধরাপৃষ্ঠে শুভাগমন করেন। তাঁর সম্মানিত বুজুর্গ পিতা হচ্ছেন অলেমকুল শিরমণি পীরে কামেল হযরত মাওলানা শাহ্‌সূফী সৈয়দ মোহাম্মদ আবদুল হামিদ আল্ কাদেরী মেখলী (রহঃ)। তাঁর দাদাজানের নাম হযরত মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ ইসমত উল্লাহ (রহঃ)। আর সম্মানিতা বিদুষী, সাধ্বী, পূণ্যময়ী রত্ন-গর্ভা জননী হলেন সৈয়দা মোছাম্মৎ মায়মুনা খাতুন (রহঃ)। তাঁর নানা জানের নাম হয়রত মাওলানা সৈয়দ এবাদুল্লাহ্ (রহঃ)। তাই এ কথা সুস্পষ্ট যে, তিনি মাতৃকুল ও পিতৃকুল উভয় বংশধারায় 'সৈয়দ' বংশীয় ছিলেন। সুতরাং আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) হলেন প্রকৃত আওলাদে রাসূল (দঃ)। অর্থাৎ তিনি রাসূলে পাক (দঃ) এর খাস বংশধর। তাছাড়া সুপ্রসিদ্ধ ও ঐতিহ্যবাহী আলেম পরিবারে তাঁর জন্ম। এ যেন মহান সৃষ্টিকর্তা রাব্বুল আলামীনের সুনিপুন ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয়। যে বংশ ও পরিবারের মাধমে চতুর্দশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ ও ইমামকে এই পৃথিবীর বুকে প্রেরণ করবেন সেটা যেন মহান আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ব থেকে নির্ধারণ করে রেখেছেন।

মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) বংশ পরিক্রমায় রাউজানের সুলতানপুর হাজিপাড়াস্থ কুতুবে জমান, পীরে কামেল হযরত মাওলানা কাজী এজাবতুল্লাহ শাহ্ (রহঃ), হাটহাজারী থানার ফরহাদাবাদের আলেমকুল শিরমণি, সৈয়দুল মোনাজেরীন হযরত মাওলানা মুফ্‌তী শাহ্‌সূফী সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (রহঃ) এবং লালিয়ারহাট সুন্নিকটস্থ মুর্শিদে বরহক হযরত মাওলানা শাহ্‌সূফী সৈয়দ হোসাইনুজ্জমান (রহঃ) প্রমুখ সু-বিখ্যাত আলেম ও যুগশ্রেষ্ঠ অলিয়ে কামেল ব্যক্তিবর্গের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

এখানে উল্লেখ্য, হুজুর কেবলার দাদাজান হযরত মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ ইসমত উল্লাহ্ (রহঃ) হলেন কুতুবে জমান হযরত মাওলানা কাজী এজাবতুল্লাহ শাহ্ (রহঃ) এর আপন ভ্রাতা এবং সৈয়দুল মোনাজেরীন হযরত মাওলানা শাহ্‌সূফী মুফতী সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (রহঃ) হলেন সম্পর্কে হুজুর কেবলার আপন জ্যাঠা।

গাউছুল আজম হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ আল্ কাদেরী মাইজভান্ডারী (কঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী ও জন্মসনের রহস্য

পূর্বাঞ্চলীয় বেলায়তের সম্রাট গাউছুল আজম হযরত মাওলানা শাহ্ সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভান্ডারী (কঃ) ১৩২৩ হিজরী এবং ১৯০৬ ইংরেজীতে দূনিয়া থেকে পর্দা করেন এবং সেই একই সনে মোজাদ্দেদে মিল্লাত, মোজাহেদে আজম হযরতুল আল্লামা গাজী শাহ্ সৈয়দ মোহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা (রহঃ) দুনিয়াতে তশরীফ আনেন। নিম্নে এই অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্রের একটি প্রামাণ্য নমুনা পেশ করছি ঃ

হযরত গাউছুল আজম মাইজভান্ডারী (কঃ) এর আপন পৌত্র হযরত মাওলানা শাহ্‌সূফী সৈয়দ দেলওয়ার হোসাইন মাইজভান্ডারী (রহঃ) তাঁর দাদাজানের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, আমার দাদাজান গাউছুল আজম হযরত মাওলানা শাহ্ সৈয়দ আহমদ উল্লাহ আল্ কাদেরী (কঃ) জীবদ্দশায় পবিত্র জবানে পাকে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যে, "আমার পরে একজন জমানার মোজাদ্দেদ ও আশেকে রাসূল (দঃ) আগমন করবেন" এবং তিনি (হযরত কেবলা কাবা) তাঁর আগমনের সুনির্দিষ্ট স্থানের ইংগিত ও তাঁর অবয়বের বর্ণনাও দিয়ে গেছেন, যা পরবর্তীতে আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর সাথে হুবহু মিলে যায়।

তাই বাস্তব ক্ষেত্রেও দেখা যায়, যে বৎসর হযরত গাউছুল আজম মাইজভান্ডারী (কঃ) পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন, সেই একই বৎসর মোজাদ্দেদে মিল্লাত আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) জন্মগ্রহণ করেন। এ যেন একদিকে পূর্বাঞ্চলীয় বেলায়তের সম্রাটের রহস্যময় লোকান্তর এবং অন্যদিকে তাঁরই প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সুন্নীয়াত প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে আখেরী জমানার মোজাহেদে আজমের পৃথিবীতে শুভাগমন।

বাল্যকাল ও শিক্ষাজীবন

মোজাদ্দেদে মিল্লাত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, কুতুবে আলম, আওলাদে রাসূল (দঃ) হযরতুল আল্লামা গাজী শাহ্ সৈয়দ মোহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা (রহঃ) বাল্যকাল থেকেই অতি মেধাবী ও সৎচরিত্রের অধিকারী ছিলেন। শৈশবকালে তিনি সর্বপ্রথম প্রাথমিক শিক্ষা আপন সম্মানিত পিতা পীরে কামেল হযরত মাওলানা শাহ্‌সূফী সৈয়দ মোহাম্মদ আবদুল হামিদ আল্ কাদেরী মেখলী (রহঃ) এর নিকট লাভ করেন। অতঃপর কৈশোরকালে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করার জন্য হাটহাজারী মাদ্রাসা-এ-মঈনুল ইসলামে ভর্তি হন, যা বর্তমানে হাটহাজারী ওহাবী মাদ্রাসা নামে পরিচিত। উল্লেখ্য তৎকালে টাইটেল মাদ্রাসার বড়ই অভাব ছিল। তাছাড়া উক্ত মাদ্রাসায় গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করা হত। তাই দেওবন্দী ওহাবী আক্বীদা অনুযায়ী পরিচালিত হলেও অনেক সুন্নী আক্বিদার ছেলে নিরূপায় হয়ে উক্ত মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করত। বাতিলপন্থীরা পরিচালনা করলেও তৎকালে সুন্নী আক্বীদার আলেমও সেখানে শিক্ষকতা করতেন। কিন্তু বর্তমান পটভূমিকায় ব্যাপকহারে সুন্নী মাদ্রাসা ও মজবুত সুন্নী সংগঠন সৃষ্টির ফলে সে পরিস্থিতির অবসান ঘটেছে। এখন তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও বর্তমানে উক্ত হাটহাজারী ওহাবী মাদ্রাসায় সুন্নী আক্বীদার শিক্ষকতো দূরের কথা একজন সুন্নী ছাত্রও পাওয়া যাবে না।

মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) উক্ত মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালে দেওয়ান নগর নিবাসী প্রখ্যাত আলেম হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জলিল (রহঃ) কে প্রিয় শিক্ষক হিসেবে লাভ করেছিলেন। হযরত শেরে বাংলা কেবলা (রহঃ) অসাধারণ জ্ঞান-পিপাসু ও তেজস্বী ছিলেন। সমসাময়িক মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম ও শীর্ষস্থানীয়। কোন সময় ক্লাসে মেধা তালিকায় প্রথম স্থান ব্যতীত দ্বিতীয় স্থান লাভ করেননি। সহপাঠী ছাত্ররা প্রানপন চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁকে কোন সময় প্রথম স্থান অর্জন থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি।

কথিত আছে, তিনি যা একবার পাঠ করতেন বা শ্রবণ করতেন কিংবা অবলোকন করতেন তা কখনও বিস্মৃত হতেন না। এ কারণে তাঁকে অনেকে জ্বিনের সন্তান বলে আখ্যায়িত করতেন। অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ও বিদ্যানুরাগী সূক্ষ্মদর্শী আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালে আরবী, উর্দু ও ফার্সী

ভাষাসমূহের মধ্যে এক গভীর তত্ত্বজ্ঞানের সন্ধান লাভ করেন। এ সমস্ত বিষয়ের উপর তিনি অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ও পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। একই সময়ে কতিপয় নামধারী আলেম সমাজের নবী ও আউলিয়ায়ে কেরাম বিদ্বেষী কার্যকলাপ তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়। সরাসরি সম্পর্ক লাভের ফলশ্রুতিতে তিনি এ সমস্ত বাতিলপন্থী তথাকথিত আলেমগণের ইসলামের সঠিক রূপরেখা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জমাতের পরিপন্থী ঈমান বিধ্বংসী আক্বীদাসমূহ সম্পর্কে সম্যক অবগত হন। ফলে তিনি ছাত্রাবস্থাতেই এ সমস্ত বাতিলপন্থী আলেমগণের সাথে অধিকাংশ সময়েই বাহাছ বা তর্কে লিপ্ত হতেন। তাঁর সুতীক্ষ্ণ চিন্তাধারা ও অসাধারণ জ্ঞানের মোকাবেলায় অনেক বাতিলপন্থী বড় আলেমও কোনঠাসা হয়ে পড়ত। এ সময়ে তিনি হাদীস, ফিকাহ্ ও তর্ক শাস্ত্রেও অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ও পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। অবশেষে হাটহাজারী মাদ্রাসা থেকে তিনি কৃতিত্বের সাথে টাইটেল পাশ করে মাদ্রাসার শেষ সনদ লাভ করেন। তাই তাঁর মূল শিক্ষা জীবনের সম্পূর্ণটাই দেখা যায় ওহাবী মাদ্রাসায় অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু তথাপি তিনি ছিলেন ওহাবী চিন্তাধারা থেকে সদামুক্ত, নিষ্কলুষ ও পূতঃপবিত্র। বরঞ্চ ওহাবীদের সংস্পর্শ ও তাদের বদ আক্বীদার কিতাবাদী পঠনের ফলে তাঁর ঈমান-আক্বীদা মজবুত হয়েছে এবং পরবর্তীতে বাতিলদের বিরুদ্ধে তর্ক ও জেহাদ করার পথ সুগম করেছে। প্রমাণ স্বরূপ দেখা যায়, তিনি বাহাছ বা ওয়াজের মাহ্‌ফিলে ওহাবী আক্বীদার কিতাবের নাম ও পৃষ্ঠা নম্বরসহ উদ্ধৃতি উপস্থাপন করতেন। সোবহানাল্লাহ্! ওহাবীদের ভ্রান্ত আক্বীদার কিতাবসমূহও তাঁর কণ্ঠস্থ ও নখদর্পণে ছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, হযরত সৈয়্যেদেনা মূসা (আঃ) ফেরাউনের ঘরে লালন-পালন হয়ে ফেরাউনকে ধ্বংস করেছিলেন। ঠিক সেইভাবে আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) ওহাবীদের প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করে তাদের ভ্রান্ত আক্বীদার বিরুদ্ধে জেহাদ করেছেন। এ যেন মহান সৃষ্টিকর্তার এক রহস্যময় অভিপ্রায় ও এহসান। তিনি তাঁর একজন যোগ্যতম প্রতিনিধি ও প্রকৃত আশেকে রাসূলকে প্রকৃতির লীলা নিকেতনে অনুসন্ধিৎসু পরীক্ষণের মাধ্যমে নির্ভেজাল শিক্ষালাভের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর জন্য এটা একদিকে নিরীক্ষণমূলক জ্ঞান লাভের সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করেছিল, অপরদিকে মহান সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর জন্য ছিল ঈমান-আক্বীদার উপর বিরাট পরীক্ষা। যে পরীক্ষায় তিনি পরিপূর্ণভাবে কামিয়াব হয়েছিলেন। তিনি নবী ও আউলিয়া বিদ্বেষী ওহাবীদের ঈমান বিধ্বংসী আক্বীদার সাথে বিন্দু পরিমাণও আপোষ করেননি। বরঞ্চ তাদের ভ্রান্ত আক্বীদার বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদ করেছেন।

টাইটেল পাশ করার পর তিনি কোরআন, হাদীস, ফিকাহ্ শাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করার জন্য হিন্দুস্থানে গমন করেন। দিল্লীর বিখ্যাত ফতেহ্পুর আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার জন্য তিনি দরখাস্ত পেশ করেন। উক্ত মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা মুফতী কেফায়ত উল্লাহ ছাহেব তাঁর ইন্টারভিউ গ্রহণ করেন। তিনি হযরত শেরে বাংলা কেবলা (রহঃ) এর মেধাশক্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁর সমস্ত খরচ বহন করে মাদ্রাসায় ভর্তির ব্যবস্থা করে দেন। সেখান থেকে তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং দাওরায়ে হাদীস ও ফিকাহ্ শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর সনদ লাভ করেন।

ফতেহপুর আলীয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালে শামসুল আরেফীন আশেকে রাসূল (দঃ) আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর মোবারক জীবনে একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে। আল্লাহ্র রহমত ও কুদরতে এবং প্রিয় নবী (দঃ) এর মেহেরবাণীতে তিনি ইল্মে লাদুন্নিয়া তথা বাতেনী রহস্যজ্ঞানের ধারক হযরত খাজা খিজির (আঃ) এর সাক্ষাৎ লাভ করেন। উক্ত মহাপুরুষ তাঁকে সস্নেহে আলিঙ্গন করেন এবং পবিত্র হাদীস শরীফ থেকে ৪টি ছবক পাঠ করিয়ে অদৃশ্য হয়ে যান। এ ঘটনার পর থেকে তাঁর জ্ঞান ও স্মরণশক্তি অসাধারনভাবে বৃদ্ধি পায়। বাতিল ওহাবীদের বিরুদ্ধে বাঘের ন্যায় তেজোদীপ্ত হুংকার পরিলক্ষিত হতে থাকে। মাঠে-ময়দানে তিনি রাসূলদ্রোহীদের বিরুদ্ধে আপোষহীন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে থাকেন। অপরদিকে খোদাভীতি ও রাসূল (দঃ) এর প্রতি মহব্বত সীমাহীনভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলে তাঁর মোবারক জীবনে এক অনুপম হোসাইনী আদর্শের বিকাশ ঘটে। বাতিলদের বিরুদ্ধে খড়গহস্তে প্রচণ্ড বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুধাবন করলেন। তাই উক্ত মাদ্রাসায় অল্প কিছুদিন অবস্থান করে তিনি স্বীয় জন্মভূমি চট্টলার জমিনে প্রত্যাবর্তন করেন।

মোজাদ্দেদে মিল্লাত আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ)

দেওবন্দ মাদ্রাসায় সংঘটিত বিশেষ ঘটনা

পটিয়াস্থ শাহচান্দ আউলিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন ভাইস প্রিন্সিপ্যাল জনাব মাওলানা সিরাজ উদ্দিন ছাহেব এই ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি ১৯৬৫ সালে কাজীর দেউড়ীস্থ বাসায় মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর কাছ থেকে এই ঘটনা শ্রবণ করেন। হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) হিন্দুস্থানে থাকাকালীন সময়ে দেওবন্দ মাদ্রাসার শিক্ষকদের ঈমান-আক্বীদা বিষয়ক পরীক্ষা করার জন্য তথায় পৌছে দাওরায় ভর্তি হওয়ার জন্য মোহতামেম বরাবর দরখাস্ত পেশ করলেন। ফলে তাঁকে যথাসময়ে ভর্তি পরীক্ষার পরীক্ষা কমিটির সামনে উপস্থিত হতে হল। এ কমিটির প্রধান ছিলেন ভারত বিখ্যাত মোহাদ্দেস মাওলানা এসফাকুর রহমান (নেছায়ী শরীফের টীকাকারক)। পরীক্ষা নিলেন আরবী ব্যাকরণ, উসুলে ফেকাহ্, বালাগাত ও মান্তেক থেকে নানা প্রকার প্রশ্ন দ্বারা। এরপর আবু দাউদ শরীফের মধ্য থেকে দ্রুত পাঠ শুনাতে বলা হলে তিনি এত সুন্দর করে হাদীস শরীফের 'মতন' পড়ে শুনালেন যে, এতে তাঁরা রীতিমত আশ্চর্য হয়ে গেলেন। অতঃপর তাঁরা তাঁকে পঠিত অংশ থেকে ক'টি প্রশ্ন করলেন। তাতেও তিনি এক কৃতি ছাত্রের পরিচয় দিলেন। এ ধরণের অসাধারণ মেধা ও প্রজ্ঞার পরিচয় পেয়ে তাঁরা ভীষণ সন্তুষ্ট হন। ফলে প্রধান পরীক্ষক ভর্তি ও বিশেষ ব্যবস্থায় রাখা এ মর্মে একখানা পত্রসহ তাঁকে মাদ্রাসার মোহতামেম সাহেবের কাছে পাঠাতে চাইলে তিনি হঠাৎ আরজ করলেন, "হুজুর! আমার খুব ইচ্ছে উত্থাপিত বিষয়ের উপর আপনাদের খেদমতে দু'একটি প্রশ্ন রাখার।" তাঁরা বললেন, "অবশ্যই প্রশ্ন করতে পার।" তিনি সম্মতি পেয়ে পর পর বেশ ক'টি প্রশ্ন করলেন। কিন্তু তাঁরা একটি প্রশ্নের উত্তর ছাড়া বাকী প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদানে অক্ষমতা প্রকাশ করলেন এবং তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে ভালভাবে লেখাপড়ার উপদেশ এবং মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ তাঁর সব বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা নেবেন বলে আশ্বাস দেন। শুধু তা নয় ব্যক্তিগত খরচের জন্য তাঁকে প্রতিমাসে পাঁচ টাকা বৃত্তি প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দেন। এ কথা শেষ হতে না হতেই হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) তাঁদের বলে দিলেন, "মাওলানা ছাহেব মাই পড়নেকে লিয়ে নেহি আয়া। পড়হানেকে লিয়ে আয়া, ইন্শাআল্লাহ মেরে মকছুদ হাছিল হোগিয়্যা।" অর্থাৎ "মাওলানা সাহেব আমি পড়ার জন্য আসিনি, পড়াতে এসেছি। ইনশাআল্লাহ্ আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেছে।"

তাঁর এই সাহসপূর্ণ দীপ্ত বাণী শুনে পরীক্ষকগণ একবাক্যে বলতে লাগলেন, "আশ্চর্য! এ বোধ হয় জ্বিনের সন্তান।"

গাউছুল আজম বাবাজান কেবলা হযরত মাওলানা সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ

মোজাদ্দেদে মিল্লাত, কুতুবে আলম হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) তাঁর স্বলিখিত "দিওয়ানে আজীজ" গ্রন্থে হযরত মাওলানা শাহ্ সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী প্রকাশ বাবা ভাণ্ডারী কেবলা (কঃ) কে ছানী গাউছুল আজম ও ইউছুফে ছানী বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) যখন ছাত্রাবস্থায় অধ্যয়নরত সেই সময় হযরত বাবা ভাণ্ডারী কেবলা (কঃ) মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে সাজ্জাদানশীন গাউছুল আজম হিসেবে গদ্দীনশীন ছিলেন। হযরত বাবাজান কেবলা (কঃ) অত্যধিক সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন। যে কেউ দর্শনমাত্র বিমোহিত হয়ে পড়ত। একটি পবিত্র ছাদর দ্বারা তিনি নিজেকে ঢেকে রাখতেন। কারো সাথে কোনরূপ বাক্যালাপ করতেন না। ইমামে আহ্লে সুন্নাত হযরত মাওলানা কাজী মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী ছাহেব বর্ণনা করেন-"ছাত্রাবস্থায় মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) মাইজভাণ্ডার শরীফে হযরত বাবাজান কেবলা (কঃ) কে দেখতে যেতেন। হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর আগমনে হযরত বাবাজান কেবলা (কঃ) মুখাবৃত কাপড় সরিয়ে তাঁর দিকে তাকাতেন এবং রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসতেন।"

১৯৩৭ ইংরেজীতে হযরত বাবা ভাণ্ডারী কেবলা (কঃ) বেছাল প্রাপ্ত হলে আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) তদীয় সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা সৈয়দ আবদুল হামিদ (রহঃ) এর সাথে হযরত বাবা ভাণ্ডারী কেবলা (কঃ) এর পবিত্র জানাযা শরীফে শরীক হয়েছিলেন।

মোজাদ্দেদে মিল্লাত আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ)

সাংসারিক জীবন

বিবাহ করা ও সাংসারিক কার্যাদি নির্বাহ করা হযরত রাসূলে পাক (দঃ) এর সুন্নাত। মোজাদ্দেদ দ্বীন ও মিল্লাত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত, আওলাদে রাসূল (দঃ) আল্লামা গাজী সৈয়দ মোহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা (রহঃ) এর সংগ্রামী কর্মময় জীবনেও এই মহান সুন্নাতের বাস্তব ও যথাযথ প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। দিল্লী থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি স্বীয় পূণ্যময়ী জননীর কদম সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। অতঃপর সকলের পরামর্শে তিনি রাঙ্গুনীয়া থানার অন্তর্গত রাজানগর নিবাসী ফখরুল ওয়ায়েজীন, বুলবুলে বাংলা হযরত মাওলানা আবদুর রাজ্জাক (রহঃ) এর সুযোগ্যা সৎচরিত্রা কন্যা সৈয়দা মোছাম্মৎ আয়েশা খাতুন (রহঃ) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই মহীয়সী পত্নীর ঘরে তাঁর তিনপুত্র ও চার কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি চট্টগ্রাম শহরের বিশেষ ঐতিহ্যবাহী সুপ্রসিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত মীর বংশের অন্যতম মহান ব্যক্তিত্ব আমীরে দ্বীন ও দুনিয়া হযরত মীর ইয়াহিয়া (রহঃ) ছাহেবেরই প্রকৃত উত্তরাধিকার জনাব কাজী মৌলভী আবদুল হাকিম ছাহেবের সুশিক্ষিতা ও সৎচরিত্রা কন্যা মোছাম্মৎ আলফা বেগম এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই স্ত্রীর ঘরে তাঁর দুইজন পুত্রসন্তান ও একজন কন্যা সন্তান জন্মলাভ করেন। তৃতীয় বা শেষ পর্যায়ে হাটহাজারী থানার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুশিক্ষিতা ও সতী রমণীর পানি গ্রহণ করেন। এই ঘরে এক পুত্র সন্তান বিদ্যমান। তাই দেখা যায় আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) মহান আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছায় স্বীয় পবিত্র জীবনকালে মোট তিনবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

নিম্নে হুজুর কেবলার আওলাদগণের ধারাবাহিক বিবরণ দেয়া হলঃ-

প্রথমা স্ত্রীর আওলাদগণ

তিন পুত্র যথাক্রমে ঃ

১। শাহ্জাদা সৈয়দ মোহাম্মদ আমিনুল হক আল্ কাদেরী ছাহেব
২। শাহ্জাদা সৈয়দ মোহাম্মদ জিয়াউল হক আল্ কাদেরী ছাহেব
৩। শাহ্জাদা সৈয়দ মোহাম্মদ বদরুল হক আল্ কাদেরী ছাহেব

চার কন্যা যথাক্রমেঃ

১। শাহ্জাদী সৈয়দা মোছাম্মৎ হাছিনা বেগম ছাহেবানী
২। শাহ্জাদী সৈয়দা মোছাম্মৎ কছিদা বেগম ছাহেবানী
৩। শাহ্জাদী সৈয়দা মোছাম্মৎ ছকিনা বেগম ছাহেবানী
৪। শাহ্জাদী সৈয়দা মোছাম্মৎ ছেমন আরা বেগম ছাহেবানী (প্রকাশ বুলবুল)

দ্বিতীয়া স্ত্রীর আওলাদগণ

দুই পুত্র যথাক্রমে ঃ

১। শাহ্জাদা সৈয়দ মোহাম্মদ আবদুল হক আল্ কাদেরী ছাহেব
২। শাহ্জাদা সৈয়দ মোহাম্মদ নূরুল হক আল্ কাদেরী ছাহেব

এক কন্যা ঃ

১। শাহ্জাদী সৈয়দা মোছাম্মৎ মমতাজ বেগম ছাহেবানী

তৃতীয়া স্ত্রীর আওলাদ

এক পুত্র ঃ

১। শাহ্জাদা মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মোজাহেরুল হক আল্ কাদেরী ছাহেব।

পবিত্র শারীরিক অবয়ব, পোষাক-পরিচ্ছদ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা

আওলাদে রাসূল (দঃ), মোজাদ্দেদে মিল্লাত, সিরাজুস্ সালেকীন, ছানীয়ে ওয়াইছ করণী হযরতুল আল্লামা গাজী শাহ্ সৈয়দ মোহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা (রহঃ) এর পবিত্র শারীরিক কাঠামো ছিল মধ্যম শ্রেণীর। তিনি অতিরিক্ত দীর্ঘ বা খাটো ছিলেন না। তাঁর শারীরিক গড়ন ছিল মধ্যম প্রকৃতির। তাঁর পবিত্র গায়ের রং ছিল ফর্সা। চেহারা মোবারক ছিল নূরাণী ও সদা উজ্জ্বল। চেহারায় সর্বদা চমক বিরাজমান ছিল। চেহারার দিকে বেশীক্ষণ তাকানো যেত না। কোমলতা ও নমনীয়তা এবং কোন কোন সময় তীক্ষ্ণতা ও রক্তিমতা চেহারায় প্রতিভাত হত। যেমন দুঃস্থ, অসহায় ও আশেকানের কাছে তিনি দয়ার্দ্র ও নমনীয়। কিন্তু বাতিল মুনাফিক রাসূল বিদ্বেষীদের সামনে তিনি সদা কঠোর, অগ্নিশর্মা ও ব্যাঘ্রসুলভ। কারণ তিনি তো সত্যিকার আশেকে রাসূল (দঃ)। প্রিয় নবীজি (দঃ) এর প্রেমে সদা নিমগ্ন। হুজুর কেবলার চুল মোবারক ছিল গাঢ় কাল বাবরী কাটা, সম্পুর্ণ চোয়াল বরাবর গাঢ় লম্বা চাপ দাড়ি বিদ্যমান ছিল। এগুলো রাসূলে পাক (দঃ) এর সুন্নাতেরই পরিপূর্ণ অনুকরণ।

তিনি মাথায় সর্বদা গাঢ় কাল লম্বা টুপি পড়তেন। কাবা শরীফের গিলাফের রং কাল বলে তিনি অনুরূপ পছন্দ করতেন। কিন্তু আদবের বরখেলাফের আশংকায় কখনও কাল জুতা পরিধান করতেন না। এ সম্পর্কিত আরও তথ্য আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। হুজুর কেবলা বেশীর ভাগ সময়ে সাদা পাঞ্জাবী ও সাদা লুঙ্গি পরিধান করতেন। বাড়ীতে থাকাকালীন সময়ে পায়ে খড়ম পড়তেন। কিন্তু মাহ্ফিলে বা বাহিরে যাওয়ার সময় লাল চামড়ার জুতা পরে যেতেন।

তাই এ কথা সর্বজনবিদিত যে, মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর গোটা জীবনটাই ছিল সুন্নাতে রাসূল (দঃ) এর বাস্তব প্রতিফলন। তাই দেখা যায় ব্যক্তিগত ও ব্যবহারিক জীবনেও তিনি রাসূলে পাক (দঃ) এর মহান সুন্নাতকে পুংখানুপুংখরূপে অনুসরণ করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি সাহাবায়ে কেরাম ও নায়েবে রাসুলের সুন্নাতের প্রতিও পরিপূর্ণ যত্নবান ছিলেন। তাঁর স্বভাব-চরিত্র, আহার-নিদ্রা, পোষাক-পরিচ্ছদ সব কিছুই ছিল পরিমার্জিত ও আদর্শনীয়। সংযম ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন ছিল তাঁর জীবনের অলংকরণ। তিনি ছিলেন উসওয়ায়ে হাসানার মূর্ত

হুজুর কেবলার স্বলিখিত হস্তলিপি

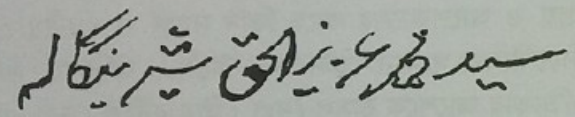

মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর স্বলিখিত দস্তখত।
১৯৬৪ ইংরেজীতে তিনি একটি দলিলে এই দস্তখত করেন।

(সৌজন্যে ঃ হুজুর কেবলার বড় শাহজাদা জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ আমিনুল হক আল্ কাদেরী)

মোজাদ্দেদে মিল্লাত আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ)

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংগ্রামী জীবন

মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা

মোজাদ্দেদে মিল্লাত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা গাজী শাহ্ সৈয়দ মোহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা (রহঃ) হিন্দুস্থান থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর লক্ষ্য করলেন যে, বাতিলপন্থী ওহাবীরা সুপরিকল্পিতভাবে একতাবদ্ধ হয়ে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জমাতকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। এ সমস্ত বর্ণচোরা ওহাবীরা সহজ সরল মুসলমানদের ঈমান-আক্বীদাকে বিনষ্ট করার জন্য ইসলামের খোলস পরে সুন্নীদের কাতারে শামিল হয়ে তাদের ঈমান বিধ্বংসী মতবাদের বীজ বপন করছে। ওহাবী মতবাদের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারকল্পে তারা দেওবন্দী আক্বায়েদ ভিত্তিক বিভিন্ন খারেজী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছে। তাই আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) ঈমান ও সুন্নীয়াত রক্ষার তাগিদে সুন্নীয়াত ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। এই মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তিনি সর্বপ্রথম ১৯৩২ সালে নিজ গ্রাম মেখল ফকিরহাটে প্রতিষ্ঠা করেন এমদাদুল উলুম আজিজিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা। তিনি স্বীয় খরিদকৃত জমিতে নিজ অর্থ ব্যয়ে এই মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের সঠিক রূপরেখা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জমাতের বীর মুজাহিদ আলেম সৃষ্টি করা, যাঁরা বাতিলদের মুখোশ উন্মোচন করে সমাজে সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে। সহসাৎ এই দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে সুন্নী ওলামা ও, ছাত্রবৃন্দের এক বিরাট জমায়েত সৃষ্টি হয়।

পরবর্তীতে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) দেশের শিক্ষানুরাগী দানবীর ব্যক্তিদের আর্থিক সহযোগিতায় আরও বহু দ্বীনি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। এরূপে তিনি নিম্নলিখিত দ্বীনি প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন ঃ-

১। হাটহাজারী আজিজিয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা।
২। রাউজান ফতেহ্ নগর অদুদিয়া মাদ্রাসা।
৩। রাঙ্গুনিয়া চন্দ্রঘোনা অদুদিয়া তৈয়্যবিয়া মাদ্রাসা।
৪। লালিয়ারহাট হামিদিয়া হোছাইনিয়া মাদ্রাসা।

বিশেষত ঃ হাটহাজারীর আজিজিয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা মরহুম আবদুল অদুদ চৌধুরীর আর্থিক আনুকূল্যে গঠিত হলেও প্রকৃতপক্ষে উক্ত মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা

সভাপতি হচ্ছেন মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ)। তিনি ১৯৬৫ ইং সনে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ওলামায়ে কেরামকে নিয়ে একসাথে এয়াজদাহুম হতে টাইটেল পর্যন্ত এই মাদ্রাসায় চালু করেন। এ মাদ্রাসাকে একটি পূর্ণাঙ্গ আরবী বিশ্ববিদ্যালয় রূপে গড়ে তোলার সুদূর প্রসারী স্বপ্ন ছিল হুজুর কেবলার। কিন্তু দুঃখজনকভাবে কিছুদিন সুচারুরূপে চলার পর কতেক স্বার্থান্বেষী মহলের হীন ষড়যন্ত্রে হুজুর কেবলার বরকতময় নাম আজিজিয়া শব্দ কেটে শুধুমাত্র অদুদিয়া নামকরণ করে তাঁর শানে অতীব বেয়াদবীর পরিচয় দেয়। মোজাদ্দেদে মিল্লাত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) তজ্জন্য ভীষণ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এরূপ হীন তৎপরতা, অপরিবর্তনীয় অবস্থান ও ক্রমাবনতির স্বরূপ নিয়ে এই মাদ্রাসা এখন কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই মাদ্রাসার ভিত্তি প্রস্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে বিবৃত করেছি।

এখানে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর একটি অলৌকিক ভবিষ্যদ্বাণীর অবতারণা করছি। যা পরবর্তীতে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছে। হযরতুল আল্লামা কাজী মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম হাশেমী ছাহেব এ ঘটনা বর্ণনা করেন। হাটহাজারী থানার অন্তর্গত বুড়িশ্চর নিবাসী বিশিষ্ট দানবীর জনাব হাজী আবদুর রশীদ টেন্ডল। তিনি নিজস্ব খরচে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর একান্ত পরামর্শক্রমে সুদূর ভারত থেকে সদরুল আফাযিল, শামসুল ওলামা হযরত মাওলানা হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (রহঃ) কে দাওয়াত প্রদান করতঃ আনয়ন করেন এবং বুড়িশ্চর স্বীয় এলাকায় মাহ্‌ফিলের আয়োজন করেন। বর্তমান নজু মিয়া হাট সংলগ্ন তৎকালীন খালি ধানী মাঠে এই আজিমুশ্‌শান মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মাহ্‌ফিলে মাগরীবের নামাজ সমাপনান্তে সহস্রাধিক লোকের সমাগমে হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) উপস্থিত জনতাকে সম্বোধন করে ঘোষণা করেন- "আমি এখানে রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন পেয়ারা রাসূল (দঃ) এর সুঘ্রান পাচ্ছি। ইন্‌শাআল্লাহ্ আশা করি এখানে একটি সুন্নী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হবে।" আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর এই মহান ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তীতে বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করেছে। উক্ত বরকতময় মাহ্‌ফিল স্থলেই পরবর্তীতে বুড়িশ্চর জিয়াউল উলুম ফাযিল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যা এতদঞ্চলে সুন্নী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দ্বীনি শিক্ষা প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

'শেরে বাংলা' উপাধি লাভ

মোজাদ্দেদে মিল্লাত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, ফখরুল ওয়ায়েজীন হযরতুল আল্লামা গাজী সৈয়দ মোহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা (রহঃ) আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জমাতের প্রচার ও প্রসারকল্পে নিরলসভাবে আত্মনিয়োগ করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর গোটা জীবন তিনি সুন্নীয়াতের মহান খেদমতে উৎসর্গ করেন। কারণ সেই সময়ে বিভিন্ন বাতিল শক্তিসমূহ বিশেষতঃ দেওবন্দী ওহাবীরা ইসলামের খোলস পরে প্রকারান্তরে ঈমান হরণে তৎপর হয়ে উঠেছিল। তিনিই সর্বপ্রথম বাতিলদের এ সমস্ত রাসূল ও আউলিয়ায়ে কেরাম বিদ্বেষী অপতৎপরতার বিরুদ্ধে খোলা ময়দানে জেহাদের ডাক দিলেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি মাঠে-ময়দানে সর্বত্র বিভিন্ন ওয়াজ মাহ্‌ফিলে তেজোদীপ্ত বক্তব্য রাখতে লাগলেন। কিন্তু বাতিলপন্থী ওহাবীরা তাঁকে অপদস্থ ও অপমানিত করার জন্য তাদের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সহায়তায় বিভিন্ন স্থানে কুট-কৌশলের আশ্রয় নিয়ে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠল। কিন্তু মহান আল্লাহ্‌র কুদরতে আশেকে রাসূল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর বিরুদ্ধে তাদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবেশিত হতে লাগল। তিনি দুর্দান্ত সাহস নিয়ে বাতিলপন্থী ওহাবী আলেমদের সাথে সম্মুখ মোনাজেরা, বাহাছ বা তর্কে অবতীর্ণ হতে লাগলেন। প্রতিটি স্থানে মোনাজেরায় শীর্ষস্থানীয় ওহাবী নেতারা হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর অসীম জ্ঞান ও তেজোদীপ্ত বক্তব্যের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও পর্যুদস্থ হতে লাগল। চর্তুদিকে গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর জয় জয়কারের ধ্বনি ঘোষিত হতে লাগল। হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর নেতৃত্বে সুন্নী জমাতের মধ্যে নতুন দিগন্তের সূচনা হল। এমতাবস্থায় আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জমাতের শীর্ষস্থানীয় ও বিশিষ্ট আলেমগণ সম্মিলিতভাবে মোনাজেরে আজম ফখ্‌রে বাংলা হযরত মাওলানা আবদুল হামিদ (রহঃ) এর নেতৃত্বে তাঁকে 'শেরে বাংলা' বা বাংলার বাঘ উপাধিতে ভূষিত করেন। এর সাথে সংশ্লিষ্ট ও সম্পর্কযুক্ত তৎকালীন সংঘটিত আলোচিত একটি বিশেষ ঘটনা পাঠক সমীপে উপস্থাপন করছি ঃ-

সম্ভবতঃ চল্লিশ দশকের প্রারম্ভ। পটিয়া সাতবাড়ীয়া নিবাসী প্রখ্যাত আলেম সুলতানুল ওয়ায়েজীন হযরতুল আল্লামা মাওলানা আবদুল হামিদ ফখ্‌রে বাংলা (রহঃ) অনেক আলেমসহ কাদিয়ানীদের সাথে চট্টগ্রাম আন্দরকিল্লা শাহী জামে

মসজিদে মোনাজেরায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেখানে দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রশ্ন-উত্তর চলার পর আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) নির্দেশ লাভ করে তর্কে অংশগ্রহণ করেন। আল্লাহ্‌র মহান কুদরতে তিনি দু'একটি সারগর্ভ প্রশ্ন উত্থাপন করতেই বাতিলপন্থী কাদিয়ানীর দল পরাজিত হয়ে মজলিশ ত্যাগ করে। উপস্থিত সকলে তাঁর এরূপ বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞান ও দুর্দান্ত সাহস দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে পড়লেন। হযরতুল আল্লামা মাওলানা আবদুল হামিদ ফখ্‌রে বাংলা (রহঃ) সকলের সমর্থন ও রায় গ্রহণ করার পর দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "আমাকে বৃটিশ সরকার 'ফখরে বাংলা' উপাধি দিয়ে সম্মান জানিয়েছিলেন। আজ আমি এই সভায় আলেম সমাজের পক্ষ থেকে ঘোষণা দিচ্ছি বাংলার গৌরব মাওলানা সৈয়দ আজিজুল হক-কে 'শেরে বাংলা' উপাধিতে ভূষিত করা হল।" তখন উপস্থিত জনতা শ্লোগানে শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুললেন-

"শেরে বাংলা জিন্দাবাদ,
ফখ্‌রে বাংলা জিন্দাবাদ।"

বাতিলদের বিরুদ্ধে সম্মুখ মোনাজেরা ও আপোষহীন বজ্র কণ্ঠস্বর

কথিত আছে যে, মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) হাটহাজারী মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালে দেওবন্দী আক্বীদার শিক্ষকগণের সাথে বহু সময় আক্বায়েদ নিয়ে তর্কে লিপ্ত হতেন। এতে মাদ্রাসার বাতিলপন্থী শিক্ষকগণ আশংকা প্রকাশ করতেন যে, এ ছাত্র অদূর ভবিষ্যতে আমাদের জন্য অস্ত্র হয়ে দাঁড়াবে। তাদের এই অনুমান বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করল। কোন অপশক্তিই হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর কণ্ঠরোধ করতে পারল না।

পরম করুণাময়ের রহমতের বারিধারা ও অসীম কুদরতে আশেকে মোস্তফা (দঃ) হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর সাথে এল্‌মে লাদুন্নিয়ার ধারক হযরত খাজা খিজির (আঃ) এর দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ লাভ ঘটে। এবারের রূহানী সাক্ষাতে অনেক জটিল তত্ত্ব ও মাসায়েলের সমাধান লাভ করেন। তাই এই কথা সুস্পষ্ট এবং সকলেরই বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর এল্‌ম 'কছবী' (অর্জিত) নহে, বরং 'আতায়ী' (খোদা প্রদত্ত) অর্থাৎ এল্‌মে লাদুন্নিই ছিল। তাঁর পবিত্র জবানে পাক থেকেও এ কথার স্বীকৃতি পাওয়া যায়। যেমন তিনি জীবদ্দশায় অনেকবার বলিষ্ঠ ও দৃঢ় কণ্ঠে ব্যক্ত করেছেন, "আমি (শেরে বাংলা) কোন কিতাবের মুখাপেক্ষী নই। আল্লাহ্ ও তাঁর পেয়ারা রাসূল (দঃ) এর ছদকায় কোন বিষয় চিন্তাভাবনা করলে তা আমার শরহে ছদর হয়ে যায়। জগৎ বিখ্যাত প্রসিদ্ধ ও প্রভাবশালী ব্যক্তির উপস্থিতিতেও কোন ভয়-ভীতি আমাকে স্তব্ধ করতে পারে না। কিঞ্চিৎমাত্রও আমি ভীত-সন্ত্রস্থ হই না।"

তাই বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় আল্লামা শেরে বাংলা (রহঃ) কে বাতিলপন্থী ওহাবীরা কোনদিন বিন্দু পরিমাণও হঠাতে পারেনি। তাঁর অসীম জ্ঞান ও দুর্দান্ত সাহসের মোকাবেলায় তারা ছিল সদা-সর্বদা শংকিত ও অসহায়। তাছাড়া তাঁর লালিমাযুক্ত নূরানী চেহারা দর্শন ও ব্যাঘ্রের ন্যায় আপোষহীন বজ্র কণ্ঠস্বর শ্রবণে বাতিলপন্থী বড় বড় নেতারাও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ত। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই পরাজিত হয়ে পলায়ন করত। কারণ তিনি তো ছিলেন খাঁটি আশেকে রাসূল, নবী প্রেমে সদা নিমগ্ন। রাসূল বিদ্বেষী বাতিলের বিরুদ্ধে সদা সোচ্চার বজ্র কক্তস্বর ও খড়গ হস্ত। কোনদিন তিনি বাতিল শক্তির সাথে বিন্দু পরিমাণও আপোষ করেননি।

জীবদ্দশায় সারাটা জীবন তিনি বাতিল মুনাফিক চক্রের বিরুদ্ধে জেহাদ করে গেছেন। তাঁর আপোষহীন বজ্র নিনাদ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কিছু বাস্তব নমুনা আমরা পাঠক সমীপে উপস্থাপন করছি ঃ-

মিলাদ মাহ্‌ফিল - পূর্ব মেখল, হাটহাজারী

সর্বপ্রথম মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর মামা মাষ্টার ইসমাইল সাহেবের উদ্যোগে পূর্ব মেখলে একটি মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। ঐ মাহ্‌ফিলের সভাপতি ছিলেন বাহরুল উলুম হযরতুল আল্লামা মাওলানা আবদুল হামিদ ফখ্‌রে বাংলা (রহঃ)। হাটহাজারী মাদ্রাসার মৌলানা হাবিবুল্লাহ্ সাহেব (বানিয়ে মাদ্রাসা), মৌলানা ছৈয়দ আহমদ (মোহাদ্দেছ-হাটহাজারী) এবং আরো বহু ওলামায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন। উক্ত মিলাদ মাহ্‌ফিলে আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) যখন বিভিন্ন আক্বাইদের মাসায়েল বয়ান করেন তখন উপস্থিত হাটহাজারী মাদ্রাসার আলেমগণ ভিন্নমত পোষণ করেন। এক পর্যায়ে তারা মাহফিল ত্যাগ করে চলে যান। আল্লামা শেরে বাংলা (রহঃ) ছিলেন আক্বীদার প্রশ্নে অটল। হায়াতে জিন্দেগীতে তাঁর একটি উক্তি ছিল "মাইতো বিমারে নবী হোঁ"। বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এর প্রশ্নে কেউ ভিন্নমত পোষণ করলে তিনি জেহাদের ডাক দিতেন। নবী প্রশ্নে কোন আপোষ নেই- এই ছিল তাঁর জীবনের অলংকার।

তিনি বিভিন্ন ওয়াজ মাহ্‌ফিলে ইসলাম ধর্মের গৌরবোজ্জ্বল সঠিক ইতিহাস বর্ণনাপূর্বক কোরআন-হাদীসের আলোকে ঈমান-আক্বীদার প্রশ্নে বাতিলের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষকে সুপথের নির্দেশনা দিতে লাগলেন। এমনকি ওহাবী, তবলীগি ও মওদুদীবাদ কাকে বলে, তাদের জন্মলগ্নের ইতিহাস তুলে ধরে জনসাধারণকে সঠিক জ্ঞান দান করতে লাগলেন। এমতাবস্থায় সর্বপ্রথম হাটহাজারীর বাতিলপন্থী আলেমগণ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে তৎপর হলেন। এমনকি তিনি জীবনের হুমকির সম্মুখীন হলেন। কিন্তু তিনি আপোষহীন নাছোড়বান্দা। কারণ তিনি তো আশেকে রাসূল। নবী প্রেমে নিমগ্ন। তিনি কোরআন হাদীস মোতাবেক নবী মোস্তফা (দঃ) এর বিরুদ্ধাচরণকারী ব্যক্তিদেরকে অকুণ্ঠচিত্তে কাফের ফতোয়া দিলেন।

মোনাজেরা - আদালত ভবন, কুমিল্লা

পঞ্চাশ দশকের প্রারম্ভ। কুমিল্লা আদালত ভবনে সুন্নী ও বাতিলপন্থী ওহাবীদের মধ্যে এক ঐতিহাসিক মোনাজেরা অনুষ্ঠিত হয়। হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর অন্যতম মুরিদ জনাব মাওলানা কাজী মোহাম্মদ মিয়া তলোয়ার বাংলা ছাহেব এই ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি হুজুর কেবলার সাথে কিতাব বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আমাদেরকে এই ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। তৎকালীন ডি, সি, সাহেবের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও মধ্যস্থতায় এই বাহাছ অনুষ্ঠিত হয়। ডি, সি, সাহেব স্বয়ং উভয় পক্ষের বিচারক বা 'আমিন' ছিলেন। ময়দানে অনুষ্ঠিত সভার চতুর্দিকে সুপরিবেষ্টিত ছিল এবং প্রায় একশত জন স্পেশাল পুলিশ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নিয়োজিত ছিলেন। তর্ক শুনতে ইচ্ছুক জনগণ একটাকা প্রবেশ ফি দিয়ে জলসায় প্রবেশ করতেন। এই মনোজ্ঞ মোনাজেরায় সুন্নীদের পক্ষে নেতৃত্ব দেন মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ)। অন্যদিকে ওহাবীদের পক্ষে প্রধান ছিলেন চকরিয়ার মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ। তাছাড়া ওহাবীদের উল্লেখযোগ্য নেতা ব্রাহ্মনবাড়ীয়া নিবাসী মাওলানা তাজুল ইসলামও উপস্থিত ছিলেন। বিতর্ক শুরু হওয়ার পূর্বে ডি, সি, সাহেব হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, " আপনার নাম কি?" হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) উত্তর দিলেন, "মোহাম্মদ আজিজুল হক।" তারপর ছিদ্দিক সাহেবকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিলেন, "খতীবে পূর্ব পাকিস্তান আবুল বয়ান মাওলানা মোহাম্মদ ছিদ্দিক আহমদ।" জলসার ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) সর্বপ্রথম ছিদ্দিক আহমদকে প্রশ্ন করলেন, "বেদআত কাকে বলে?" উত্তরে ছিদ্দিক আহমদ বললেন, "ধর্মে নূতন কিছু সংযোগ, ব্যবহার, আমল বা এরূপ আচার আচরণই বেদআত।" এ ধরনের উত্তর লাভ করে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) ডি, সি, সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন, " মাননীয় বিচারক! নিজে একজন বেদআতী হয়ে আমাদের বেদআতী বলে খারাপ জ্ঞান করেন।" ডি, সি, সাহেব বললেন, "এর প্রমাণ কি?" হুজুর কেবলা বললেন, "যেহেতু সাহাবায়ে কেরাম নামের সাথে কখনো মাওলানা ব্যবহার করতেন না, সেহেতু তাঁর মাওলানা ব্যবহার একটি নূতন ধর্মীয় উপাধি। সুতরাং তিনি মাওলানা নাম ব্যবহার করেন বিধায় নিজে বেদআতী হয়ে গেছেন।" এই কথোপকথন শেষ হতেই উপস্থিত লোকজন " আহলে সুন্নাত জিন্দাবাদ, শেরে বাংলা জিন্দাবাদ," ধ্বনিতে জলসার স্থান মুখরিত করে তুলল। এমতাবস্তায় ডি, সি, সাহেব মাওলানা ছিদ্দিক আহমদকে নিরাপদে তাড়াতাড়ি বের করে দিলেন। এতে পরিবেশ ধীরে ধীরে শান্ত হল। অতঃপর হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) সুন্নী জনতাকে নিয়ে মিলাদ-কিয়াম শেষ করে বিজয়ী বেশে চট্টগ্রাম ফিরে আসেন।

মোনাজেরা - রুস্তমহাট, বটতলী বাজার, আনোয়ারা

আনোয়ারা থানার অন্তর্গত বটতলী বাজার রুস্তম হাটে মোজাদ্দেদে মিল্লাত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, সৈয়্যদুল মোনাজেরীন হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর সাথে বাতিল দেওবন্দী ওহাবীদের এক সম্মুখ মোনাজেরার তারিখ নির্ধারণ হয়। দেওবন্দী ওহাবীদের নেতৃত্ব দেয় পটিয়া ওহাবী মাদ্রাসার মুফতি আজিজুল হক। মোনাজেরার মুখ্য বিষয় ছিল মিলাদ, কিয়াম, জেয়ারত, ফাতেহা, ওরস ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট সুন্নী আক্বাইদ। নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ে মোনাজেরার মাহফিল শুরু হয়। মোনাজেরা শ্রবণ করার জন্য বিভিন্ন এলাকা থেকে দুই পক্ষেরই বিপুল জনসমাগম ঘটে। মোজাদ্দেদে মিল্লাত আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) তখনও অনুষ্ঠানে উপস্থিত হননি। ওহাবীদের উক্ত নেতা পটিয়া নিবাসী মুফতি আজিজুল হক বক্তব্য রাখতে শুরু করেন। তিনি ওহাবী নেতা মৌলভী আশরাফ আলী থানভী লিখিত কিতাব 'বেহেশতী জেওর' হাতে নিয়ে উক্ত কিতাব থেকে উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে বলতে থাকেন, "মিলাদ নাজায়েজ, কিয়াম নাজায়েজ, ফাতেহা, ওরস নাজায়েজ" ইত্যাদি ইত্যাদি। ঠিক সেই মুহূর্তে মোজাদ্দেদে মিল্লাত, মোজাহিদে আলম আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) মজলিশে তশরীফ আনেন। মুফতি আজিজুল হকের উক্তি তাঁর সুতীক্ষ্ণ কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। তিনি মঞ্চে উপবিষ্ট হওয়ার আগেই দূর থেকে অগ্নিশর্মা নয়নে ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জন করে উঠলেন, "এটা কোন্ কিতাব? মেয়েদের মাসআলার বেহেশতী জেওর?" আল্লামা শেরে বাংলা (রহঃ) এর কণ্ঠ শ্রবণ করে এবং জ্বলন্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে মুফতি আজিজুল হক ভয়ে থর থর করে কাঁপতে শুরু করলেন। তাঁর হস্ত থেকে বেহেশতী জেওর কিতাবখানা ধপাস করে ভূমিসাৎ হল। তিনি উপস্থিত হাজার হাজার জনতার সামনে উক্ত কিতাবখানার উপর ভয়ে সশব্দে প্রবলবেগে প্রশ্রাব করে দিলেন। প্রশ্রাবের নাপাক পানিতে তাঁর পরিহিত কাপড় সিক্ত হয়ে ষ্টেজ বেয়ে প্রবাহিত হতে লাগল। পাঠকবৃন্দ! যদিওবা এই ঘটনা নোংরা ও অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে, কিন্তু এই ঘটনার বহু প্রত্যক্ষদর্শী এখনও রুস্তমহাটে বিদ্যমান আছেন। অতঃপর এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার আকস্মিকতায় অপমানিত হয়ে বাতিলপন্থী ওহাবীর দল লেজ গুটিয়ে দ্রুত পলায়ন করে। উপস্থিত হাজার হাজার সুন্নী জনতা বিজয়ের শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলে।

মোনাজেরা - বৈলতলী গ্রাম, বাঁশখালী

বাঁশখালীর বিখ্যাত জমিদার খান বাহাদুর বদি আহমদ চৌধুরী। তিনি একদা সুন্নী-ওহাবী পারস্পরিক মত বিরোধ দেখে মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) কে ওয়াজের দাওয়াত দিলেন। এ সংবাদ গোপন রেখে ওহাবীদের নেতা মৌলভী ছিদ্দিক আহমদকেও ওয়াজের দাওয়াত করলেন। জমিদার সাহেব কৌশলে দু'জনকে জলসায় উপস্থিত করলেন এবং ঈমান নষ্টের আক্বীদা কোন পক্ষের তা নিয়ে ওয়াজ করার জন্য নিবেদন জানালেন। সিদ্ধান্ত হল ছিদ্দিক সাহেব দশটি প্রশ্ন করবেন হযরত শেরে বাংলা ছাহেবকে। তিনি পরপর নয়টি প্রশ্ন করেন, আর হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) খুব সহজ সুন্দরভাবে নয়টির উত্তর প্রদান করেন। ছিদ্দিক আহমদ পরিপূর্ণ পরাজিত হয়ে অপমানিত হওয়ার আশংকা করে অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে বাকী প্রশ্নটি চট্টগ্রাম জামে মসজিদে করা হবে বলে উল্লেখ করেন।

অতঃপর জমিদার সাহেব প্রভাব খাটিয়ে ছিদ্দিক আহমদকে নিরাপদে চলে যেতে সাহায্য করেন। এরপর হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) বিজয়ীর বেশে অনেকক্ষণ ওয়াজ করে পরদিন চট্টগ্রাম ফিরে আসেন।

মোনাজেরা- মদনহাট, ফতেহ্পুর

১৯৪৮ ইংরেজীতে ফতেহ্পুর মদনহাট প্রাঙ্গনে মোজাদ্দেদে মিল্লাত, মোজাহেদে আজম হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর সাথে বাতিলপন্থী ওহাবীদের এক মোনাজেরা বাহাছ অনুষ্ঠিত হয়। ইসলামিয়ার হাট নাছেরুল উলুম মাদ্রাসার মুফ্তি মৌলভী ইসমাইল ও মৌলভী ইউছুপ বাতিলপন্থীদের পক্ষ থেকে এই বাহাছে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত বাহাছে আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর কাছে দু'জনেই শোচনীয়রূপে পরাজয় বরণ করেন।

মোনাজেরা- মুহুরী হাট, মির্জাপুর

১৯৫০ ইং সনে হাটহাজারী থানার অন্তর্গত মির্জাপুর মুহুরী হাটে মোজাদ্দেদে মিল্লাত, বাহরুল উলুম হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর সাথে আবার ওহাবীদের মোনাজেরা মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মাহফিলে ওহাবীদের পক্ষে তাদের তথাকথিত মৌলানা আবুল হাসেম শেরে খোদা এবং তার মতাবলম্বীরা সহযোগী হিসাবে বির্তক যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এদিকে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা সফিরুর রহমান হাশেমী (রহঃ) এবং ওস্তাজুল ওলামা হযরত মাওলানা সূফী আহ্ছান উল্লাহ্ (রহঃ) সহ পদব্রজে ৫/৬ মাইল পথ অতিক্রম করে সিংহ শার্দূল বেশে উক্ত মজলিশে উপস্থিত হন। উক্ত মাহ্ফিলের আয়োজনকারী হিসাবে সুন্নীদের পক্ষে ছিলেন মুহুরী হাটস্থ জনাব আবদুল লতিফ সওদাগর, আর ওহাবীদের পক্ষে ছিল চারিয়া নিবাসী আবদুল লতিফ মেম্বার। এতে ওহাবীরা প্রায় বিশ হাজার উৎসুক ছাত্র-জনতার সম্মুখে দরূদ-কিয়াম, ফাতেহা-জিয়ারত ইত্যাদি কোরআন-সুন্নাহ্ ও ইজমা-কিয়াসের আলোকে জায়েজ হিসাবে একবাক্যে মেনে নেয়। পরক্ষণে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) তাদের (ওহাবী) কাছে এ সভায় আরেকটি প্রশ্ন তুলে ধরেন। প্রশ্নটি হল- হাটহাজারী মঈনুল ইসলাম দারুল উলুম মাদ্রাসার মুফতি ফয়জুল্লাহ্ সাহেবের লিখিত ও প্রকাশিত 'আল মনজুমাতুল মোখতেছারা' এর ভিতর মুফতি সাহেব লিখেছেন যে, হুজুর পাক রাসূলে করিম (দঃ) এর খেয়াল ও ধ্যান নামাজের ভিতর আসা গরু, গাধার খেয়ালের চেয়ে এবং পাড়া-প্রতিবেশী মহিলাদের সাথে জেনা করার খেয়ালের চেয়েও অধিক খারাপ। রাসূলে পাক (দঃ) এর এল্মে গায়েব শৃগাল-কুকুরের জ্ঞানের সমতুল্য। হুজুর পাক (দঃ) এর এল্মের চেয়ে শয়তানের এল্ম অনেক বেশী। (নাউযুবিল্লাহ...) - এ মন্তব্যগুলোর জবাব কি? তদুত্তরে মৌলানা আবুল হাসেম জবাব দিলেন, "আমাদের মুফতি সাহেব হুজুর লিখিত জবাব দেবেন।" এ কথা বলে তারা মাহফিল থেকে গত্রোত্থান করে চলে গেল।

তার কিছুদিন পর লিখিত জবাব দিতে না পেরে তাদের তথাকথিত মুফতিয়ে আজমের পরামর্শক্রমে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) কে পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে সরিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা আঁটে। এই অসৎ উদ্দেশ্যে তারা কয়েকজন মুনাফিক চক্রের মারফতে তাঁকে বাহ্যিক ভক্তির বেশে হাটহাজারী থানার অন্তর্গত খন্দকিয়া গ্রামে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে যায়। সেখানে বর্বর মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্মমভাবে তাঁকে পশ্চাৎ দিক থেকে আক্রমণ করে। এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তীতে বিবৃত করা হয়েছে। এখানে শুধুমাত্র অনুধাবন করার সুবিধার্থে পূর্ব-যোগসূত্রের উপর কিছুটা আলোকপাত করা হল।

খন্দকিয়ার ঐতিহাসিক হৃদয়-বিদারক ঘটনা

'ইসলাম জিন্দা হোতাহে হার কারবালা কী বাদ।' অর্থাৎ প্রতিটি আত্মত্যাগের পর ইসলাম পুনরুজ্জীবন লাভ করে। কারবালার প্রান্তরে শাহদাত বরণ করে রেসালতের বৃক্ষকে সঞ্জীবিত করে গেছেন ইমামুশ্ শোহাদা বেহেশ্তী যুবককুলের সর্দার প্রিয় নবীজি (দঃ) এর পরম আদরণীয় নয়নমণি হযরত ছৈয়্যদেনা ইমাম হোসাইন (রাঃ)। নবীদ্রোহী দুষ্ট মুনাফিক এজিদচক্রের সাথে ঈমান-আক্বীদার প্রশ্নে বিন্দু পরিমাণও তিনি আপোষ করেননি। এরূপ যুগে যুগে দুষ্ট এজিদচক্র শিয়া, খারেজী, ওহাবী, দেওবন্দী, তবলীগি, কাদিয়ানী, মওদুদী ইত্যাদি বহুরূপী ছদ্মবেশ ধারণ করে পবিত্র ইসলামের উপর তথা শানে রেছালতের উপর নগ্ন আঘাত হেনেছে। কিন্তু ইসলামের বীর মুজাহিদ আশেকে রাসূল আউলিয়ায়ে কেরাম ইসলামের খোলস পরিহিত এ সমস্ত বাতিলচক্রের মুখোশ উন্মোচন করতঃ দূর্বার প্রতিরোধে এগিয়ে এসেছেন। তাই একথা অনস্বীকার্য যুগে যুগে প্রবাহমান সুন্নীয়তের ইতিহাস শাহাদাতের রক্তিম ইতিহাস ও শত শত বীর মুজাহিদের আত্মত্যাগের ইতিহাস। প্রিয় নবীজি (দঃ) এর রেসালতের বাগানের ফুল এ সকল শহীদান ও বীর মুজাহিদের সঠিক মূল্যায়ন ব্যতীত সুন্নীয়াত প্রতিষ্ঠা মোটেই সম্ভব নহে। এ যেন চিনি ব্যতীত শরবত তৈরীর নামান্তর। কারণ সুন্নীয়াতের সঞ্জীবিত দেহের প্রতিটি শিরায় তাঁদের মহান আত্মত্যাগের রক্ত প্রবাহমান।

এ দেশের সুন্নীয়াতের রক্তিম ইতিহাস পর্যালোচনা করলে মোজাদ্দেদে মিল্লাত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত, তাজুল ওলামা হযরতুল আল্লামা গাজী সৈয়দ মোহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা (রহঃ) এর নাম সর্বাগ্রে মানসপটে জাগ্রত হয়। ওহাবী, তবলীগি, মওদুদী ইত্যাদি নামধারী এদেশীয় এজিদচক্রের বিরুদ্ধে তিনি সর্বপ্রথম প্রকাশ্য জেহাদে অবতীর্ণ হন। নবীদ্রোহী বাতিল ওহাবীদের প্রতিরোধ করে শানে রেসালতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে নক্শায়ে কারবালা খন্দকিয়ার জমিনে তাঁর পবিত্র খুন প্রবাহিত হয়। তাই খন্দকিয়ার এই মর্মন্তুদ ঘটনা এদেশের সুন্নীয়াতের ইতিহাসে একটি সর্বশ্রেষ্ঠ রক্তিম অধ্যায়ের সূচনা করেছে। কারবালার প্রান্তরের সেই মহান শাহাদাতের ঘটনার সাথে বাংলার খন্দকিয়ার জমিনের এই হৃদয়বিদারক ঘটনার এক সুগভীর ও আর্দশগত যোগসূত্র আশেক মাত্রই উপলব্ধি করতে পারেন। কারণ ইমামুশ্ শোহাদা হযরত ছৈয়্যদেনা ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর আদর্শের মূর্ত

প্রতীক ও রক্তের উত্তরাধিকার হলেন আওলাদে রাসূল (দঃ) আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ)। আর এদেশের সুন্নীয়তের আন্দোলনের বীর মুজাহিদরা হচ্ছেন আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর আদর্শের সৈনিক ও শ্রেষ্ঠতম উত্তরাধিকার। তাই হাক্বীকতের দৃষ্টিকোণ থেকে একথা সুস্পষ্টরূপে বলা যায়, আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর পবিত্র রক্তে যদি খন্দকিয়ার জমিন সিক্ত না হত এদেশে সুন্নীয়তের আন্দোলন কস্মিনকালেও পুনরুজ্জীবন লাভ করত না। তিনি তাঁর পবিত্র রক্তের বিনিময়ে হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর আদর্শবাহী সুন্নীয়তের বৃক্ষকে সঞ্জীবিত করে গেছেন। তাই বাস্তবতার নিরিখে বর্তমান সুন্নীয়ত প্রতিষ্ঠার মহান সংগ্রামে খন্দকিয়ার ঐতিহাসিক ঘটনার গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমান পটভূমিকায় এই হৃদয়বিদারক ঘটনার সঠিক ও যথার্থ মূল্যায়ন সময়েরও দাবী বটে। এই ঘটনার অবতারণা ও শিক্ষা নিঃসন্দেহে প্রতিটি রাসূল প্রেমিক সুন্নীয়তের আন্দোলনের সৈনিককে নব চেতনায় উজ্জীবিত করবে। অপরদিকে এই ঘটনার ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক তথা জাহেরী ও বাতেনী দুই ধরনের ব্যাখ্যা বিদ্যমান। বাতেনী বা অন্তর্নিহিত রূপায়ন ব্যতিরেকে শুধুমাত্র বাহ্যিক ঘটনার অবতারণা দ্বারা সার্বিক সফল মূল্যায়ন সম্ভবপর নহে এবং নিঃসন্দেহে এতে মূল উদ্দেশ্যও ব্যাহত হবে। তাই বর্তমান সুন্নীয়তের আন্দোলনকে বেগবান করার মহান প্রয়াসে এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে নির্ভরযোগ্য সূত্র মোতাবেক নতুন আঙ্গিকে পাঠক সমীপে উপস্থাপন করছিঃ-

ঘটনার বর্ণনা

১৩৭০ হিজরীর ২৬শে শাবন, ১৯৫১ ইংরেজীর ২রা জুন এবং ১৩৫৮ বাংলার ১৮ই জ্যৈষ্ঠ দিবাগত রাত্রে এই ঐতিহাসিক হৃদয়বিদারক ঘটনা সংগঠিত হয়।

মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর অনলবর্ষী তক্বরীর এবং বিভিন্ন তর্কযুদ্ধে পরাজিত হয়ে দুষ্ট এজিদচক্রের উত্তরসুরি নবী বিদ্বেষী ওহাবীরা যখন কোণঠাসা হয়ে পড়ল, তখন ইসলামের খোলস পরিহিত এই সমস্ত মুনাফিকরা আশেকে রাসূল আল্লামা শেরে বাংলা (রহঃ) এর চিরতরে কণ্ঠরোধ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এতদুদ্দেশ্যে তারা হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) কে পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার হীন ষড়যন্ত্রের নীল-নক্সা প্রণয়ন করে। তারা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) কে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে অসৎ উদ্দেশ্যে বাহ্যিক ভক্তির বেশে কিছু মুনাফিক চক্রের দ্বারা হাটহাজারী থানার অন্তর্গত খন্দকিয়া গ্রামে

ওয়াজ মাহফিলে দাওয়াত প্রদান করে। হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) সরল বিশ্বাসে তাদের দাওয়াত গ্রহণ করেন। ইসলামের লেবাস পরিহিত এ সমস্ত দেওবন্দী ওহাবীরা পূর্বাহ্নে হাটহাজারী মাদ্রাসায় তাদের নেতা মুফতী ফয়জুল্লাহর নেতৃত্বে গোপন মিটিং এ মিলিত হয় এবং সার্বিক ষড়যন্ত্রের নীল-নক্সা প্রণয়ন করে। পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক একদিন পূর্ব থেকে তারা খন্দকিয়া গ্রামে এসে অবস্থান নেয়। এমনকি নীলনক্সা অনুযায়ী পটিয়া মাদ্রাসা থেকেও দলে দলে ওহাবীরা এসে তাদের সাথে যোগ দেয়।

২৬শে শাবান ২রা জুন ১৯৫১ ইং রোজ শনিবার নির্দিষ্ট সময়ে মাহ্ফিলের এন্তেজাম শুরু হয়। বাদে এশা থেকে মাহ্ফিল আরম্ভ হবে। কিন্তু দেওবন্দী ওহাবীরা পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক পূর্ব থেকে দলে দলে মাহ্ফিলের স্থানে এসে অবস্থান নেয়, যাতে করে সুন্নীরা এসে জায়গা না পায়। আবার অনেকে রাস্তার মোড়ে মোড়ে পজিশন নেয়। মরদুদ ওহাবীর দল পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সবকিছু সুচারুরূপে সম্পন্ন করে। মাহ্ফিল শুরু হওয়ার পূর্বেই ওহাবীদের দ্বারাই মাহ্ফিলের মূল স্থানটুকু পূর্ণ হয়ে যায়। পরবর্তীতে আগত সুন্নী ভাইয়েরা মাহ্ফিলে স্থান না পেয়ে অনতিদূরে দন্ডায়মান অবস্থায় কালাতিপাত করতে থাকে, আবার অনেকে বিরক্ত হয়ে প্রস্থানও করে।

যথারীতি নির্দিষ্ট সময়ে মাহ্ফিল শুরু হয়। বাদে এশা মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) মাহ্ফিলে তশরীফ আনেন। তিনি তাঁর নূরানী তক্বরীর শুরু করেন। যখন তিনি "ইন্নাল্লাহা ওয়া মালা....." পড়তে শুরু করেন ঠিক সেই মুহূর্তে দুষ্ট এজিদচক্র দেওবন্দী ওহাবীরা পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী হঠাৎ করে মাহ্ফিলের লাইট ও মাইক বন্ধ করে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দেয়। অতঃপর নব্য এজিদচক্র হিংস্র হায়েনার দল এ সমস্ত ওহাবীরা হিন্দুদের ন্যায় উচ্চস্বরে উলু দিয়ে আশেকে রাসুল (দঃ) আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) কে পশ্চাৎ দিক থেকে অতর্কিত আক্রমণ করে। এ সময় লালিয়ার হাটের মাওলানা ছৈয়দ মোহাম্মদ ইছমাইল ছাহেব এবং পটিয়া নিবাসী মৌলানা জমির উদ্দিন ছাহেব গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁদের বর্ণনা হতে এ সকল তথ্যসমূহ পাওয়া যায়। হিংস্র মুনাফিকের দল গাছের রোল দিয়ে হুজুর কেবলা শেরে বাংলা (রহঃ) এর মস্তকে সজোরে উপর্যুপরি আঘাত করে। এতে হুজুর কেবলার মাথা ফেটে তীব্র বেগে রক্ত প্রবাহিত হয়। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। তখন হুজুর কেবলার মুখে ছিল বিদায়ের ধ্বনি- "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)।" অতঃপর

ভূলুণ্ঠিত অজ্ঞান অবস্থায়ও হুজুর কেবলা শেরে বাংলা (রহঃ) এর পবিত্র দেহের উপর এ সমস্ত আবদুল ওহাব নজদীর প্রেতাত্মারা আঘাতের পর আঘাত করতে থাকে। এমনকি এ সমস্ত পাপিষ্ঠরা হুজুর কেবলাকে পা দিয়ে পদদলিত করে সমস্ত শরীর ঝাঁজড়া করে ফেলে। হুজুর কেবলার পুরো শরীর মোবারক রক্তে রঞ্জিত হয়ে সভাস্থলে রক্তের নহর প্রবাহিত হয়। ওহাবীর দল হুজুর কেবলার কোন নড়াচড়া না দেখে মৃত্যুবরণ করেছেন অনুধাবন করল। অতঃপর হিংস্রের দল তাঁর (হুজুর কেবলার) দেহকে পা ধরে টেনে হিঁচড়ে কাঁটা ঝাড়ের মধ্যে ফেলে দেয়। ইসলামের লেবাস পরিহিত এ সমস্ত এজিদরূপী দেওবন্দী ওহাবীর দল তাদের জঘন্যতম হীন ষড়যন্ত্র সফল চরিতার্থ হয়েছে ভেবে উল্লাস করতঃ ত্বরিত সভাস্থল থেকে পলায়ন করল।

এই মর্মন্তুদ হৃদয়বিদারক ঘটনার খবর বিদ্যুৎবেগে চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সর্বপ্রথম খবর পাওয়া মাত্রই লালিয়ার হাটবাসী হুজুর কেবলার ভক্তবৃন্দ বিজলীর ন্যায় খন্দকিয়া গ্রামে ছুটে আসলেন। হুজুর কেবলার অবস্থা স্বচক্ষে অবলোকন করে তাঁরা শোকে মুহ্যমান হয়ে বুক চাপড়াতে লাগলেন। হে মহান রাব্বুল আলামীন, দয়াল নবী (দঃ)! এ কি তোমার সুবিচার? যাঁর ইঙ্গিতে লক্ষ লক্ষ সুন্নী জনতা প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তাঁর কি আজ করুণ পরিণতি! লালিয়ার হাটের মাওলানা ছৈয়দ মোহাম্মদ ইছমাইল ছাহেব ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ অতিদ্রুত বাসে করে হুজুর কেবলাকে হাটহাজারী হাসপাতালে নিয়ে আসেন। তখন প্রায় মধ্যরাত্রি। তথায় কর্তব্যরত ডাক্তার হুজুর কেবলাকে জরুরী ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করার পরও তাঁর প্রাণস্পন্দন ও জ্ঞান আসার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

এখানে ওহাবীদের আরও একটি গোপনীয় জঘন্য ষড়যন্ত্রের কথা প্রণিধানযোগ্য। তারা মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) কে খন্দকিয়ায় আঘাত করে ক্ষান্ত হয়নি, হুজুর কেবলাকে হাটহাজারী হাসপাতালে আনয়নের পর জীবন লাভের সম্ভাবনা চিন্তা করে তারা আরও জঘন্য অভিনব ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। তারা কর্তব্যরত চিকিৎসককে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে বিষাক্ত ইনজেকশান প্রয়োগে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) কে চিরতরে মেরে ফেলার জন্য প্ররোচিত করার চেষ্টা করে। তখন কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাঃ মোজাহেরুল হক ছিলেন হুজুর কেবলার একজন ভক্ত। তিনি ওহাবীদের এই বর্বরোচিত জঘন্য প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করে তাদেরকে প্রশ্ন করেন, "মুসলমান নাম ধারণ করে জোব্বা, টুপি ও পাগড়ি পরিধান করে মানুষ মারার এই ঘৃণ্য কাজ করার জন্য কি

ইসলাম বলেছে? এই কি তোমাদের ইসলাম? এই কি তোমাদের মতবাদ?" আল্লাহ্‌র কুদরতে ওহাবীদের এই ঘৃণ্য নব ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়ে যায়। তারা লেজ গুটিয়ে হাসপাতাল থেকে ত্বরিত পলায়ন করে।

অবশেষে কর্তব্যরত ডাক্তার ব্যর্থ মনোরথ হয়ে হুজুর কেবলার অবস্থা আশংকাজনক অনুধাবন করে সহসাৎ জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ প্রদান করলেন। এতে হুজুর কেবলার ভক্তবৃন্দ আরও দ্বিগুণভাবে মুষড়ে পড়লেন। তবে কি হুজুর কেবলা আমাদেরকে শোক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন? না! এ কিছুতেই সম্ভব নয়। হুজুর কেবলা এত তাড়াতাড়ি আমাদের ছেড়ে যেতে পারেন না। তাঁরা কালাতিপাত না করে হুজুর কেবলাকে এম্বুলেন্সে করে চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসলেন। জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তর করার পর হুজুর কেবলার ভক্তবৃন্দ আশেকে রাসূল (দঃ) দলে দলে ছুটে আসতে থাকে। হাসপাতাল এলাকা লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। কিন্তু হুজুর কেবলার জ্ঞান ফিরে আসছে না। হাসপাতালের ডাক্তারবৃন্দ জানালেন, তাঁর মস্তকের আঘাত সাংঘাতিক। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়েছে ও মগজের পর্দা ফেটে গেছে। তাঁরা হুজুর কেবলার জীবন রক্ষার ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করেন। এ সময় পীরে তরীকৃত শায়খুল হাদীস হযরতুল আল্লামা মাওলানা সফিরুর রহমান হাশেমী (রহঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এমনকি তাঁকে হুজুর কেবলার লাশ মোবারক নিয়ে যাওয়ার জন্য খাট আনতে অনুরোধ করা হয়। কারণ আহত হওয়ার পর থেকে দীর্ঘ আট ঘন্টা যাবৎ হুজুর কেবলার শরীরে প্রাণের কোন লক্ষণ ছিল না। ডাক্তারগণের ভাষ্যমতে তাঁর হৃদস্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নাড়ীর গতি ও ব্লাড প্রেসার বলতে কিছুই ছিল না। এমতাবস্থায় একজন রোগীকে মৃত ঘোষণা করা যুক্তিযুক্ত ও স্বাভাবিক। তাই ডাক্তারবৃন্দ ডেথ্ সার্টিফিকেটও লিপিবদ্ধ করে ফেলেছিলেন। কিন্তু ঘটনার আকস্মিকতায় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অনুভূতির কথা বিবেচনা করে কালবিলম্ব ও ইতস্ততঃ করছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে তৎকালীন বিশিষ্ট নেতা ও জাতীয় পরিষদের স্বীকার জনাব এ, কে, ফজলুল কাদের চৌধুরী হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) কে দেখার জন্য দ্রুতবেগে জেনারেল হাসপাতালে উপস্থিত হন। তিনি কালবিলম্ব না করে হাসপাতালের ডাক্তারদের একত্রিত করেন এবং হুজুর কেবলার সুচিকিৎসার জন্য ডাক্তরগণের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করেন। তিনি বলেন, "এখানে আপনারা যদি চিকিৎসা করতে না পারেন তাহলে আমি এখনই হুজুর কেবলাকে বিদেশে পাঠিয়ে দেব।" এতে ডাক্তারবৃন্দ চৌধুরী সাহেবকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "আমরা আর একবার চেষ্টা করে দেখি, তারপর যা হবার হবে।"

ইতোমধ্যে হযরত মাওলানা সফিরুর রহমান হাশেমী (রহঃ) খাট নিয়ে এসে হাসপাতালের ভিতর প্রবেশ করলেন। তখন হঠাৎ করে ডাক্তারবৃন্দের সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণিত করে সবাইকে অবাক করে দীর্ঘ আট ঘন্টা পর হুজুর কেবলা শেরে বাংলা (রহঃ) চোখ মেললেন। হযরত মাওলানা সফিরুর রহমান হাশেমী (রহঃ) হুজুর কেবলাকে সালাম করলে তিনি ইশারায় সালামের জবাব দিলেন। হযরতুল আল্লামা কাজী মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম হাশেমী ছাহেব ডাক্তারের নিষেধাজ্ঞা ও ভীড়ের কারণে ভিতরে ঢুকার অনুমতি পাচ্ছিলেন না। অতঃপর অনেক কষ্টের বিনিময়ে তিনি অনুমতি নিয়ে হুজুর কেবলার সান্নিধ্যে গেলেন। তখন হুজুর কেবলার সবেমাত্র জ্ঞান ফিরেছে। আল্লামা হাশেমী ছাহেব কেবলা বর্ণনা করেন, "আমি ভিতরে ঢুকতেই মেশ্‌কে আম্বরের সুঘ্রাণ পেলাম এবং নূরের ঝালওয়া প্রত্যক্ষ করলাম। হুজুর কেবলা চক্ষু মেললেন এবং আমাকে খুবই ক্ষীণস্বরে জানালেন, এই মাত্র রাসূলে পাক (দঃ) মদীনা শরীফ থেকে এসে আমাকে রূহ দিয়ে গেছেন এবং আমার মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে গেছেন এবং পবিত্র জবানে পাকে এরশাদ করে গেছেন, আজিজুল হক, আমি তোমার উপর খুশী হয়েছি। তোমার মহব্বতের কারণে তোমার আয়ু বৃদ্ধি করা হল।"

ইতোমধ্যে মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর আহত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে সুন্নী জনতার মধ্যে প্রতিশোধের দাবানল জ্বলে উঠে। চর্তুদিকে শুরু হয় ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও লাঠিপেটা। হুজুর কেবলার আশেক বৃহত্তর সুন্নী জনতা ওহাবী নিধনের জন্য রাস্তায় নেমে পড়েন। লম্বা কোর্তা ও পাগড়ি পরিহিত দেওবন্দী তবলীগি ওহাবীরা হামলার শিকার হতে থাকে। হাটে-বাজারে, রাস্তা-ঘাটে এরূপ লেবাস পরিহিত সন্দেহযুক্ত লোকদেরকে জনতা অপদস্থ ও অপমান করতে থাকে। জনতার আক্রোশ দেখে ওহাবী দেওবন্দী মৌলভীরা তাদের মাদ্রাসা ছেড়ে পলায়ন করে। এমনকি দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত এ সমস্ত খারেজী মাদ্রাসায় তালা ঝুলতে দেখা যায়। ওহাবীরা প্রকাশ্যে হাট-বাজার ও ব্যবসা বাণিজ্যে যেতে পারে না। তাদের জীবন ধারণ কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাই ওহাবীরা অনেকে লম্বা কোর্তা ও পাগড়ি ছেড়ে সাধারণ শার্ট পড়তে শুরু করে। এরূপ বিস্ফোরন্মুখ পরিস্থিতিতে তৎকালীন চট্টগ্রামের বিশিষ্ট নেতা এ, কে, ফজলুল কাদের চৌধুরী অন্যান্য বিশিস্ট নেতা ও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় ঐতিহাসিক লালদিঘীর ময়দানে এক বিরাট জনসভার আয়োজন করেন। উক্ত সভায় তিনি জনসাধারণকে বৃহত্তর স্বার্থে উদাত্ত কণ্ঠে শান্তির আহবান জানান। তিনি ওহাবীদের হীন আচরণে দুঃখ প্রকাশ করতঃ তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং

ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করতঃ এ সমস্ত দুষ্ট মুনাফিকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেন। অবশেষে তিনি হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর শয্যা থেকে প্রদত্ত **'অনুরোধ বাণী'** পাঠ করে শুনান। আল্লামা শেরে বাংলা (রহঃ) অনুরোধ বাণীতে জনসাধারণকে শান্তির আহবান জানিয়েছেন। তিনি এই ঘটনার প্রতিশোধ না নেয়ার এবং ধৈর্য ধারণ করার অনুরোধ করেছেন। কারণ এই ঘটনার বদলা তিনি ইহকালে চান না। তিনি রাব্বুল আলামীন ও প্রিয় রাসূল (দঃ) এর দরবারে আর্জি পেশ করেছেন এবং রক্তমাখা জামা ও রুমাল তাঁর ইন্তেকালের পর কাফনের সাথে দিয়ে দেয়ার জন্য অছিয়ত করেছেন। হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর এই অনুরোধনামা শ্রবণ করার পর থেকে তেজোদীপ্ত সুন্নী জনতার হৃদয়ে শান্তির পরশ নেমে আসে। ধীরে ধীরে চর্তুদিকের পরিবেশ শান্ত হয়ে আসে। নতুবা সেদিন হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) সেই মহান অনুরোধনামা ও আশ্বাস বাণী যদি জনগনকে প্রদান না করতেন প্রতিবাদমুখর সুন্নী জনতা বাংলার বুক থেকে দুষ্ট ওহাবীদের বংশ চিরদিনের জন্য নির্মূল করে ফেলতেন। আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর দয়া ও করুণার ফলে তারা শেষতক রক্ষা পেয়েছে।

উক্ত প্রতিবাদ সভার পরে হাসপাতালে কোন এক সময়ে কিছু সংখ্যক ভক্ত ও অনুরক্ত জিজ্ঞাসিত নয়নে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) কে বললেন, "বাবাজান! আমরা তো মনে করেছিলাম আপনি ইন্তেকাল করেছেন।" তদুত্তরে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) আবেগ আপ্লুত নয়নে বললেন, "তোমরা ঠিকই মনে করেছ। খন্দকিয়ার জমিনে আমি ইন্তেকাল করেছিলাম। আট ঘন্টা পর আমাকে পুনরায় জীবন দেয়া হয়েছে। আমার রূহ কবজ করার পর মৃত্যুদূত হযরত আজরাঈল (আঃ) যখন আমার রূহ নিয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে গমন করছিলেন, সেই মুহূর্তে বেহেশ্‌তের রমণীকুলের সর্দার হযরত মা ফাতেমাতুজ্ জোহরা (রাঃ) আমার রূহ কেড়ে নেয় এবং এরপর রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন আল্লাহ্‌র পেয়ারা রাসূল (দঃ) এর কদমে পাকে পেশ করে ফরিয়াদ করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ)! আমার বাচ্চা আজিজুল হকের এখনও অনেক কাজ বাকী। এ অবস্থায় তাঁকে উঠিয়ে নেয়া হলে বাতিলরা আপনার নাম নিশানা পর্যন্ত মুছে ফেলবে। আল্লাহ্‌র দ্বীনকে কে রক্ষা করবে ? তাঁর রূহ আবার ফিরিয়ে দেয়া হউক। এভাবে দীর্ঘ আট ঘন্টা আলমে আরওয়াহে বিচরণের পর আমি আবার আমার রূহ ফেরত পেয়েছি। ইন্‌শাআল্লাহ্ আমি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করব।"

তাই আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর পবিত্র উক্তি মতে একথা সুস্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় তিনি খন্দকিয়ার জমিনে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। তাই তিনি সর্বপ্রথমে শহীদ। অতঃপর তিনি প্রিয় নবীজি (দঃ) এর উছিলায় পুনর্জীবন লাভ করে গাজী হলেন।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! উপরোক্ত রূহানী জগতের ঘটনার সাথে পরবর্তীতে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর জেয়ারতে মদীনায় সংগঠিত একটি ঘটনার আশ্চর্য যোগসূত্র আশেকের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হবে। সেটা হচ্ছে তিনিই সর্বপ্রথম খাতুনে জান্নাত মা ফাতেমাতুজ্ জোহরা (রাঃ) এর পবিত্র রওজা পাক চিহ্নিত করে জনসমক্ষে প্রকাশ করেন। আবার হযরত মা ফাতেমাতুজ্ জোহরা (রাঃ) এর মেহেরবাণীতে তিনি পুনর্জীবন লাভ করেন। মনে হয় এই ফলশ্রুতিতেই মদীনা শরীফে হযরত মা ফাতেমাতুজ্ জোহরা (রাঃ) এর পবিত্র রওজা পাকের সুনির্দিষ্ট স্থান প্রকাশ করার মহান গুরু দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়। কারণ ইতোমধ্যে অনেক গাউছ, কুতুব, অলিয়ে কামেল অনেকের হযরত মা ফাতেমাতুজ্ জোহরা (রাঃ) এর জিয়ারত নছীব হলেও সুনির্দিষ্ট স্থান প্রকাশ করার এজাজত কেউ লাভ করেননি। সেই জেয়ারতের ঘটনা আমরা পরবর্তীতে নির্দিষ্ট স্থানে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে শুধুমাত্র সুক্ষ্মদর্শীদের সুচিন্তার খোরাকের জন্য কিছুটা ইঙ্গিত দেয়া হল।

এখন আমরা পূর্ব প্রসঙ্গেই ফিরে আসছি। মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) মহান আল্লাহ্ পাকের রহমতে ও প্রিয় নবী (দঃ) এর উছিলায় ধীরে ধীরে সুস্থ হতে লাগলেন। এখন তাঁর অবস্থা অনেকটা শংকামুক্ত। তিনি হাসপাতালের বেড থেকে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে একটি বাণী প্রদান করেন। তৎকালীন চট্টগ্রামের বহুল প্রচারিত 'দৈনিক আজান' পত্রিকায় ২৭শে জুন ১৯৫১ ইংরেজীতে প্রথম পৃষ্ঠায় তা কলেবরে প্রকাশিত হয়। আমরা পাঠকের খেদমতে এই মহান বাণীটুকু হেডলাইনসহ হুবহু তুলে দিলামঃ-

27th June Thursday, 1951.

প্রতি সংখ্যার মূল্য এক আনা

এসলামের জয় যাত্রাকে কম্‌জোর করার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে

মোছলমানের লেবাছে যারা "অছ-অছার" ভূমিকা নিয়া জাতিকে গোমরাহ করার চেষ্টায় ব্যস্ত তাদের জ্ঞানোদয় হওয়া আবশ্যক

আলহাজ্ব শেরে বাংলা জনাব মওলানা আজিজুল হক ছাহেবের বাণী

দীর্ঘ মাসাধিক কাল অসুস্থ ও হাসপাতালে অবস্থান করার পর হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) আল্লাহ্‌র মেহেরবাণীতে ও চিকিৎসকবৃন্দের সুদক্ষ তত্ত্বাবধানে অবশেষে আরোগ্য লাভ করেন। হাসপাতাল ত্যাগের দিবসে তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করার জন্য বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজার হাজার জনতা মিছিল সহকারে হাসপাতাল প্রাঙ্গণে সমবেত হয় এবং বিবিধ শ্লোগানে মুখরিত করে তোলে। অতঃপর বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে হুজুর কেবলাকে লালদিঘীর ময়দানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেদিন চট্টলার জমিনে জনতার ঢল নেমেছিল। লক্ষ লক্ষ সুন্নী জনতার নয়নমণি হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) কে বরণ করে নেওয়ার জন্য এ যেন আশেকে রাসূল (দঃ) ও ফেরেশ্‌তাকুলের সমাগম। লালদিঘীর ময়দানে তৎকালীন বিশিষ্ট নেতা জনাব এ, কে, ফজলুল কাদের চৌধুরীর সভাপতিত্বে বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জনসভায় হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) কে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করা হয়। এই জনসমাবেশে ওহাবীদের মূলোচ্ছেদ সাধন করার জন্য তীব্র শপথ করতঃ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়। এই ঘটনা প্রবাহের ঐতিহাসিক মূল্যায়নের জন্য আমরা তৎকালীন বহুল প্রচারিত 'দৈনিক আজান' পত্রিকায় ১৩ই জুলাই ১৯৫১ ইং প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত প্রতিবেদন হেডলাইনসহ হুবহু পরবর্তী পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করলাম ঃ-

আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ)

দীর্ঘ দেড় মাসের পর শেরে বাংলা জনাব আজজুল হক ছাহেবের আরোগ্য লাভ

পাঁচ সহস্রাধিক জনতার মিছিল সহকারে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন

জনাব এ, কে এম ফজলুল কাদের চৌধুরী ছাহেব কর্ত্তৃক পুলিশ গাফলতির তীব্র সমালোচনা

যুদ্ধ বিরতির আলোচনা অব্যাহত

পিকিং বেতারে কম্যুনিষ্ট।

লালদিঘীর ময়দানে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের কয়েকদিন পর হযরত শেরে বাংলা (রহঃ)কে তাঁর বিপুল ভক্ত সুন্নী মুসলমান অধ্যুষিত লালিয়ারহাট মসজিদ এলাকায় বিশাল সুন্নী সমাবেশে সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়।

মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর উপর দেওবন্দী ওহাবীদের দ্বারা যে নগ্ন বর্বরোচিত ও জঘন্যতম হামলা হয়েছিল, তার সর্বশেষ ফলাফল ও বিচার কি হয়েছিল তা জানার উদ্রেক পাঠক মাত্রই অনুভব করেন। তৎকালীন আদালতে এই জঘন্যতম অপরাধের বিচার যৎসামান্যই বলা চলে। তবুও পাঠকের অবগতির জন্য আমরা পরিশেষে তৎকালীন বহুল প্রচারিত 'সাপ্তাহিক কোহিনুর' পত্রিকায় ১৯৫২ ইং ২৯ শে ফেব্রুয়ারী ৬ষ্ঠ সংখ্যার সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত 'সংবাদ' অংশটুকু হুবহু উপস্থাপন করলাম ঃ-

'গত জুন মাসে চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ আলেম শেরে বাংলা মৌলানা আজিজুল হক সাহেবের উপর ওহাবী নামধারী কয়েকজন নরপশু যে অত্যাচার চালাইয়াছিল গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখ বিচারের রায় বাহির হইয়াছে। শেরে বাংলা ছাহেবকে খন্দকিয়া গ্রামে দাওয়াত দিয়া লইয়া গিয়া তথায় ওহাবীরা তাঁহার উপর আক্রমণ চালায়। তাহাতে তিনি গুরুতররূপে আহত হন। আদালতের বিচারে চারজন আসামী যথাক্রমে ৬ মাস হইতে তিন মাস করিয়া সশ্রম কারাদন্ড ও ৫০০ (টাকা) হইতে ৩০০ (টাকা) জরিমানা করা হইয়াছে। গুন্ডামীর তুলনায় এ শাস্তি নগন্য বলিয়া মনে হয়।'

'খন্দকিয়া প্রান্তর' এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও মূল্যায়ন

'খন্দকিয়া' পদটি 'খন্দক' শব্দ থেকে উৎপন্ন। আবার এই 'খন্দক' শব্দটি নবী করিম (দঃ) এর জীবদ্দশায় মদীনায় সংগঠিত ঐতিহাসিক খন্দকের যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই দুই ঐতিহাসিক ঘটনার নামগত সমন্বয় নিঃসন্দেহে দুই ঘটনার আদর্শগত রূহানী সাদৃশ্যের দিকেই ইঙ্গিত প্রদান করে। খন্দকিয়া পদ থেকে যেমন খন্দক শব্দ উৎসরিত, ঠিক অনুরূপ খন্দকিয়ার ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে খন্দকের যুদ্ধের মহান রূপকার হযরত রাসূলে পাক (দঃ) এর আপোষহীন আদর্শের বাস্তব বহিঃপ্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। হযরত রাসূলে পাক (দঃ) যেমন ৫ম হিজরীতে খন্দকের যুদ্ধে খন্দক বা পরিখা খনন করে কাফিরদের প্রতিরোধে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছিলেন, অনুরূপ আওলাদে রাসূল (দঃ) হযরত আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) ১৩৭০ হিজরীতে খন্দকিয়ার জমিনে সেই পরিখায় স্বীয় রক্তের নহর প্রবাহিত করে বাতিল শক্তির মোকাবেলায় নতুন জেহাদের সৃষ্টি করেছেন। এই মহান আত্মত্যাগ সুন্নীয়তের আন্দোলনের প্রতিটি কর্মীকে যুগ যুগ ধরে নবচেতনায় উজ্জীবিত করবে।

বাতিলের প্রতিরোধ করে প্রিয় রাসূল (দঃ) এর মহান সুন্নাতকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে যে জমিতে হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর পবিত্র 'খুন' প্রবাহিত হয়েছে, যে মাটি রাসূল প্রেমিকের পবিত্র রক্তে রঞ্জিত হয়েছে, খন্দকিয়ার সেই পবিত্র মাটি ও ভূমি যুগ যুগ ধরে আশেকের হৃদয়ে অতীতের সেই মহান স্মৃতিকে নব চেতনায় জাগ্রত করবে। তদুপরি এই মহান স্মৃতি বিজড়িত স্থান সুন্নীয়তের আন্দোলনের প্রতিটি মুজাহিদকে সুন্নীয়ত প্রতিষ্ঠায় জেহাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবে। তাই বর্তমান সুন্নীয়তের আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এই ঐতিহাসিক স্থানের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য অপরিসীম। এই মহান স্মৃতি বিজড়িত খন্দকিয়া প্রান্তরের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও মূল্যায়নের কিছু প্রামাণ্য নমুনা আমরা পাঠক সমীপে উপস্থাপন করছি ঃ-

এক ঃ মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) ঘটনার পরবর্তীকালে ১৯৬৬ ইংরেজীতে তাঁর মোবারক জীবদ্দশায় খন্দকিয়ায় সর্বশেষ সফরে আসেন। তিনি সফরকালীন সময়ে তাঁর পবিত্র জবানে পাকে এরশাদ করেন, "এটা আমার জন্য শাহাদাতে কারবালা। আমি শেষবারের মত সফর করতে এসেছি।"

দুই ঃ খন্দকিয়ার মহান স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার প্রত্যয়ে এবং পবিত্র ভূমির চিরস্থায়ী মর্যাদা রক্ষার মহৎ উদ্দেশ্যে স্মৃতি বিজড়িত উক্ত স্থানে ১৯৮১ সালে হুজুর কেবলার ভক্ত ও সুন্নী মুসলমানদের মহান উদ্যোগে ও পৃষ্ঠপোষকতায় গাউছিয়া জামে মসজিদ ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

তিন ঃ প্রতি বৎসর ২৬শে শাবান ঐতিহাসিক **'খন্দকিয়া শহীদ দিবস'** স্মরণে উক্ত মসজিদ প্রাঙ্গণে আজিমুশ্‌শান মাহ্‌ফিল ও সুন্নী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট সম্মানিত সুন্নী ওলামায়ে কেরাম উক্ত ঐতিহাসিক ঘটনার উপর সারগর্ভ তক্বরীর করেন।

চার ঃ উল্লেখ্য ১৯৮২ সালে খন্দকিয়ার এই পবিত্র ভূমিতে অনুষ্ঠিত মাহ্‌ফিলে রাহ্‌নুমায়ে শরীয়ত ও তরিক্বত, হাদীয়ে দ্বীনো মিল্লাত হযরতুল আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়দ মোহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রহঃ) তশরীফ আনেন।

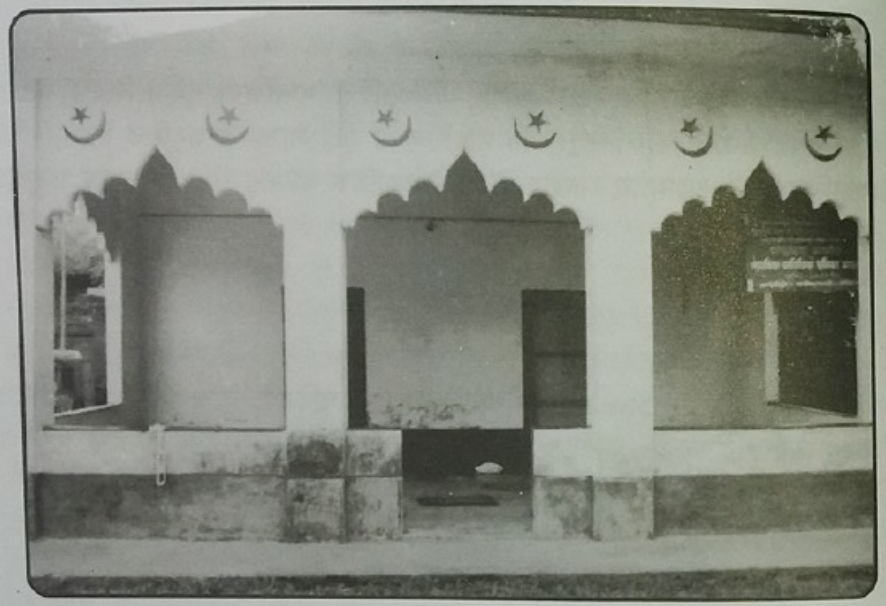

খন্দখিয়ার সেই ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত স্থানের পশ্চিম পার্শ্বে
১৯৮১ সালে গাউছিয়া মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

খন্দকিয়ার মর্মান্তিক ঘটনার পর হযরত মাওলানা সফিরুর রহমান হাশেমী (রহঃ) কর্তৃক স্বপ্নে প্রিয় নবী (দঃ) এর দর্শন লাভ

শায়খুল হাদীস, ওস্তাজুল ওলামা, মুর্শিদে বরহক হযরতুল আল্লামা মাওলানা সফিরুর রহমান হাশেমী (রহঃ) এ মহান ঘটনা বর্ণনা করেন। খন্দকিয়ার হৃদয় বিদারক ঘটনার পর সবাই তখন চরমভাবে মর্মাহত ও বেদনাগ্রস্থ। কারণ সকলের নয়নমণি মোজাদ্দেদে মিল্লাত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নত, হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) তখন ভীষণ অসুস্থাবস্থায় চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নবীয়ে পাক (দঃ) এর চির দুশমন বাতিল ওহাবী সম্প্রদায় কর্তৃক তিনি মাথায় প্রচণ্ড আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং পবিত্র মস্তকে ব্যান্ডেজ পরিহিত অবস্থায় হাসপাতালের বিছানায় শায়িত আছেন। হযরত মাওলানা মোহাদ্দেস সফিরুর রহমান হাশেমী (রহঃ) এবং অন্যান্য অনেকে তাঁকে হাসপাতালে সার্বক্ষণিক দেখা-শোনায় রত আছেন।

এমতাবস্থায় হযরত মাওলানা সফিরুর রহমান হাশেমী (রহঃ) একদা রাত্রে স্বপ্নে পেয়ারা রাসূল (দঃ) এর দর্শন লাভ করেন। তিনি রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন পেয়ারা নবী (দঃ) এর পবিত্র ছের মোবারকে সাদা ব্যান্ডেজ পরিহিত এবং মলিন চেহারা মোবারক দেখতে পেলেন। তিনি পেয়ারা হাবীব (দঃ) এর কদম পাকে সালাম আরজ করে ক্ষমা প্রার্থনা পূর্বক এর কারণ জানতে চাইলেন। এতে পেয়ারা রাসূল (দঃ) তাঁকে জানান যে, তাঁরই একান্ত আশেক ও রূহানী সন্তান সৈয়দ আজিজুল হক শেরে বাংলা প্রিয় নবীর শান রক্ষার্থে মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে। 'আমি স্বয়ং নবী (দঃ) তাঁরই শোকে কাতর হয়ে চরম দুঃখ বেদনার চিহ্ন স্বরূপ মস্তকে ব্যান্ডেজ ধারণ করেছি।'

এ মহান স্বপ্ন অবলোকন করার পর হযরত মাওলানা সফিরুর রহমান হাশেমী (রহঃ) সহসাৎ পরদিন সকালেই হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) কে দেখার জন্য জেনারেল হাসপাতালে ছুটে যান।

তথ্যসূত্র ঃ মরহুম জনাব আলহাজ্ব মাওলানা আবদুস সবুর নূরী ছাহেব, প্রাক্তন সিনিয়র শিক্ষক, জামেয়া আহ্‌মদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া এবং প্রাক্তন খতীব, কাপাসগোলা জামতলা জামে মসজিদ।
জনাব হাফেজ মাওলানা কাজী মোহাম্মদ সোলাইমান আল্ কাদেরী ছাহেব, মইশকরম, রাউজান।

সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে রাজকীয় গ্র্যান্ড মুফতী কর্তৃক 'শেরে ইসলাম' ও 'শেরে বাংলা' উপাধি লাভ

১৯৫৭ সালে মোজাদ্দেদে মিল্লাত, আলেমকুল শিরমণি, শামসুল মোনাজেরীন হযরতুল আল্লামা গাজী সৈয়দ মোহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা (রহঃ) দ্বিতীয়বার পবিত্র হজ্ব পালন উপলক্ষে সৌদি আরব গমন করেন। ইতিমধ্যে হাটহাজারী খারেজী মাদ্রাসার ওহাবীরা হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) কে হেয় প্রতিপন্ন ও অপদস্থ করার জন্য নতুন করে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে। তারা তাদেরই বন্ধুবর ও পৃষ্ঠপোষক সৌদি সরকারকে পূর্বাহ্নে চিঠির মাধ্যমে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর সৌদি আরব গমন সম্পর্কে অবহিত করে এবং সৌদি কর্তৃপক্ষকে প্ররোচনা দেয় যে, এই লোক মুসলমানদেরকে কাফের বলে। সুতরাং তাঁকে গ্রেপ্তার করা হোক। নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এয়ারপোর্ট থেকে জেদ্দা পৌছার পূর্বেই সৌদি পুলিশ তাঁকে এরেষ্ট করে। পুলিশ জানায়, "আপনার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে।" হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) দৃঢ় কণ্ঠে তাদেরকে বলেন, "আমি তো হজ্বে বায়তুল্লাহ ও মদীনায় হাযিরা দিতে এসেছি।" অতঃপর হুজুর কেবলাকে সৌদি সরকারের গ্র্যান্ড মুফতী সৈয়দ আলবী সাহেবের নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। গ্র্যান্ড মুফতি হুজুর কেবলাকে প্রশ্ন করেন, "আপনি কি সৈয়দ আজিজুল হক শেরে বাংলা?" হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) হ্যাঁ সুচক জবাব দিলেন। মুফতী সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি মু'মিন মুসলমানদের কাফের বলেন?" হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জবাব দিলেন, "আমি তো মু'মিন মুসলমানদের কাফির বলি না। কিন্তু কিছু কিছু মুসলমান নামধারী লোককে কাফের বলি। যারা তাদের কিতাবে কুফরী কালাম লিখেছে।" উদাহরণ স্বরূপ তিনি কিতাবের উদ্ধৃতি সহকারে 'আল্লাহ্ মিথ্যা কথা বলতে পারেন' নাউযুবিল্লাহ্-ইত্যাদি ইত্যাদি ওহাবীদের বিভিন্ন জঘন্য ও কুফরী উক্তির উল্লেখ করলেন। এতে মুফ্তী সাহেব প্রমাণ জানতে চাইলেন। হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) তাঁর সাথে বহনকৃত ওহাবীদের লেখা বিভিন্ন কিতাব খুলে প্রমাণ উপস্থাপন করলেন। অতঃপর গাজী শেরে বাংলা (রঃ) এর সাথে এ সমস্ত আক্বীদা বিষয়ক মাসায়েল নিয়ে উক্ত গ্র্যান্ড মুফতী সাহেবের সাথে দীর্ঘক্ষণ বাহাছ হয়। হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এ সমস্ত কুফরী কালামের বিরুদ্ধে এবং সঠিক আক্বীদার উপর সারগর্ভ যুক্তি প্রদর্শন করেন। হুজুর কেবলার সাহসিকতাপূর্ণ অসীম জ্ঞানের কাছে মুফতী সাহেব সম্পূর্ণ পর্যুদস্থ ও পরাজিত হন। হুজুর কেবলার বিরুদ্ধে ইতোপূর্বে

গৃহীত সমস্ত ওয়ারেন্ট প্রত্যাহার করা হয় এবং তাঁকে সসম্মানে হজ্ব পালন করার অনুমতি প্রদান করা হয়।

হজ্ব সমাপনের পর মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) জিয়ারতে মদীনার উদ্দেশ্যে মদীনা মোনাওয়ারায় পৌছলেন। হায়াতুন্নবী রাহ্মাতুল্লিল আলামীন (দঃ) এর পবিত্র জেয়ারত লাভে ধন্য হলেন। অতঃপর সাহাবায়ে কেরামের মাজার জেয়ারত শেষে রাসূলে পাক (দঃ) এর রওজা শরীফের পার্শ্বে এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে জেয়ারত শুরু করলেন যেখানে কোন কবর শরীফ নেই বলে কর্তব্যরত সৌদি পুলিশরা বিশ্বাস করেন। তাই কর্তব্যরত পুলিশ হুজুর কেবলাকে জিজ্ঞেস করলেন, "এই স্থানে তো কোন কবর নেই। আপনি কার কবর জেয়ারত করছেন?" তখন হুজুর কেবলা উত্তর দিলেন, "হযরত ফাতেমাতুজ্ জোহরা (রাঃ) এর মাজার জিয়ারত করছি।" পুলিশ বাহিনী আশ্চর্যান্বিত হয়ে জানতে চাইলেন, "আপনার এ দাবীর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ আছে কি?" হুজুর কেবলা দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, "হ্যাঁ অবশ্যই আছে।" পুলিশ বাহিনী বললেন, "তাহলে আপনি আমাদের সাথে হুকুমতে চলুন।" অতঃপর সৌদি পুলিশ হুজুর কেবলাকে সৌদি সরকারের স্থানীয় মুফ্তীবৃন্দের কাছে নিয়ে যান। হুজুর কেবলা তাঁদের নিকট দলিল সহকারে প্রমাণ উপস্থাপন করেন। তাঁরা হুজুর কেবলার অকাট্য যুক্তি-তর্কের কাছে হার মানতে বাধ্য হন। অবশেষে পূর্বে উল্লেখিত সৌদি সরকারের রাজকীয় গ্র্যান্ড মুফ্তী সৈয়দ আলবী সাহেবকে তর্কে অংশগ্রহণ করার জন্য আহবান করে আনা হয়। হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর উদ্ধৃতি মতে মিশরের আল্ আজহার বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রেফারেন্স গ্রন্থখানি সৌদি সরকারী লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে আসা হয়। হুজুর কেবলা উক্ত কিতাব থেকে দলিল ও প্রমাণ উপস্থাপন করলেন। অবশেষে মুফতী সাহেব হুজুর কেবলার অগাধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞান ও যুক্তির নিকট সম্পুর্ণ পরাজিত হলেন। অতঃপর উক্ত গ্র্যান্ড মুফতী সাহেব হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) কে সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে অসীম জ্ঞানের স্বীকৃতি স্বরূপ 'শেরে ইসলাম' ওরফে 'শেরে বাংলা' উপাধিতে ভূষিত করে লিখিত সনদপত্র প্রদান করেন।

মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) কে সৌদি বাদশাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত আগত বিশেষ অতিথিবৃন্দের সম্মানে আয়োজিত সভায় রাজকীয় মেহমান হিসেবে দাওয়াত প্রদান করা হয়। উক্ত সম্বর্ধনা সভায় সৌদি

বাদশাহ্ স্বয়ং উপস্থিত থাকেন। তাছাড়া সৌদি সরকারের উচ্চপদস্থ সম্মানিত ব্যক্তিবর্গও উপস্থিত থাকেন। সভায় বাদশাহ্ আগমন করার সাথে সাথে সবাই দাঁড়িয়ে বাদশাহ্কে সম্মান জানালেন। কিন্তু হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করলেন, "আপনাদের আক্বীদা অনুযায়ী কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানো বেদআত ও শির্ক।" অতঃপর তিনি ওহাবীদের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব লিখিত 'কিতাবুত তাওহীদ' থেকে সরাসরি প্রমাণ উপস্থাপন করে বলেন, "অতএব বাদশাহ্র সম্মানে দাঁড়িয়ে আপনারা বেদআত ও কঠিন গোনাহ্র কাজ করেছেন।" এতে উপস্থিত গ্র্যান্ড মুফতী ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ আলেমগণ কোন উত্তর দিতে পারলেন না। তাঁরা সকলে এখানেও পরাজিত হতে বাধ্য হলেন এবং অকুণ্ঠচিত্তে হুজুরের অগাধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। উক্ত সম্বর্ধনা সভায় সৌদি বাদশাহ্ হুজুর কেবলার অসাধারণ জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে উপঢৌকনস্বরূপ মূল্যবান পাগড়ি ও ছড়ি প্রদান করে বিশেষ রাজকীয় মেহমান হিসেবে তাঁকে অভিনন্দন ও সম্মান জানালেন। শুধু তাই নয় রাজকীয় মেহমান হিসেবে সসম্মানে বিদায় জানানোর কালে তিনি ভবিষ্যতে যতবার হজ্ব করতে আসতে চান তার অগ্রিম অনুমতি নামা প্রদান করা হয়।

বিঃ দ্রঃ- হুজুর কেবলা শেরে বাংলা (রহঃ) কে সৌদি বাদশাহ্ কর্তৃক উপঢৌকনস্বরূপ প্রদত্ত মূল্যবান পাগড়ি মোবারকের ছবি জীবনীগন্থের ১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তবলীগ জমাতের প্রধান জমায়েত 'বিশ্ব এজতেমা'র বিরুদ্ধে সরাসরি চ্যালেঞ্জ

তৎকালীন সময়ে পাকিস্তান আমলের প্রারম্ভে ওহাবী আন্দোলনের ধারক তবলীগ জমাতের প্রধান জমায়েত 'বিশ্ব এজতেমা'র জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থান ছিল না। ১৯৫০ অথবা ১৯৫১ ইং সনের ঘটনা। চট্টগ্রামের পাহাড়তলী হাজী ক্যাম্পে তিনদিনের জন্য বিশ্ব এজতেমার ঘোষণা প্রদান করা হয়। এতদুদ্দেশ্যে তবলীগ জমাত পূর্বাহ্নে ব্যাপকভাবে প্রচারণা চালায়। এতে মোজাদ্দেদে মিল্লাত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর অন্তরে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল। তিনি তবলীগ জমাতের নবী-অলি বিদ্বেষী এরূপ হীন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদমুখর হলেন। তিনি স্বীয় নামাংকিত একটি খোলা চিঠি- এক পৃষ্ঠায় উর্দু ভাষায় লেখা, "উমরায়ে জমাতে তবলীগ ছে এক ছাওয়াল", অপর পৃষ্ঠায় বাংলা ভাষায় লেখা, "তবলীগ জমাতের নেতৃবৃন্দকে একটি প্রশ্ন" হেডলাইন সমেত বিশ্ব এজতেমার পূর্বের দিন জনসমক্ষে প্রকাশ করেন। তিনি উক্ত খোলাচিঠি প্রতিনিধি মারফত এজতেমার অনুষ্ঠানে প্রেরণ করে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেন, "সর্বপ্রথম আমি শেরে বাংলার প্রশ্নের উত্তর দাও। সামনাসামনি বসে নতুবা চিঠির মাধ্যমে। নিশ্চুপ থাকলে জনগণ আপনাদের তবলীগ জমাতকে একটা বাতিল দল এবং ইসলামের চির দুষমন ওহাবী দলের শাখা হিসেবে চিহ্নিত করবে।"

এ খোলা চিঠি দেশের সর্বত্র জনসাধারণের কাছে পৌছায়। বিশেষতঃ তবলীগ জমাতের কাছে পৌছানোর পর তাদের নেতৃবৃন্দ উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়ে এ ব্যাপারে চরম নীরবতা পালন করে। শুধু তাই নহে, তাদের এজতেমা মাহ্ফিল তিনদিনের মধ্যে মাত্র একদিন সংক্ষিপ্ত করে রাতের অন্ধকারে পলায়ন করে চলে যায়।

তথ্যসূত্র ঃ 'তায্কেরাতুল কেরাম', কৃতঃ ইমামে আহ্লে সুন্নাত আল্লামা কাজী মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী ছাহেব।

জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মওদুদীর সাথে চ্যালেঞ্জ ও মওদুদীর পরাজয়

মোজাদ্দেদে মিল্লাত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নত হযরতুল আল্লামা গাজী শাহ্ সৈয়দ মোহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা (রহঃ) শুধুমাত্র দেওবন্দী ওহাবীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন তা নয়, তিনি অন্যান্য ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধেও জেহাদ করেছেন। তখন ওহাবী মতবাদেরই আধুনিকায়ন মওদুদী মতবাদের উৎপত্তি লাভ ঘটেছিল। এই ঘৃণ্য রাসূল বিদ্বেষী এবং সাহাবায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কেরামের শান অবমাননাকারী ঈমান বিধ্বংসী মতবাদের জন্মদাতা হল পাকিস্তানের আবুল আলা মওদুদী। আর জামাতে ইসলামী ও বর্তমান ইসলামী ছাত্র শিবির হচ্ছে এই মতবাদেরই ধ্বজাধারী সংগঠন। এরা নব্য তাওহীদের দোহাই দিয়ে বরঞ্চ এজিদরূপী আদর্শের বিকাশ সাধন করে মুসলমানদের ঈমান হরণে তৎপর। হযরত আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) মওদুদীর এই ঘৃণ্য তৎপরতার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম জেহাদে অবতীর্ণ হন। মওদুদীর বিভিন্ন পুস্তকে লিখিত ঈমান হরণকারী বিভিন্ন কুফরী উক্তির বিরুদ্ধে তিনি সর্বপ্রথম বজ্রকণ্ঠে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেন।

১৯৫৬ সালে চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক লালদিঘীর ময়দানে মওদুদীর জনসভা অনুষ্ঠিত হবে। হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) পূর্ব থেকে মওদুদীর আগমন ও এই জনসভা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। মওদুদীর এই অপতৎপরতায় বাংলার বাঘ আশেকে রাসূল মোজাদ্দেদে মিল্লাতের অন্তরে বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। তিনি তাঁর জামাল খান লেইনস্থ বাসভবন থেকে সরাসরি লালদিঘীর ময়দানে যাত্রা করলেন। মওদুদী বক্তব্য রাখার জন্য যখন মঞ্চে দাঁড়িয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে সিংহ শার্দূল বেশে বাংলার বাঘ আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি মওদুদীকে বক্তব্য প্রদানে বাধা দিয়ে বজ্রকণ্ঠে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বললেন, "আপনার কাছে আমার তিনটি প্রশ্ন আছে। এই তিনটি প্রশ্নের গ্রহণযোগ্য জবাব দিতে পারলে আপনি বক্তব্য রাখতে পারবেন, নতুবা নয়।" অতঃপর তিনি মওদুদীর ভ্রান্ত আক্বীদা ও কুফরী উক্তি সম্পর্কে তিনটি প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। কিন্তু মওদুদী এই প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতে অপারগতা প্রকাশ করে বলেন, "এর উত্তর আমি ঢাকায় পৌঁছে দেব।" এতে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) প্রতিবাদ করে দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, "মানুষের জ্ঞান থাকে সিনার ভিতর। আপনি কি আপনার জ্ঞান-ভাণ্ডার ঢাকায় রেখে এসেছেন? আপনি এখানেই উত্তর দিন অথবা আপনার কুফরী

উক্তিসমূহ প্রত্যাহার করুন।" আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর সম্মুখে মওদুদী সাহেব তার ভ্রান্ত আক্বীদা সম্পর্কে কোন বক্তব্য রাখতে সাহস করলেন না। পরবর্তীতে তিনি ঢাকায় গিয়েও এর কোন উত্তর দেননি। বরং পাকিস্তান চলে যান। সেদিন লালদিঘীর ময়দানে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের কাছে মওদুদীর ভ্রান্ত আক্বীদার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছিল। উল্লেখ্য তৎকালীন বহুল প্রচারিত দৈনিক আজান' পত্রিকায় বিষয়টি প্রকাশিত হয়।

মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) স্বীয় জীবদ্দশায় বাতিলদের বিরুদ্ধে এরূপ আরও অসংখ্য অগণিত সম্মুখ মোনাজেরা বা বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছেন। যা পরিপূর্ণভাবে বিস্তারিত বিবরণ দিতে গেলে একটা বিরাট ভলিয়ম এর প্রয়োজন। প্রতিটি বাহাছে তিনি পরম করুণাময়ের কুদরতে উন্নতশিরে বিজয় লাভ করেছেন। বাতিলরা সর্বদা পর্যুদস্থ ও অপমানিত হয়েছে। তাই একথা অনস্বীকার্য যে, তৎকালীন সময়ে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর এরূপ অসীম সাহসিকতাপূর্ণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ফলে তাঁরই একক নেতৃত্বে বাতিল শক্তি পর্যুদস্থ হয়ে সঠিক ইসলামের ডংকা ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান কালে দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতিতেও বাতিলদের সাথে এরূপ সম্মুখ মোনাজেরা বা চ্যালেঞ্জ কদাচিৎও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। ফলশ্রুতিতে বাতিল দুর্গসমূহ প্রভাব-প্রতিপত্তিতে নতুন করে ঈমান হরণের ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। উদাহরনস্বরূপ বলা যায় দেওবন্দী ওহাবীরা বিশ্ব ইজতেমা, আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন, শানে রেসালত সম্মেলন ইত্যাদি বহুরূপী নামধারণ করে প্রতিবৎসর উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহে মহাসমারোহে বিরাট বিরাট সমাবেশ করে যাচ্ছে। মওদুদীপন্থীরাও বিভিন্ন তফসীরুল কোরআন মাহ্‌ফিল, সীরাতুন্নবী সম্মেলন, জনসভা ইত্যাদির নাম দিয়ে তাদের ঈমান বিধ্বংসী আক্বীদার প্রচার ও প্রসার ঘটাচ্ছে। বাতিলপন্থীদের সমাবেশমূলক এ সমস্ত আচার অনুষ্ঠানসমূহ নিঃসন্দেহে সঠিক আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জমাতের অস্থিত্বের উপর বিরাট হুমকিস্বরূপ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য আমাদের বর্তমান উচ্চ পদস্থ সুন্নী ওলামায়ে কেরামের মধ্যে এ ব্যাপারে তেমন কোন অস্থিরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। পেপার-পত্রিকায় শুধুমাত্র গুটি কতেক বিবৃতি প্রদান এবং কিছু ওয়াজ-নসীহত করেই তাঁরা তাঁদের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রেখেছেন। হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর মত বজ্রকণ্ঠে সম্মুখ প্রতিরোধে কেউ এগিয়ে আসছে না। এ কারণে বাতিল শক্তিসমূহ শক্তিশালী হয়ে ধীরে ধীরে একতাবদ্ধ হচ্ছে এবং অদূর ভবিষ্যতে সুন্নী জমাতকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য তারা পাঁয়তারা করছে। তাই এই কথা সুস্পষ্ট যে, বর্তমান

সুন্নী জমাতের এরূপ নাজুক পরিস্থিতির অন্যতম কারণ আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর আদর্শ থেকে বিচ্যুতি। অতএব এই মুহূর্তে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জমাতকে টিকেয়ে রাখার জন্য তথা সুন্নীয়াতের আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর আদর্শের সৈনিকের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশী। এই সকল বীর মুজাহিদরা বাতিল শক্তির সমস্ত দুর্গ চুরমার করে নিষ্পেষিত করে ইন্‌শাআল্লাহ্‌ এদেশের বুকে সুন্নীয়াতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে।

সুখের বিষয়, বাংলার সুন্নীয়াতের বাগানে মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর আদর্শস্নাত আর একটি ফুল প্রস্ফুটিত হয়েছিল। তিনি হচ্ছেন মুজাহিদে আহ্‌লে সুন্নাত বাতিলের আতংক হযরত মাওলানা নঈম উদ্দিন আল্‌ কাদেরী (রহঃ)। তাঁর পবিত্র জেহাদী তক্বরীরসমূহ শ্রবণ করে সহজেই অনুমিত হয় তিনি ছিলেন হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর পরিপূর্ণ আদর্শের সৈনিক। বাতিলদের বিরুদ্ধে তিনি সরাসরি বজ্রকণ্ঠে চ্যালেঞ্জ করতেন। সম্মুখ মোনাজেরায় তিনি ছিলেন সদা প্রস্তুত। তাঁর সময়কালে বাতিল ওহাবীরা সদা সর্বদা আতংকগ্রস্থ ছিল। কিন্তু হায় আফসোস! মহান রাব্বুল আলামীন এই মুজাহিদে মিল্লাত ও হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর রূহানী শাবককে ক্ষণকালের মধ্যেই উঠিয়ে নিলেন।

শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণকারী পীরের বিরুদ্ধে ফতোয়া এবং বাতিলপন্থী পীরের ছিলছিলা সম্পর্কে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর মন্তব্য

১৯৬৭ ইংরেজীর কথা। ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত বড় বিবির হাটস্থ হাইস্কুল মাঠে ২রা রবিউল আউয়াল বুধবার এক বিরাট ঐতিহাসিক মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠিত হয়। মোজাদ্দেদে মিল্লাত, কুতুবে আলম, আওলাদে রাসূল (দঃ) হযরতুল আল্লামা গাজী সৈয়দ মোহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা (রহঃ) এতে প্রধান ওয়ায়েজ হিসেবে বক্তব্য রাখেন। উক্ত মাহ্‌ফিলে অগণিত ওলামা ও হাজার হাজার জনতা উপস্থিত ছিলেন। এর বহু প্রত্যক্ষদর্শী ফটিকছড়িতে এখনও বিদ্যমান আছেন। এতে হুজুর কেবলার অন্যতম মুরিদ ফটিকছড়ির নানুপুর নিবাসী হযরত মাওলানা কাজী মোহাম্মদ মিয়া তলোয়ার বাংলা ছাহেবও উপস্থিত ছিলেন। তিনি হুজুর কেবলার কিতাবসমূহ বহন করেন। তিনিই আমাদেরকে এই তথ্যসমূহ প্রদান করেন। মাহ্‌ফিলের মুখ্য বিষয় ছিল তথাকথিত পীরের শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপের তীব্র প্রতিবাদ এবং বাতিলপন্থী ছিলছিলার মুখোশ উন্মোচন করতঃ সঠিক পীরে কামেলের পরিচয় প্রদান। উক্ত পীর সাহেব জীবিতাবস্থায় তার কবর খনন ও পাকা করেন। হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) মাহ্‌ফিলের প্রথমে বলেন, "আজ এই মাহ্‌ফিলে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের গাউছুল আযম হযরত কেবলা (কঃ) উপস্থিত থাকবেন। আজ সকালে হযরত সৈয়্যদেনা খিজির (আঃ) আমাকে এ খবর প্রদান করেছেন। বাতিল পীর সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করার জন্য আউলিয়ায়ে কেরামের পক্ষ থেকে আমাকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কেননা ইদানীং ভণ্ডপীর বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পেপার পত্রিকায় ইতোমধ্যে তাদের কাহিনী ছাপানো হয়েছে। তাই বাতিলপন্থী পীরের মুখোশ উন্মোচন করে সঠিক পীর-মশায়েখের পরিচয় তুলে ধরার জন্য এই মাহ্‌ফিলের আয়োজন করা হয়েছে।" তিনি পবিত্র কোরআনের উদ্ধৃতি পেশ করে দরাজ কণ্ঠে বলেন, "মৃত্যুর সময় ও তৎপরবর্তী অবস্থান মহান আল্লাহ্‌পাকেরই কুদরতী জ্ঞান এবং এটা আল্লাহ এবং পেয়ারা রাসূল (দঃ) ছাড়া আর কেউ অবহিত নন বলে স্বয়ং আল্লাহ্‌পাকেরই ঘোষণা। সুতরাং ইন্তেকালের পূর্বে কবর নির্মাণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ এবং নাজায়েজ। যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করবে সে ফাসেক বলে বিবেচিত হবে। এরূপ পীরের পীরগীরি বাতিল হবে। তার নিকট বায়াত শুদ্ধ হবে না, বরঞ্চ হারাম হবে।" তিনি সুস্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করেন, "যে

পীরের সাজ্‌রায় বাতিলপন্থী পীর রয়েছে, সে পীর বাতিল বলে গন্য হবে। সেখানে ফয়েজ ও বরকত আসবে না। এরূপ পীরের হাতে বায়াত নাজায়েজ ও হারাম। এতে ঈমান ও আক্বীদা বিনষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা।" অতঃপর তিনি উক্ত তথাকথিত পীরের ছিলছিলাভুক্ত ওহাবীদের অন্যতম পীর সৈয়দ আহমদ বেরলভীর লিখিত এবং তারই মুরিদ সৈয়দ ঈসমাইল কর্তৃক প্রকাশিত 'সিরাতুল মুস্তাকীম' নামক পুস্তকটি জনসমক্ষে উপস্থাপন করেন। উক্ত কিতাবে লিখিত "আল্লাহ্ মিথ্যা কথা বলতে পারেন, হুজুর পাক (দঃ) এর এলম অপেক্ষা শয়তানের এলম বেশী, নামাজের মধ্যে নবীর ধ্যান ও খেয়াল অপেক্ষা গাধা ও খচ্চরের খেয়াল উত্তম" নাউযুবিল্লাহ্! ইত্যাদি ইত্যাদি কুফরী ও ঈমান বিধ্বংসী উক্তিসমূহ জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেন। তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "ওহাবী পীর সৈয়দ আহমদ বেরলভী কাফের। সুতরাং তার ছিলছিলাভুক্ত সমস্ত পীর-মশায়েখ বাতিল বলে গণ্য হবে। তাদের মধ্যে কারো আক্বীদা বিশুদ্ধ হলে তাদের পিছনে নামায ও শিক্ষা গ্রহণ করা যাবে। কিন্তু তাদের নিকট বায়াত জায়েজ নহে। বরঞ্চ এই ছিলছিলার পীর ও মুরিদ দুই পক্ষেরই অদূর ভবিষ্যতে ঈমান ও আক্বীদা দুইই বিনষ্ট হওয়ার সমূহ আশংকা রয়েছে।"

মাহ্‌ফিলের শেষের দিকে তথাকথিত পীরের অনুসারী বাহিনী হামলা করতঃ ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এতে মাওলানা কাজী মোহাম্মদ মিয়া তলোয়ার বাংলা ছাহেব মারাত্মকভাবে আহত হন। তাঁর মস্তক ফেটে রক্ত প্রবাহিত হয়। এতে আরও বহু সুন্নী আলেম ও লোকজন আহত হন। এ সময় গুজব রটে যায় হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) কে হত্যা করা হয়েছে। ফটিকছড়ির সুন্নী জনতা প্রবল আক্রোশে ফেটে পড়ে। আশেকরা দলে দলে প্রতিবাদ মিছিল বের করে। সমস্ত ফটিকছড়িতে প্রতিবাদ স্বরূপ হরতাল পালিত হয়। ফটিকছড়ি থানার ও, সি, শহর থেকে অতিরিক্ত পুলিশ ফোর্স আনয়ন করে পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনেন। হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) আহত ও মাথায় ব্যাণ্ডেজ পরিহিত তলোয়ার বাংলা ছাহেবকে শান্ত্বনা প্রদান ও জনসাধারণকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দান করে শহরে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি শুক্রবার পুনরায় আগমন করে নিজেই সবকিছুর ফয়সালা করবেন বলে জানিয়ে আসেন।

অতঃপর ৪ঠা রবিউল আউয়াল, শুক্রবার বাদে জুমা বিবিরহাট ঈদগাহ্ ময়দানে বিশাল প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) মহাপরাক্রমবলে উপস্থিত হন। ইতিপূর্বে ঘটনায় আহত কাজী

মোহাম্মদ মিয়া তলোয়ার বাংলা ছাহেবও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রতিবাদ মাহ্‌ফিলে লক্ষাধিক লোকের সমাগম ঘটে। ফটিকছড়ি থানার ও, সি, স্বয়ং উপস্থিত থেকে শহর থেকে আনয়নকৃত স্পেশাল ব্যাটেলিয়ন মোতায়েন করে সভার শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করেন। ফটিকছড়ি থানার মাওলানা আবদুল কুদ্দুস ছাহেব সভা পরিচালনা করেন। প্রতিবাদ মাহ্‌ফিলের শুরুতে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) বলেন, "এখান থেকে মাইল দেড়েক দূরে সৈয়দ মোহাম্মদ চৌধুরীর মসজিদের মধ্যে তিনজন লোক আমাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করছে। থানার ও, সি, সাহেব আপনি তাদের এরেষ্ট করুন।" পুলিশ নির্দেশমত তাদের তিনজন থেকে দুইজনকে এরেষ্ট করে নিয়ে আসে। বাকী একজন পালিয়ে যায়। ওয়াজ বন্ধ করে তাদের জবানবন্দি গ্রহণ করা হয়। তারা জানায়, "আমরা দু'জন জুমার নামাজ পড়ে হুজুর কেবলার মাহ্‌ফিলে আসতেছিলাম। তখন জহুর আহমদ চৌধুরী আমাদেরকে বলেন, শেরে বাংলা ছাহেব ফটিকছড়ির মোহাম্মদ মিয়া তলোয়ার বাংলার কথায় আমাদের পীর সাহেবের পিছনে উঠে পড়ে লেগেছেন। অথচ তিনি তেমন কোন পীরও নহেন কিংবা সেও তাঁর বিশেষ কোন মুরিদ বা খলিফাও নহেন।" এতে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, "কিছুক্ষণ আগে হযরত খিজির (আঃ) তাদের এই ষড়যন্ত্রমূলক কথাবার্তার খবর আমাকে প্রদান করেছেন।" তিনি লক্ষ লক্ষ জনতার সম্মুখে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "আমি শেরে বাংলা ঘোষণা দিচ্ছি কাজী মোহাম্মদ মিয়া তলোয়ার বাংলা ফটিকছড়ির বুকে আমারই খলিফা। আমি হযরত ছৈয়্যদেনা খিজির (আঃ) কর্তৃক আউলিয়ায়ে কেরামের নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েই বাতিলপীর ও ছিলছিলা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করছি।" তিনি বজ্রকণ্ঠে চ্যালেঞ্জ করে বলেন, "কারো যদি এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন বা আপত্তি থাকে তবে আমার সম্মুখে এসে বল। আমি তৎসম্পর্কে জবাব দিতে প্রস্তুত।"

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব কাজী মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী ছাহেবও সৈয়দ আহমদ বেরলভী ও তদীয় ছিলছিলা সম্পর্কে মোজাদ্দেদে মিল্লাত আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর আপোষহীন ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লামা হাশেমী ছাহেব কেবলাও ওহাবী পীর সৈয়দ আহমদ বেরলভীভুক্ত ছিলছিলা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

বিভিন্ন মাহ্‌ফিলে প্রদত্ত বিশেষ বক্তব্যের একটি নমুনা

মোজাদ্দেদে মিল্লাত, ইমামে আহলে সুন্নত, আজীমুল বারকাত হযরতুল আল্লামা গাজী সৈয়দ মোহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা (রহঃ) প্রায়শঃ প্রকাশ্যে এরশাদ করতেন এবং অনেক মাহ্‌ফিলের মধ্যে শ্রোতাদের স্বীকৃতি স্বরূপ হাত উত্তোলন করে ঘোষণা করতেন, "বিশ্বের যে কোন প্রান্তরে থেকেও যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পেয়ারা রাসূল (দঃ) এর শানে আকদছের প্রতি বেয়াদবী করেছে, কিংবা কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে সামান্যতম অসম্মানজনক, অপ্রীতিকর বাক্যের প্রয়াস পেয়েছে যদ্বারা হুজুরে আকরাম (দঃ) এর পবিত্রময় সম্মানের প্রতি কুঠারাঘাত করা হয়েছে। অথবা পবিত্র জীবনাদর্শকে বিকৃত করে অশ্লীল বই-পুস্তক লিখে অবমাননাকর তুলনা ও দৃষ্টান্ত দিতে সাহস করেছে, তার ঈমান সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়েছে। নিঃসন্দেহে সে কাফের, তার ঠিকানা জাহান্নামে নির্দিষ্ট হয়েছে। বিশ্ব মুসলিম বিচারালয়েও সে মারাত্মক দোষী সাব্যস্ত হবে। তার উপযুক্ত বিচার কতল (শিরচ্ছেদ) ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। এমতাবস্থায় যে কেউ তাকে কাফের মনে করবে না অথবা কাফের বলতে সন্দেহ করবে সেও কাফের হয়ে যাবে। উক্ত প্রকারের জঘন্য আচরণ আমাদের দেশের ফেরকায়ে বাতেল আবদুল ওহাব নজদীর অনুসরণকারী দল প্রকৃত ওহাবীদেরই মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়। যদিও তাদেরকে জাহেরী লেবাছের দ্বারা বড় ধরণের আল্লাহ্‌ ওয়ালা (সুফীবাদী) মনে হয়, কিন্তু তাদের স্বরচিত লিখিত কিতাবাদির মধ্যে বহু অশ্লীল ও দুর্গন্ধময় হীন চরিত্রের আভাস পরিলক্ষিত হয় বলে আমাদের দেশের ওলামায়ে কেরাম উক্ত দলের লোকদেরকে কাফের বলে থাকেন এবং আমি (শেরে বাংলা)ও তাদেরকে কাফের বলে থাকি। এটাই আমার কর্ম ও ধর্ম। আমার স্বভাবতঃ চরিত্র ও অভিমত। পরকালের মুক্তির এটাই একমাত্র পথ। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ওহাবীদের পুস্তকে পাওয়া যায়, 'হযরত নবী করিম (দঃ) এর পবিত্র এলম অপেক্ষা মালেকুল মাউত ও শয়তানের এলম বেশী।' (নাউযুবিল্লাহ)! তাদের অন্য এক কিতাবে পাওয়া যায় 'নামাযের মধ্যে নবী করিম (দঃ) এর ধ্যান বা খেয়াল গরু, গাধা ও শুকরের খেয়াল অপেক্ষা

নিকৃষ্টতর। এমনকি অন্য স্ত্রীর সঙ্গে জেনায় লিপ্ত হওয়া অপেক্ষা জঘন্যতম।' (নাউযুবিল্লাহ)! এ ধরণের চরিত্রের লোকই আল্লাহ্‌ তায়ালা ও তাঁর পেয়ারা রাসূল (দঃ) এর প্রকৃত দুশমন। এজন্য সে আমারও দুশমন। তার সাথে খাঁটি মুসলমানদের কোনরূপ সমাজ ব্যবস্থা জায়েজ নেই। এ ধরণের মরদুদ মারা গেলে ইন্নালিল্লাহ্‌ পড়বে না এবং তাকে কোন মুসলমানের গোরস্তানের মধ্যে দাফন করতে পারবে না। সে আমার কোন প্রকারের নিকটতম আত্মীয় হলেও আমি কিছুতেই তাকে বরণ করতে পারবো না। যাদের মধ্যে উক্ত প্রকারের মারাত্মক চরিত্র প্রকাশ পায় নাই, তাদের সম্বন্ধে আমি কোন প্রকার খারাপ ধারণা পোষণ করতঃ কাফের বলে ফতোয়া দিই না।"

একটি মাসআলার অদ্ভুত সমাধান

মোজাদ্দেদে মিল্লাত, সুলতানুল ওয়ায়েজীন হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর একনিষ্ঠ আশেক বাকলিয়া নিবাসী জনাব মোঃ তালেব আলী মিস্ত্রী এ ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর কাছে একবার এক লোক এসে প্রশ্ন করে, "হুজুর ওহাবীরা বলে যে ইন্তেকালের পর মৃত ব্যক্তির কাছে সওয়াব পৌছে না। অতএব জেয়ারত, ফাতেহা, ইছালে সওয়াব ইত্যাদি করে কি লাভ? এ ব্যাপারে দলিল কি?" হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) লোকটির এরূপ প্রশ্ন শ্রবণমাত্র ব্যাঘ্রের মত গর্জে উঠলেন এবং লোকটির মাতাকে সম্বোধনসূচক চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় অকথ্য গালিগালাজ করে উঠলেন। এতে লোকটি ভয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কেঁদে উঠে বলল, "হুজুর আপনি যত ইচ্ছা আমাকে বেয়াদবীর কারণে গালিগালাজ করেন, কিন্তু অনুগ্রহপূর্বক আমার আম্মাজানকে গালি দিবেন না।" হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) ত্বরিত রাগ প্রশমিত করে মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার মা কোথায়?" লোকটি জবাব দিল, "হুজুর! ইন্তেকাল হয়ে গেছেন।" আল্লামা শেরে বাংলা (রহঃ) পুনরায় প্রশ্ন করলেন, "তবে গালি দিলে কি হবে?" লোকটি কড়জোড়ে বলল, "হুজুর আমার সম্মানিতা আম্মাজানের কবরে আজাব হবে।" হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, " আমি যদি দুনিয়াতে থেকে তোমার মাতাকে গালি দিই, সেই বদ্‌দোয়া পৌছার কারণে তোমার মায়ের কবরে আজাব হয় এবং সেটা যদি তুমি বিশ্বাস ও আমল কর। তবে আমি সওয়াব প্রেরণ করলে সেটা কেন পৌছবে না এবং সেটা বিশ্বাস ও আমল কেন করা যাবে না?" এতক্ষণ পর লোকটি তার সাহস ফিরে পেল। তার প্রশ্নের এরূপ অদ্ভুত ও সুন্দর উত্তর লাভ করে সেখান থেকে প্রস্থান করল। এরূপ আরও অসংখ্য ঘটনা ও প্রমাণ আছে, যদ্বারা বুঝা যায় হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা ও ঘটনাপ্রবাহ দ্বারা জটিল বিবিধ বিষয়ের সুন্দর ও গঠনমূলক জবাব প্রদান করতেন। এতে বিভ্রান্তিতে পতিত মুসলমান সহজেই অনুধাবনপূর্বক হেদায়ত লাভে ধন্য হত।

সুন্নীয়াতের গণজোয়ার সৃষ্টি
(মাহ্‌ফিল-সভা-সম্মেলন)

মোজাদ্দেদ দ্বীন ও মিল্লাত, কুতুবে আলম, গাউছে জামান হযরতুল আল্লামা গাজী সৈয়দ মোহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা (রহঃ) নিরলস ও বিরামহীনভাবে সুন্নীয়াতের খেদমত করে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে তৎকালে তাঁরই একক ও সফল নেতৃত্বে সুন্নীয়াতের গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। একতাবদ্ধ ঈমানী শক্তি ব্যতীত বাতিলদের সমূলে প্রতিরোধ করা মোটেই সম্ভব নহে- এ কথা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। এ কারণে সুন্নী জনতাকে ঈমান-আক্বীদায় মজবুত করে বৃহত্তর ঐক্য সাধনের সার্বিক প্রচেষ্টা তিনি চালিয়ে গেছেন। তিনি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে দূর-দূরান্তরে বিভিন্ন ওয়াজ-মাহফিল, মিলাদুন্নবী (দঃ), সভা-সম্মেলন- জলছা, ওরস ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জমাতের সঠিক আদর্শ প্রচার করেছেন। এসব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি বাতিলদের স্বরূপ উন্মোচন ও সঠিক আক্বীদা প্রচার করে মুসলমানদের মধ্যে ঈমানী চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছেন। ইসলামের সঠিক রূপরেখা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জমাতের ভিত্তিতেই মুসলমানদেরকে একতাবদ্ধ হতে হবে- এ কথা তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি ঈমান-আক্বীদার প্রশ্নে কারো সাথে কোনদিন বিন্দু পরিমাণও আপোষ করেননি।

মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) প্রতি বৎসর পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। মিলাদুন্নবী (দঃ) কে রাষ্ট্রীয়ভাবে জাক-জমকের সাথে উদযাপন ছিল তাঁর জীবনের বড় স্বপ্ন। এরই ধারাবাহিকতা স্বরূপ তাঁরই উদ্যোগে ও সক্রিয় তত্ত্বাবধানে চট্টগ্রামস্থ বর্তমান ঐতিহাসিক মুসলিম ইনষ্টিটিউট হলে প্রতি বৎসর আজিমুশ্‌শান মিলাদুন্নবী (দঃ) মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠিত হত। এ মহতী ও নূরানী জলসায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম ছাড়াও সুদূর পশ্চিম পাকিস্তান থেকেও সুবিখ্যাত ওলামায়ে কেরাম তশরীফ আনতেন। এ সমস্ত মশহুর বুজুর্গ আলেমগণের মধ্যে গাজ্জালীয়ে জমান হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী সৈয়দ আহমদ সাঈদ কাজেমী (রহঃ), হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রহঃ), খতীবে পাকিস্তান হযরত মাওলানা আরিফ উল্লাহ শাহ (রহঃ), ফক্বীয়ে জমান হযরত মাওলানা সৈয়্যদ হাছান উদ্দিন (রহঃ), খতীবে পাকিস্তান হযরত মাওলানা শফি ওকাড়বী (রহঃ) উল্লেখযোগ্য। এই আজিমুশ্‌শান জলসায় সুন্নী জনতার বিরাট সমাগম ঘটত। হলের ভিতরে ও বাহিরে লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠত।

১৯৬৫ ও ১৯৬৮ ইংরেজীতে অনুষ্ঠিত এই ঐতিহাসিক আজিমুশ্‌শান মাহফিলের প্রচারকল্পে প্রকাশিত লিপলেটদ্বয়ের নমুনা কপি ঐতিহাসিক দলিলরূপে আমরা পাঠকের খেদমতে পরবর্তী পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করছি ঃ-

আজিমুশ্‌শান জলসায়ে মিলাদ ও ছিরাতুন্নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম।

তাং ঃ ২৩, ২৪, ও ২৫শে জুলাই ১৯৬৫ ইং, রবিউল আউয়াল ১৩৮৫ হিঃ
স্থান ঃ মুছলিম ইনষ্টিটিউট হল, (কে, সি, দে রোড) চট্টগ্রাম।
সময় ঃ বাদে নামাজে এশা।

বেরাদরানে ইছলাম! আচ্ছালামু আলায়কুম।

উল্লেখিত তারিখে গত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও অতি জাকজমকের সহিত তিনদিন ব্যাপি মাহফিল অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত মাহফিলে পূর্ব্ব পাকিস্তানের ওলামায়ে কেরাম ও পশ্চিম পাকিস্তানের নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম নবী করিম (দঃ) এর পবিত্র আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন।

অতএব মুসলমান ভাইগণের প্রতি আবেদন এই আপনারা সবান্ধবে উক্ত মাহফিলে যোগদান করতঃ নবী করিম (দঃ) এর মহাব্বতের পরিচয় দিবেন এবং ওলামায়ে কেরামের বক্তৃতা হইতে উপদেশ গ্রহণে ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল লাভ করিবেন।

বক্তা ঃ

১) হাকিমুল উম্মত হজরত মওলানা মুফ্‌তি আহমদ এয়ার খান ছাহেব, গুজরাট।
২) গজ্জালীয়ে জমান হজরত মওলানা ছৈয়দ আহমদ ছাইদ ছাহেব কাজেমী শেখুল হাদীছ, জামেয়া ভাওয়ালপুর।
৩) খতিবে পাকিস্তান হজরত মওলানা আরেফ উল্লাহ শাহ ছাহেব রাওয়ালপিন্ডী।

নিবেদক-

(মওলানা) ছৈয়দ মোহাম্মদ আজিজুল হক আল্ কাদেরী (শেরে বাংলা)

(মওলানা) মোহাম্মদ ওকারুদ্দিন বেরলভী।

বিঃ দ্রঃ- প্রত্যেকদিন এশা নামাযের পর মাহ্‌ফিল আরম্ভ হইবে এবং ছালাত, ছালাম ও কেয়ামের সহিত সমাপ্ত হইবে।

রেজভী প্রেস, ইসলামাবাদ মার্কেট, চট্টগ্রাম।

৯২/৭৮৬

বিরাট মিলাদ ও ছিরাত মাহফিল

স্থান ঃ মুছলিম ইনষ্টিটিউট হল, চট্টগ্রাম।
তারিখ ঃ ২২ ও ২৩শে জুন ১৯৬৮ ইং শনিবার ও রবিবার
রাত ৯ (নয়) ঘটিকা হইতে আরম্ভ।

বেরাদরানে ইছলাম,

আচ্ছালামু আলায়কুম, খোদার ফজলে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও অত্যাধিক জাকজমকের সহিত উপরোক্ত তারিখে ও সময়ে মাহ্‌ফিলে মিলাদ ও ছিরাতুন্নবী ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াছাল্লাম অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত মাহ্‌ফিলে পূর্ব্ব পাকিস্তানের বহু প্রবীন ও প্রসিদ্ধ ছুন্নী আলেম শিরোমণি ওয়াজ করিবেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের নিম্নলিখিত অত্যাধিক উপযুক্ত ও সুবিখ্যাত ছুন্নী ওলামাবৃন্দ বিশ্বনবীর জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে এবং আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়াছেন সে সম্বন্ধে ওয়াজ নসিহত করিবেন।

১। হাকিমুল উম্মত হজরত আল্লামা মুফ্‌তি আহমদ এয়ার খান ছাহেব, মুফ্‌তিয়ে আজম, গুজরাট, পাকিস্তান।
২। গাজ্জালিয়ে জমান হজরত আল্লামা ছৈয়দ আহমদ ছায়ীদ কাজেমী ছাহেব, শায়খুল হাদীছ, ভাওয়ালপুর জামেয়া।
৩। শেখুল ফেকাহ্ হজরত আল্লামা হাচান উদ্দিন ছাহেব, জামেয়া ইছলামিয়া ভাওয়ালপুর।
৪। মোজাহেদে মিল্লাত হজরত আল্লামা শফি উকাড়বী ছাহেব, করাচি।

অতএব, মুছলমান ভাইগণকে জানান যাইতেছে যে, দলে দলে সবান্ধবে উক্ত মাহফিলে যোগদান করে অমূল্য ওয়াজ শুনে নিজকে স্বীয় নবীর সুপারিশ লাভের উপযোগী করিয়া তুলুন।

ইতি-

নিবেদক ঃ

আনজুমানে এচলাহুল মোছলেমীনের পক্ষে

মোহাম্মদ ওয়াকার উদ্দিন আল্ কাদেরী বেরেলভী।

ছৈয়দ মোহাং আজিজুল হক আল্ কাদেরী, শেরে বাংলা।

N.B. - ২৪শে জুন সোমবার জোহরের নামাজের পর হাটহাজারী জামেয়া আজিজিয়া অদুদিয়া এবং বাদে নামাজে এশা পাহাড়তলী ওয়ারলেচ কলোনী ও হালিশহর কলোনীতে মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠিত হইবে।

রেজভী প্রেস, ইসলামাবাদ মার্কেট, চট্টগ্রাম।

১৯৫৪ ইং সনে প্রতিষ্ঠিত এশিয়ার শ্রেষ্ঠতম দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ষোলশহরস্থ 'জামেয়া আহ্‌মদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া'র সাথে হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর আত্মিক সম্পর্ক ছিল সুগভীর ও অবিচ্ছেদ্য। এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পেছনে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর অবদান অগ্রগণ্য। বর্তমানে এই মাদ্রাসার ব্যাপক বিস্তৃতি হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর ফয়ুজাত ও চিন্তা চেতনার বাস্তব ফসল। এই মাদ্রাসার তৎকালীন অনুষ্ঠিত বার্ষিক সভায় তাঁর সশরীরে অংশগ্রহণ তার জ্বলন্ত প্রমাণ বহন করে।

এই ঐতিহাসিক মাদ্রাসার ১৯৬৬ ইং অনুষ্ঠিত ১০ম বার্ষিক সভায় সভাপতিত্ব করেন হাদীয়ে দ্বীনো মিল্লাত হযরত মাওলানা হাফেজ ক্বারী সৈয়দ মোহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রহঃ)। উক্ত মহতী জলসায় মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) ও পশ্চিম পাকিস্তানের হযরতুল আল্লামা মুফতী আহমদ এয়ার খান নঈমী (রহঃ) প্রধান ওয়ায়েজীন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এই সভার প্রচারণার নিমিত্তে সেই সময়ে প্রকাশিত লিপলেটের নমুনা কপি ঐতিহাসিক দলিলরূপে পাঠক সমীপে উপস্থাপন করা হলঃ-

টেলিফোন ঃ ৮৩২১০

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া

পশ্চিম ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

১০ম বার্ষিক সভা

৪ঠা মার্চ্চ ১৯৬৬ ইং

২০শে ফাল্‌গুন ১৩৭২ বাংলা, রোজ শুক্রবার।

(বিবিরহাটের পূর্ব্ব দিক)

সময় ঃ বিকাল ১-৬টা

উক্ত সভায় পীরজাদা আলহাজ্ব ছৈয়দ হাফেজ মৌলানা মোহাম্মদ তৈয়ব ছাহেব সভাপতিত্ব করিবেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের হাকিমুল উম্মত শেখুল হাদিস আল্লামা মুফ্‌তি আযম হজরত মৌলানা আহমদ এয়ার খান ছাহেব (গুজরাত) ও পূর্ব্ব পাকিস্তানের হজরত আল্লামা ছৈয়দ আজিজুল হক ছাহেব আল্ কাদেরী শেরে বাংলা (প্রেসিডেন্ট, প্রাদেশিক জমিয়াতে ওলামায়ে পাকিস্তান)।
আরও বহু বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম ইসলামী শিক্ষা ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে অতি মূল্যবান ওয়াজ ফরমাইবেন।
আপনারা উক্ত সভায় যোগদান করিয়া সারগর্ভ ওয়াজ শ্রবন করতঃ ছোয়াবে দারায়েন হাছেল করিবেন।

ইতি-

জামেয়া পরিচালক কমিটির পক্ষে-

(আলহাজ্ব) নূর মোহাম্মদ সওদাগর,

সহ-সভাপতি।

(ডাঃ) ছমি উদ্দিন, সেক্রেটারী

আলহাজ্ব মৌলানা হাবিবুর রহমান

সুপারেন্টেন্ডেন্ট

আবেদীন প্রেস, চট্টগ্রাম।

সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন

Islam is a complete code of life. ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নাম। শুধুমাত্র মসজিদ ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য ইসলামের আবির্ভাব নহে। জীবনের প্রতিটি স্তরে ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণ- এটাই হচ্ছে একজন খাঁটি মুসলমানের দর্শন। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামের প্রতিফলন- এটাই ইসলামের শিক্ষা। মোজাদ্দেদে মিল্লাত, আওলাদে রাসূল (দঃ) হযরতুল আল্লামা গাজী সৈয়দ মোহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা (রহঃ) ছিলেন এরূপ সার্বজনীন আদর্শের বাস্তব মডেল। তাঁর চরিত্র ছিল 'উসওয়ায়ে হাসানা'র মূর্ত প্রতীক। আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জমাতের অনুপম আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ সংস্কার সাধন- এটাই ছিল তাঁর জীবনের মহান ব্রত ও স্বপ্ন। তাই সুন্নীয়তের মহান আদর্শ প্রচার ও প্রসারে তিনি নিরলসভাবে কাজ করেছেন। ঈমান ও ইসলাম রক্ষার তাগিদে বাতিলপন্থীদের সার্বিকভাবে বয়কট করে সমাজের সর্বস্তর থেকে তাদের উচ্ছেদ সাধন- এটাই ছিল তাঁর জীবনের সংগ্রাম। তিনি বিশ্বাস করতেন সুন্নী মতাদর্শ ভিত্তিক ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্যেই মানব মুক্তি নিহিত। সুন্নী জনতার বৃহত্তর ঐক্য ব্যতীত এই মহৎ কর্মসূচীর সার্বিক বাস্তবায়ন কোনদিন সম্ভব নহে। তাই তিনি সুন্নী জনগোষ্ঠীকে ঈমান আক্বীদার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করার জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তিনি পরিপূর্ণরূপে চেয়েছিলেন সুন্নী মুসলমানদের একক ঐক্যবদ্ধ প্লাটফরম। এক্ষেত্রে সুন্নী সংগঠনের সর্বাধিক প্রয়োজনীয়তা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। সুন্নীদের জাতীয় নেতৃত্বে আসা উচিৎ- এ কথা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। আজকের সুন্নী জনতার সকল মজবুত সংগঠন তাঁর চিন্তা চেতনারই বাস্তব ফসল। বর্তমান সুন্নীয়তের আন্দোলনে যে সমস্ত সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে তার সত্যিকার রূপকার হচ্ছেন তিনি। এক্ষেত্রে তাঁর মোবারক সামাজিক ও রাজনৈতিক সাংগঠনিক জীবনের উপর কিছুটা আলোকপাত করার প্রয়াস পাচ্ছি।

সাংগঠনিক দিক দিয়ে প্রথমে তিনি **'জমিয়তে ওলামায়ে পাকিস্তান'** নামক একটি কলুষমুক্ত প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসাবে যাত্রা শুরু করেন। পরবর্তীকালে তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। তাছাড়া তিনি সুন্নী জমাতকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য 'আঞ্জুমানে এশায়াতে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জমাত পূর্ব পাকিস্তান' নামক একটি সংগঠন করেছিলেন। অতঃপর তিনি তৎকালীন পাকিস্তান

মুসলিম লীগের আজীবন শুভাকাংখী হিসাবে কাজ করে দেশ ও কওমের খেদমত করেন। তিনি তদানীন্তন বৃটিশ আমল হতে পাক-ভারত বিভক্তির পর প্রথম পাক-ভারত মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত একাধারে সুদীর্ঘ সতের বৎসর নিজ এলাকা মেখল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও তৎকালীন ফুড কমিটির প্রেসিডেন্ট পদ অলংকৃত করেন। ধর্ম ও দলমত নির্বিশেষে এক মহান সার্বজনীন অনুকরণীয় অনুপম আদর্শের তিনি সৃষ্টি করেন। কারণ তিনি তো ছিলেন ন্যায় বিচার ও সাম্যের মূর্ত প্রতীক, দেশপ্রেমিক আশেকে রাসূল (দঃ)। শত্রু-মিত্র সকলেই তাঁর যোগ্যতা ও সততাকে অকুণ্ঠচিত্তে একবাক্যে স্বীকার করতেন। ন্যায় বন্টন ও ন্যায় দাবীর প্রতি তিনি ছিলেন সদা সচেতন। তাঁর যোগ্য নেতৃত্ব ও মহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে সকল মহলের পরিপূর্ণ আস্থা ও সমর্থন তিনি লাভ করেছিলেন। তাই দেখা যায়, মেখল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ইলেকশানে তিনি একাধারে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। এরূপ মহৎ ও সর্বোত্তম আদর্শের উদাহরণ ইতিহাসে খুবই বিরল। এক্ষেত্রে তাঁর চির শত্রু ওহাবীরা পর্যন্ত তাঁকে অকুণ্ঠচিত্তে সমর্থন করতেন। কারণ তাদের মন্তব্য ছিল, ওনাকে যদি ভোট দেওয়া হয় তাহলে ন্যায় বিচার পাওয়া যাবে। এমনকি এ কথার সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে, ইলেকশানের পূর্বে ওহাবীদের নেতা মুফতী ফয়জুল্লাহ তাদের লোকদেরকে বলেন, "তোমরা শেরে বাংলাকে ভোট দেবে।" তারা প্রশ্ন করে, "আপনি তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেন, কিন্তু এখন কেন তাঁকে ভোট দিতে বলছেন?" মুফ্‌তি ফয়জুল্লাহ্ উত্তরে বলেন, "সেটা তো অন্য ব্যাপারের মামলা। কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর মত সুবিচারক ও ন্যায় বন্টনকারী বিশ্বস্ত কোন লোক তোমরা পাবে না।"

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) চেয়েছিলেন পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সর্বক্ষেত্রেই সুন্নীয়াতের মহান আদর্শের সফল বাস্তবায়ন। এই উদ্দেশ্যে সুন্নী জনতাকে একই প্লাটফরমে একতাবদ্ধ হয়ে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে আসা অপরিহার্য। হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর সামাজিক ও রাজনৈতিক অংগনে সফল দৃষ্টান্তমূলক পদচারণা আমাদেরকে সুন্নীয়াত প্রতিষ্ঠার বাস্তব শিক্ষা প্রদান করে।

নারী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে জেহাদ

পবিত্র ইসলাম ধর্মের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নারী নেতৃত্ব সম্পূর্ণ নাজায়েজ ও হারাম। আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষদেরকে নারী জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব দান করেছেন। এটা পবিত্র কোরআনেরই ঘোষণা এবং স্বয়ং আল্লাহ্ পাকেরই ফয়সালা। এটা কেউ কোনদিন রদ্ করতে পারবে না। তার অর্থ এই নয় যে, নারীকে অপমান ও অবিচার কিংবা নারী স্বাধীনতাকে খাটো করা হয়েছে। বরঞ্চ এই ব্যাপারটা অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যার যথার্থ অবকাশ রাখে। কারণ ইসলাম নারীকে যতটুকু মর্যাদা ও সম অধিকার দান করেছে অন্য কোন ধর্মে এতটুকু স্বীকৃতি দেয়নি। ইসলাম নারীকে আত্মীয়তার সর্বোচ্চ আসন মাতৃত্বে অধিষ্ঠিত করেছে এবং সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করেছে মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশ্‌ত নিহিত। স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরিপূরক ও সম-অধিকার প্রাপ্ত বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে নারীর অবমূল্যায়ন করার কোন অবকাশ ইসলামে নেই। অপরদিকে নারীর চিরস্থায়ী মর্যাদা রক্ষার জন্য পর্দাকে ফরজ করা হয়েছে এবং নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। আবার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিকিৎসা শাস্ত্র অনুযায়ী একজন সাবালেগা নারী সম্পূর্ণ একমাসও পাক-পবিত্র থাকতে পারে না। মাসিকের কারণে মাসের কিংদংশ সে অপবিত্র থাকে। এ সময় তাকে নামায পড়া ও কোরআন শরীফ স্পর্শ করা থেকে বাধ্যতামূলকভাবে বিরত থাকতে হয়। কারণ এ সময় নামায তার উপর ফরজ থাকে না। এটা তো পরম সৃষ্টিকর্তার বিধান এবং তাঁরই প্রদত্ত শ্রেষ্ঠতম নেয়ামত মাতৃত্বের কারণ। তাই একজন নারী কিভাবে রাষ্ট্রীয় কার্যে নেতৃত্ব প্রদান করতে পারে? তার কি পর্দার বরখেলাপ হবে না? উল্লেখিত সময়ে যখন তার উপর নামায ত্যাগ করা ওয়াজিব হয় সে সময়ে সে কি করে পর পুরুষের সাথে কথা বলা ও সাক্ষাৎ করা জায়েজ ও উত্তম মনে করবে? যেখানে পবিত্র জায়জানাজে দাঁড়ানো তার জন্য হারাম হয় সেখানে সে কিভাবে সংসদের ঐ পবিত্র আসন অলংকৃত করবে? এ তো সাধারণ সহজ মাসআলা এবং শরীয়তের অপরিবর্তনীয় বিধান। সাধারণ বিবেকবান মুসলমানও এটা অনুধাবন করতে সক্ষম হবে। তাছাড়া আরও একটি পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট উদাহরণ উপস্থাপন করা যায়, যা সাধারণ জ্ঞানীদের বিবেকবুদ্ধিকে জাগ্রত করবে। যেমন, পরম করুণাময় রাব্বুল আলামীন মানবজাতিকে হেদায়ত ও নেতৃত্ব দান করার জন্য যুগে যুগে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মতান্তরে তিন লক্ষ ছত্রিশ হাজার নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। এঁরা তো সবাই পুরুষ ছিলেন। আল্লাহ্ তো ইচ্ছা করলে মহিলা পয়গাম্বরও প্রেরণ করতে

পারতেন। কিন্তু তিনি তো তা করেননি। এটা দ্বারা কি প্রমাণ হয় না নারীর দ্বারা শাসন ও নেতৃত্ব প্রদান মহান আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় নয়। সুতরাং কোরআন ও হাদীস শরীফ অনুযায়ী কোন মুসলিম রাষ্ট্রে নারী নেতৃত্ব বিদ্যমান থাকলে পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা ঐ রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের উপর থেকে রহমত ও বরকত উঠিয়ে নেবেন। সুতরাং জাতি ও রাষ্ট্রের বৃহত্তর মঙ্গলের স্বার্থে নারী নেতৃত্বের বিরোধিতা করা প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য। নতুবা ঈমান-আক্বীদা বিনষ্ট হওয়ারও যথেষ্ট আশংকা ও অবকাশ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে হক্ব বুঝার ও অনুসরণ করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

মোজাদ্দেদে মিল্লাত, আওলাদে রাসূল (দঃ) হযরতুল আল্লামা গাজী সৈয়দ মোহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা (রহঃ) রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নারী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জেহাদ করেছেন। তিনিই সর্বপ্রথম নারী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে জনসমক্ষে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। অথচ আজকে নতুন প্রজন্মের অনেকেই সেই ইতিহাস জানে না। আমরা এখানে সেই ঐতিহাসিক ঘটনাই বিবৃত করার প্রয়াস পাচ্ছি। ১৯৬৫ ইংরেজীর কথা। তৎকালীন পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই ঐতিহাসিক নির্বাচনের মূল প্রতিদ্বন্দ্বিদ্বয় হচ্ছেন তৎকালীন ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান ও কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র বোন ফাতেমা জিন্নাহ্। হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) নারী নেতৃত্বের সরাসরি বিরুদ্ধাচরণ করে আইয়ুব খানকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেন। কিন্তু ভ্রান্ত মতবাদের অনুসারী মওদুদীর দল জামাতে ইসলামী ও দেওবন্দী ওহাবীরা ফাতেমা জিন্নাহ্‌কে সমর্থন দান করে এবং প্রকাশ্যে তাকে ভোট দেওয়ার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে। যেমন সাতকানিয়া গারাঙ্গিয়ার পীর জনাব আবদুল মজিদ সাহেব ফাতেমা জিন্নাহ্‌কে সরাসরি সমর্থন করে এবং ফাতেমা জিন্নাহ্ জয়লাভ করবে বলে তার মুরিদদের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী করে। অনুরূপভাবে দেওবন্দী ওহাবীদের নেতা করাচীবাসী মৌলানা এহ্‌তাশামুল হক থানভী, ব্রাহ্মনবাড়ীয়ার মৌলানা আতাহার আলী প্রকাশ্যভাবে ফাতেমা জিন্নাহ্‌কে ভোট দেওয়ার জন্য তাদের অনুসারীদের অনুরোধ জানায়। কিন্তু বাংলার বাঘ ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এটার বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদ জানান। ঐতিহাসিক লালদিঘীর ময়দানে তিনি হাজার হাজার জনতার সম্মুখে প্রকাশ্যে এর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করেন। তিনি জনসমক্ষে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, "ইসলামের দৃষ্টিতে নারী নেতৃত্ব নাজায়েজ ও হারাম। সুতরাং আইয়ুব খানকে ভোট দেওয়াই প্রতিটি মুসলমানের ঈমানী কর্তব্য।" এ সম্পর্কে তিনি শরীয়তের দলিলাদি উপস্থাপন করেন যা আমরা ইতিপূর্বে ভূমিকায় কিঞ্চিৎ আলোকপাত করেছি।

"বাতিলপন্থী ওহাবী ও মওদুদীরা ইসলামের ছদ্মাবরণে নারী নেতৃত্বকে সমর্থন করে হারামকে হালাল বলে গ্রহণ করেছে।" - এই বলে তিনি জনসমক্ষে তাদের নগ্ন মুনাফিকী চরিত্র উন্মোচন করে দিলেন। তিনি বজ্রকণ্ঠে চ্যালেঞ্জ করে বলেন, "আমি শেরে বাংলা ঘোষণা দিচ্ছি এই নির্বাচনে আইয়ুব খানই জিতবে। তিনিই হবেন পাকিস্তানের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট। আমার কাছে হযরত খাজা খিজির (আঃ) সংবাদ দিয়ে গেছেন।" পরবর্তীতে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর এই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করেছে। বাতিলপন্থীদের অনেক চেষ্টা চরিত্র সত্ত্বেও আইয়ুব খান বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

পাঠকবৃন্দ! ভ্রান্তদল জামাতে ইসলামীর অনৈসলামিক কার্যকলাপের আরও কিছু নমুনা শুনুন। তারা স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৯১ সনের নির্বাচনেও পার্লামেন্টে ক্ষমতার মোহ ও লোভের বশবর্তী হয়ে নারী নেতৃত্বকে সমর্থন দিয়ে তাদের পূর্ববৎ চেহারা বলবৎ রেখেছে। শুধু তাই নয় তারা তাদের দলের দু'জন নারীকে সংসদের আসনে বসিয়েছে। আরও মজার ব্যাপার লক্ষ্য করুন, গত ১৯৯৬ইং সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে টিভিতে প্রদত্ত প্রাক নির্বাচনী প্রশ্নোত্তর পর্ব 'সবিনয়ে জানতে চাই' অনুষ্ঠানে জামাতের নেতৃবৃন্দকে নারী নেতৃত্ব ইসলামে জায়েজ কিনা প্রশ্ন করা হয়। তারা নাজায়েজ বলে উত্তর দেয়। অতঃপর তাদেরকে ১৯৬৫ ইং এবং ১৯৯১ ইংরেজীতে হারাম নারী নেতৃত্ব সমর্থনের কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। জামাতের নেতৃবৃন্দ এতে কোন সুস্পষ্ট জবাব দিতে ব্যর্থ হয়। ফলে তাদের মুনাফেকী চরিত্রের মুখোশ জনসমক্ষে নতুন করে উন্মোচিত হয়। আমি অধম উক্ত অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করে হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর কথা স্মরণ করে তাঁর প্রতি প্রবল শ্রদ্ধা ও ভক্তি অনুভব করলাম। আল্লাহ্ পাক যদি আমি অধমকে ক্ষমতা প্রদান করতেন তবে সেই অনুষ্ঠানে দর্শকদের সামনে ১৯৬৫ ইংরেজীতে নারী নেতৃত্ব ও জামাতের বিরুদ্ধে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর বলিষ্ঠ ভূমিকার কথা তুলে ধরতাম। আজ সেই ইতিহাস পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরতে পেরে আমি মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে শোকরিয়া আদায় করছি।

হক্কানী ওলামায়ে কেরাম সমাজের প্রকৃত দিক নির্দেশনাকারী ও আলোকবর্তিকা স্বরূপ। সুতরাং ইসলামের সঠিক রূপরেখা জনগণের সামনে তুলে ধরা তাঁদেরই প্রধান নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য গুটি কতেক আলেম ব্যতীত আমাদের উচ্চপদস্থ আলেম শ্রেণী নারী নেতৃত্বের ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করছেন। এ ব্যাপারে তাঁরা সত্য কথাটি সচেতন মুসলিম সমাজের কাছে উপস্থাপন করছেন না।

বরঞ্চ দেখা যাচ্ছে কোন কোন ওলামায়ে কেরাম নারী নেতৃত্ববাহী দলের তল্পিবাহক হয়ে কাজ করছেন এবং বিনিময়ে ঐ সমস্ত দল থেকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করছেন। এরূপ আর্থিক সুবিধা কেউ ব্যক্তিগত কাজে, কেউ মাদ্রাসা বা কেউ খানকা অথবা কেউ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের কাজে ব্যয় করছেন। এটা কি নিমক খাওয়া নয়? কথায় বলে নুন খেলে গুন গাহিতে হয়। তাঁদের কাছে প্রশ্ন তাঁরা কি ইসলামের নির্ধারিত সুস্পষ্ট বিধানকে লংঘন করছেন না? ইসলামের শরীয়তের কিয়দংশ গ্রহণ ও কিয়দংশ বর্জনের অনুমতি কি তাঁদেরকে দেয়া হয়েছে? যেখানে নারী নেতৃত্বের নামে বেহায়াপনার বিরুদ্ধাচরণ করার কথা সেখানে তাদের থেকে সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে নীরব সমর্থনের মাধ্যমে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করছে না? অথচ দেখা যাচ্ছে আবার ঐ সমস্ত আলেমরা একদিকে বিভিন্ন মাহ্ফিলে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জমাতের আদর্শের কথা বয়ান করছেন। তাঁদের এই দ্বিমুখী নীতিমালা কি আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জমাতের আদর্শ? কিন্তু আমরা যদি মুসলিম রেনেসাঁর গৌরব উজ্জ্বল রক্তিম ইতিহাস পর্যালোচনা করি তবে সত্যিকার আদর্শ উদ্ভাসিত হবে। ইমামে আযম হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) তৎকালীন অনৈসলামিক শাসকের সুযোগ সুবিধা প্রত্যাখান করে বিরোধিতা করার কারণে ইন্তেকালের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত জেলখানায় কাটিয়েছেন। এই উপমহাদেশে ইসলামী রেনেসাঁর উজ্জ্বল জ্যোতিস্ক মোজাদ্দেদে আলফেসানী হযরত শায়খ আহমদ সেরহিন্দী (রহঃ) সম্রাট আকবরের তথাকথিত দ্বীনে ইলাহীর বিরোধিতা করার কারণে বিবিধ জুলুম অত্যাচারের শিকার হয়েছিলেন। এরূপ আরও শত শত উদাহরণ বিদ্যমান যদ্বারা প্রমাণিত হয় আউলিয়ায়ে কেরাম ও সত্যিকার হাক্কানী ওলামায়ে কেরাম কখনও শত প্রলোভন সত্ত্বেও অনৈসলামিক শাসকবৃন্দের সাথে আপোষ করেননি। বরঞ্চ. জীবনের হুমকি নিয়ে সদা সর্বদা শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। তাছাড়া বাংলার সুন্নী জনতার নয়নমণি হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর বলিষ্ঠ ভূমিকার কথা তো আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। সুতরাং এই যুগ সন্ধিক্ষণে সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম ও পীর মাশায়েখবৃন্দের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নারী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসা উচিৎ। এটা নিঃসন্দেহে চলমান সুন্নীয়াত প্রতিষ্ঠার আন্দোলকে বেগবান করতে সহায়তা করবে।

তথ্যসূত্র ঃ

১) ইমামে আহ্লে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব কাজী মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম হাশেমী ছাহেব
২) জনাব মাওলানা কাজী মোহাম্মদ মিয়া তলোয়ার বাংলা ছাহেব।
৩) শাহজাদা ছৈয়দ মোহাম্মদ আমিনুল হক আল্ কাদেরী ছাহেব।

মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর বিরুদ্ধে মামলা এবং হুজুর কেবলার কারাজীবন

ঘটনার সূত্রপাত ঃ

১৯৫৭ ইংরেজীর কথা। পটিয়া থানাধীন আদালত ভবনের পার্শ্বে সুন্নীদের সাথে বাতিলপন্থী ওহাবীদের এক মোনাজেরা মাহ্‌ফিলের আয়োজন করা হয়। নির্দিষ্ট দিন নির্ধারিত সময়ে মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী সৈয়দ মোহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা (রহঃ) ও অন্যান্য সুবিখ্যাত সুন্নী ওলামায়ে কেরাম সিংহ শার্দূল বেশে মোনাজেরাস্থলে উপস্থিত হন। তন্মধ্যে সাতকানিয়ার বারঘোনা নিবাসী হযরত মাওলানা আমিনুল্লাহ ছাহেব ও ষোলশহর জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার প্রিন্সিপ্যাল হযরত মাওলানা ওকারুদ্দিন ছাহেব প্রমুখ উল্লেখযোগ্য সুন্নী ওলামায়ে কেরাম তশরীফ আনেন। ইতিমধ্যে তাঁদের মূল্যবান তক্বরীরও শুরু হয়। কিন্তু বাতিল ওহাবীপন্থী চকরিয়ার মৌলভী ছিদ্দিক আহমদ ও পটিয়া মাদ্রাসার শীর্ষস্থানীয় দেওবন্দী ওহাবী নেতারা উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও দুরভিসন্ধিমূলকভাবে সকলে অনুপস্থিত থাকে। ফলে অবশেষে আগত সুন্নী ওলামায়ে কেরাম ও সুন্নী জনতা বিজয়ের শ্লোগানে মুখরিত হয়ে গাড়ি যোগে প্রস্থান করতে শুরু করে। এমতাবস্থায় গাড়ি যখন পটিয়া ওহাবী মাদ্রাসার সম্মুখ দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে ঠিক সেই মুহূর্তে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী পটিয়া ওহাবী মাদ্রাসা মসজিদের দ্বিতল ভবন থেকে বাতিলপন্থী ওহাবীরা আশেকে রাসূল সুন্নী জনতার উপর অতর্কিতে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে। শুধু তাই নয়, এ সমস্ত হিংস্র হায়েনার দল তাদেরই অন্যতম চক্রান্তকারী ছমদ সওদাগর ও নুরুজ্জমা সওদাগরের নেতৃত্বে গাড়ি থামিয়ে সুন্নী জনতার উপর গুলি চালায়। এতে ঘটনাস্থলে পটিয়া নিবাসী জনাব কবির আহমদ মর্মান্তিকভাবে ইন্তেকাল করেন। অতঃপর ওহাবীরা দুরভিসন্ধিমূলকভাবে নিজেদের মাদ্রাসায় নিজেরাই সর্বপ্রথম আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে তৎকালীন কাঁচা টিনশেটযুক্ত পটিয়া ওহাবী মাদ্রাসাটি ভস্মীভূত হয়।

পাঠকবৃন্দ, উক্ত ঘটনায় নিহত জনাব কবির আহমদেরই নিকট আত্মীয় এবং সুন্নী আন্দোলনের মুজাহিদ জনাব মাওলানা নূরুল আবছার আল্ কাদেরীর সম্মানিত

পিতা বয়োবৃদ্ধ পটিয়া নিবাসী জনাব আহমদুর রহমান, পটিয়া শাহচান্দ আউলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক জনাব মৌলানা আহমদুল হক ছাহেব ও মৌলানা জমির উদ্দিন ছাহেব প্রত্যক্ষদর্শী ও সাক্ষী হিসাবে আমাদেরকে উপরোল্লেখিত ঘটনার তথ্যসমূহ প্রদান করেন।

ওহাবীদের দ্বারা সংগঠিত এই হত্যাকান্ড ও আত্মঘাতী ঘটনার সূত্র ধরে ওহাবীরা মামলা দায়ের করে। নির্ভরযোগ্য সূত্র মোতাবেক তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে পেশ করছি ঃ-

মামলার বিবরণ ঃ

মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর সর্বাধিক সংস্পর্শপ্রাপ্ত নানুপুর নিবাসী জনাব মাওলানা কাজী মোহাম্মদ মিয়া তলোয়ার বাংলা ছাহেব আমাদেরকে এই ঘটনাসমূহ বিবৃত করেন। তিনি উল্লেখিত বিষয়ের একজন প্রত্যক্ষদর্শী। বারংবার সম্মুখ মোনাজেরায় পরাজিত ও অপদস্থ হওয়ার ফলে পটিয়া ও হাটহাজারী মাদ্রাসার ওহাবীরা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর বিরুদ্ধে একটি সাজানো ঘটনার সূত্রপাত করে যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। পটিয়া মাদ্রাসা পুড়িয়ে দেওয়া এবং হত্যাকাণ্ড ঘটানো এরূপ তথাকথিত আত্মঘাতী বানোয়াট ও স্বীয় ঘটনার সূত্র ধরে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ), হযরত মাওলানা ওকারুদ্দীন ছাহেব (রহঃ) এবং হযরত মাওলানা মোহাম্মদ মুছা মোজাদ্দেদী ছাহেবকে প্রধান আসামীসহ মোট ৪০ জনের বিরুদ্ধে তারা চট্টগ্রাম আদালতে মামলা দায়ের করে। পটিয়া মাদ্রাসার মুফ্‌তি আজিজুল হক, হাটহাজারী মাদ্রাসার মুফতী ফয়জুল্লাহ্, চকরিয়ার মৌলভী ছিদ্দিক আহমদ প্রমুখ প্রথম সারির ওহাবী নেতাদের নেতৃত্বে ও যোগসাজসে এই ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়ের করা হয়। তাদের বানোয়াট ভাষ্য অনুযায়ী হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) পটিয়া মাদ্রাসা পুড়িয়ে দেওয়ার জন্য এবং তাদেরকে হত্যা করার জন্য তাঁর অনুসারীবৃন্দকে নির্দেশ দান করেছেন। মামলার বানোয়াট বিবরণীতে উল্লেখ করা হয় হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর নির্দেশক্রমে তাঁর সহচর হযরত মাওলানা মোহাম্মদ মুছা মোজাদ্দেদী ছাহেব পাগড়িতে তৈল দিয়ে পটিয়া মাদ্রাসায় আগুন ধরিয়ে দেন। অথচ এটা ছিল একটি সম্পূর্ণ সাজানো মামলা। হুজুর কেবলাকে হেয় প্রতিপন্ন ও নাজেহাল করার হীন উদ্দেশ্যে উপরোক্ত ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে। দীর্ঘ প্রায় দশ বৎসর যাবৎ এই

মামলার শুনানী অব্যাহত ছিল। হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এবং তাঁর ভক্তবৃন্দকে এই মিথ্যা মামলার কারণে যথেষ্ট কাঠখড় পোহাতে হয়। অন্তর্বর্তীকালে বার বার নির্দিষ্ট সময়ে কোর্টে হাজিরা দিতে গিয়ে হুজুর কেবলাকে অক্লান্ত ও অমানুষিক পরিশ্রমের শিকার হতে হয়। তদুপরি এই মামলা পরিচালনা করতে গিয়ে হুজুরকে তৎকালীন লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে সর্বস্বান্ত হতে হয়। বিভিন্ন মাহ্‌ফিল থেকে ফিস বাবদ সঞ্চয় করা সারাজীবনের অর্থ তিনি এই মামলার খাতে নির্দ্বিধায় ঢেলে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ পাক ও পেয়ারা রাসূল (দঃ) এর প্রতি পরিপূর্ণ মহব্বত ধারণ করে অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে বাতিল শক্তির উপর চির জয়লাভের দৃঢ় আস্থা পোষণ করেছেন। বাতিলপন্থী বিত্তবানরা জায়গা জমি পর্যন্ত বিক্রী করে তাদের নেতাদেরকে আর্থিক সহযোগিতা দান করেছে। কিন্তু হুজুর কেবলাকে এরূপ সাহায্য সহযোগিতা কেউ প্রদান করেননি। দীর্ঘ প্রায় দশ বৎসর যাবৎ মামলার ব্যয়ভার বহন করতে গিয়ে তিনি সর্বস্বান্ত হয়েছেন। এমনকি এই দীর্ঘ সময় তাঁর মাইকের মাধ্যমে প্রকাশ্যে ওয়াজ করার উপর আদালতের নিষেধাজ্ঞা জারী ছিল। তাই এই দীর্ঘ সময় হুজুর কেবলার ওয়াজ মাহফিলও সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। কিন্তু তবুও তিনি পশ্চাৎপদ হননি। বাতিলদের সাথে বিন্দু পরিমাণও আপোষ না করে হক্কের উপর সদা অটল ও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ঈমান ও আক্বীদার প্রশ্নে ধৈর্যের এরূপ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন ইতিহাসে সত্যই বিরল।

হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর পক্ষের উকিল ছিলেন জনাব বদরুল হক খাঁন। তিনি সুন্নী আক্বীদার লোক ছিলেন এবং হুজুর কেবলার জন্য যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করেছেন। ওহাবীদের পক্ষের উকিল ছিল হাটহাজারী থানার নন্দীর হাট নিবাসী বাবু খৃষ্ট নন্দী। অবশেষে দীর্ঘদিন পর আল্লাহ্ তায়ালার সুমহান কুদরতে অলৌকিকভাবে ১৯৬৫ ইংরেজীতে এই মামলার সুষ্ঠু নিষ্পত্তি ঘটে। পরম ও চরম ধৈর্যের পুরস্কারস্বরূপ পাক কোরআনের ঘোষণা অনুযায়ী বাতিলের উপর চিরস্থায়ী হক প্রতিষ্ঠিত হয়। হুজুর কেবলা সসম্মানে মামলায় জয়লাভ করেন এবং ওহাবীরা সম্পূর্ণ পর্যুদস্থ ও অপমানিত হয়ে শাস্তি লাভ করে। সেই ঘটনারই বিস্তারিত বিবরণ আমরা নিম্নে পেশ করছি ঃ-

১৯৬৫ ইংরেজীর কথা। নির্দিষ্ট দিন হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এবং হযরত মাওলানা মুছা মোজাদ্দেদী ছাহেব কোর্টে হাজির হলেন। হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) উপস্থিত জজ সাহেবের নিরপেক্ষতা ও চরিত্র সম্পর্কে সরাসরি প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। সে উৎকোচ গ্রহণকারী ও দুর্নীতিপরায়ন। এরূপ একটি মামলার

বিপরীত ও অন্যায় রায় দেওয়ার জন্য সে ইতিপূর্বে মোটা অংকের ঘুষ গ্রহণ করেছে। উক্ত জজ সাহেব হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর এরূপ কটাক্ষজনক উক্তিতে আদালত অবমাননার নোটিশ দর্শিয়ে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) ও মাওলানা মোহাম্মদ মুছা মোজাদ্দেদী ছাহেবকে আসামী হিসেবে সরাসরি জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দিলেন।

সেদিন উক্ত জজ সাহেবের বাড়ীতে একটি বড় ধরণের দুর্ঘটনা ঘটল। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ঘুর্ণিঝড়ের ফলে তাঁর বাসভবনের ঘরের টিন উৎপাটিত হল। দুর্ঘটনাবশতঃ আকস্মিকভাবে একটি টিনের কিয়দংশ তাঁর ছেলের পায়ে সামান্য বিদ্ধ হল। কিন্তু আঘাত সামান্য হলেও এতে উক্ত ছেলের টিটেনাস বা ধনুষ্টংকার দেখা দিল। সাথে সাথে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হল। কিন্তু এখানে চিকিৎসার পরও তার উন্নতির কোন লক্ষণ দেখা গেল না। বরঞ্চ অবস্থার আরও অবনতি ঘটতে লাগল। ডাক্তারবৃন্দ অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বোর্ড করে সিদ্ধান্ত দিলেন যে, যদিওবা এই রোগের লক্ষণ টিটেনাসের ন্যায় কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসার মাধ্যমে সেটা প্রমাণ হচ্ছে না। তাই অজ্ঞাত কোন বিশেষ কারণে এই রোগের উৎপত্তি হয়েছে বলে অনুমিত হচ্ছে। ডাক্তারদের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয়ে রোগীর অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হতে লাগল। হাসপাতালের উক্ত ওয়ার্ডের প্রধান ইনচার্জ ডাঃ খন্দকার রোগীর পিতা জজ সাহেবের সকরুণ বিমর্ষ ও নিরুপায় অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা কি কোন আলেম বুজুর্গ ব্যক্তির সাথে দুর্ব্যবহার করেছেন? আমার মনে হচ্ছে এটা কোন বিশেষ কামেল ব্যক্তির বদ্‌দোয়ার ফল, যে কারণে আপনার সন্তান কষ্ট পাচ্ছে।" এ কথা শুনে জজ সাহেবের সাথের কর্মচারীটি জজ সাহেবের দিকে ইঙ্গিত করে জানালেন, " আমাদের স্যার শেরে বাংলা হুজুর কেবলাকে শাস্তি দিয়ে হাজতে প্রেরণ করেছেন।" এতে উক্ত ইনচার্জ উদ্বেগিত হয়ে বললেন, "আপনারা সর্বনাশ করেছেন। হুজুর কেবলা এখন কোথায়?" লোকটি জবাব দিলেন, "উনি এখন চট্টগ্রাম কারাগারে হাজতে বন্দী অবস্থায় অবস্থান করছেন।" ইনচার্জ পরামর্শ দিলেন,"আপনারা তাড়াতাড়ি শেরে বাংলা হুজুরের কাছে যান। ওনার কাছে ক্ষমা ও দোয়া চান। উনি দোয়া করলে আপনার সন্তান ভাল হবে, নতুবা আর কোন উপায় নেই।"

ইতোমধ্যে হযরত আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে জেলখানা প্রাঙ্গণে প্রচুর লোকের সমাগম হতে থাকে। হুজুর কেবলার ভক্ত বৃহত্তর সুন্নী জনতা প্রতিবাদে ফেটে পড়েন। খবর পেয়ে তৎকালীন বিশিষ্ট নেতা ও জাতীয়

পরিষদের স্পীকার এ, কে, ফজলুল কাদের চৌধুরী চট্টগ্রাম জেলা কারাগারে ছুটে আসলেন। তিনি হুজুর কেবলার যাতে সম্মানের কোন ব্যাঘাত না ঘটে তজ্জন্য জেল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তিনি সুষ্ঠু সমাধানকল্পে জজ সাহেবের সন্ধানে বের হয়ে গেলেন। তখনকার জেল দারোগা ছিলেন হুজুর কেবলার ভক্ত ও মুরিদ। তিনি জেলখানার তিন তলায় সসম্মানে হুজুর কেবলাকে জেলখানার কয়েদীদের নিয়ে রাত্রে মাহ্‌ফিলের ব্যবস্থা করেন। কারাগারের আঙ্গিনায় ও জেল গেইটের রাস্তায় মাইক লাগিয়ে হুজুর কেবলার বক্তব্য ও মাহ্‌ফিল জনসাধারণকে শুনানোর ব্যবস্থা করা হল। পুরো লালদীঘির ময়দান ধীরে ধীরে জনসমুদ্রে পরিণত হল।

জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরীর সাথে জজ সাহেবের সাক্ষাৎ ঘটলে তিনি নিজের ভুল ও বেয়াদবীর কারণে খুবই দুঃখ প্রকাশ করলেন। অতঃপর উভয়ে জেলখানায় হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর কাছে আসলেন। জজ সাহেব সাথে সাথে সসম্মানে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাতিলের নির্দেশ দিলেন। তাঁরই অনুরোধক্রমে জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী হুজুর কেবলার কাছে বিনীতভাবে আরজ করলেন, "বাবাজান! আমি বিশেষ অনুরোধ করছি। তাঁর ছেলে কষ্ট পাচ্ছে। আপনি তাঁকে ক্ষমা করে দেন এবং একটু দোয়া করুন।" হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) তেজোদীপ্ত কণ্ঠে প্রতিবাদসুরে বললেন, "রাসূল বিদ্বেষী মুনাফিকের জন্য দোয়া করা জায়েজ নাই। এতে আল্লাহ্‌র রসূল (দঃ) অসন্তুষ্ট হন। আমি তো সত্য কথা বলেছিলাম। সে তো নিজেই জানে যে সে ঘুষ গ্রহণ করেছে। হযরত খাজা খিজির (আঃ) আমাকে এ খবর প্রদান করেছেন।" কিন্তু জজ সাহেব হুজুর কেবলার কদমে ক্রন্দন স্বরে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন। এতে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) অবশেষে দয়া পরবশ হয়ে নির্দেশ দিলেন, "এগারজন সুন্নী আলেম নিয়ে আস। বিশেষ দোয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং এগারশত টাকা খরচ করতে হবে। আর আমি এখন বেআইনীভাবে বের হতে পারি না। যা হওয়ার আগামীকাল সকালে জনসমক্ষে কোর্টে ফয়সালা হবে।"

অতঃপর এগারজন সুন্নী আলেম দাওয়াত দিয়ে আনা হল। উক্ত এগারজনের মধ্যে এ ঘটনার বর্ণনাকারী জনাব মাওলানা কাজী মোহাম্মদ মিয়া তলোয়ার বাংলা ছাহেবও একজন ছিলেন। সব আলেমরা চুপচাপ বসে আছেন। হুজুর কেবলা কাউকে কোন কিছু পড়ার জন্য বলছেন না। তিনিও নিঃশব্দে মোরাকাবা অবস্থায় ধ্যানরত আছেন। কিছুক্ষণ পর হুজুর কেবলা সবাইকে হাত উঠাতে বললেন এবং কি যেন মোনাজাত করলেন। মোনাজাত শেষে বললেন, "যাও ছেলে সুস্থ হয়ে

যাবে। তার জন্য হযরত শাহ্ বু-আলী কলন্দর (রহঃ) বিশেষ দোয়া করেছেন।" তারপর হুজুর নির্দেশ দিলেন, "এখনই হাসপাতালে টেলিফোন করে খবর নাও ছেলে কেমন আছে।" জেলখানা থেকে সাথে সাথে হাসপাতালে ফোন করা হল। হাসপাতাল থেকে জানানো হল ছেলে এখন সুস্থ হয়ে উঠছে এবং বিছানায় বসেছে এবং স্বাভাবিক কথাবার্তা বলছে।

অবশেষে পরদিন জজ সাহেব বিচারের সুষ্ঠু রায় ঘোষণা করলেন। উক্ত রায়ে তথাকথিত ঘটনা ও মামলাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা, উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও বানোয়াট বলে উল্লেখপূর্বক হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এবং হযরত মওলানা মোহাম্মদ মুছা মোজাদ্দেদী ছাহেবকে সসম্মানে নির্দোষ বলে স্বীকৃতি দেয়া হল। ঘটনার মামলা দায়েরকারী তথাকথিত ওহাবী নেতাদের বিরুদ্ধে জরিমানাসহ যথাযোগ্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থার নির্দেশ ঘোষণা করা হল।

এখানে উল্লেখ্য যে, এই মামলারই অন্যতম জ্বলন্ত স্বাক্ষী ও প্রত্যক্ষদর্শী পীরে তরীকৃত হযরত মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ মুছা মোজাদ্দেদী ছাহেবের সাথেও আমরা সাক্ষাৎ করেছি। তিনিও আমাদেরকে তথ্য ও সাক্ষ্য প্রদান করেছেন।

মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) নিজের এই কারাজীবন সম্পর্কে বলেন, "যদিওবা জজ অন্যায়ভাবে আমাকে হাজতে প্রেরণ করেছে এবং আমি শুধুমাত্র এক রাত্রির জন্য জেলখানায় অবস্থান করেছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এই এহ্‌সান না হলে আমার মধ্যে নায়েবে রাসূলের একটি সুন্নাত কম থেকে যেত। কারণ জেলখানায় অবস্থান ইমামে আযম হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এবং মোজাদ্দেদে আলফেসানী হযরত শায়খ আহমদ সেরহিন্দী (রহঃ) এর মহান আদর্শ ও সুন্নাত।" ছোবহানাল্লাহ্! নায়েবে রাসূল তথা রাসূলে পাক (দঃ) এর পরিপূর্ণ আদর্শ অনুসরণের এর থেকে বাস্তব নমুনা আর কি হতে পারে!

মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) সম্পর্কে মোজাদ্দেদে জমান, তাজুল ওলামা হযরত মাওলানা শাহ্ সৈয়দ রাহাতুল্লাহ্ মরিয়মনগরী (রহঃ) এর মন্তব্য

রাঙ্গুনীয়া থানার অর্ন্তগত মরিয়ম নগর নিবাসী হযরত মাওলানা শাহ্ সৈয়দ রাহাতুল্লাহ্ নক্‌শবন্দী মরিয়মনগরী (রহঃ) ছিলেন তৎকালীন সময়ে একজন প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠতম আলেমে দ্বীন ও মহান অলিয়ে কামেল। একদা শিকলবাহা নিবাসী জনাব মাওলানা সুফী আহ্‌সান উল্লাহ্ ছাহেব আল্লাহ্‌র পেয়ারা রাসূল (দঃ) এর মে'রাজ গমন সম্পর্কিত একখানা ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করে এতে হযরত মাওলানা রাহাতুল্লাহ্ মরিয়মনগরী (রহঃ) এর সমর্থন ও দস্তখত গ্রহণ করার মানসে তাঁর কাছে গমন করেন। উক্ত পুস্তিকায় মাওলানা সুফি আহ্‌সান উল্লাহ্ উল্লেখ করেন যে, আল্লাহ্‌র পেয়ারা হাবীব (দঃ) স্বীয় পবিত্র পাদুকা মোবারক সহকারে মে'রাজের রজনীতে আরশে মোয়াল্লায় গমনের পক্ষে কোরআন ও হাদীস শরীফের কোন প্রমাণ ও দলিল তিনি খুঁজে পাননি। অথচ মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) বিভিন্ন মাহ্‌ফিলে আল্লাহ্‌র পেয়ারা রাসূল (দঃ) পবিত্র পাদুকা মোবারকসহ মে'রাজ শরীফে গমন করার কথা দৃঢ়কণ্ঠে উল্লেখ করে থাকেন। হযরত মাওলানা শাহ্‌সূফী সৈয়দ রাহাতুল্লাহ্ মরিয়মনগরী (রহঃ) আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) সম্পর্কে এ রকম বিরূপ সমালোচনায় জনাব মাওলানা সুফী আহসান উল্লাহ্ ছাহেবের উপর খুবই ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত হলেন। তিনি রাগতস্বরে মওলানা সূফী আহসান উল্লাহ ছাহেবকে পাল্টা প্রশ্ন করে বলেন, "আল্লাহ্‌র পেয়ারা হাবীব (দঃ) মে'রাজ শরীফে পবিত্র পাদুকা মোবারক সহকারে আরশে মোয়াল্লায় গমন করলে রাসূলে পাক (দঃ) এর শান বৃদ্ধি পায় নাকি কমে যায়?" এতে সুফী আহসান উল্লাহ ছাহেব ভীত-সন্ত্রস্থ হয়ে উত্তর দেয়, "হুজুর, এতে অবশ্যই আল্লাহ্‌র রাসূল (দঃ) এর শান বৃদ্ধি পায়।" এরূপ কাংখিত উত্তর লাভ করে হযরত মাওলানা শাহ্‌সূফী সৈয়দ রাহাতুল্লাহ নক্‌শবন্দী (রহঃ) দরাজ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "যে পক্ষে আল্লাহ্‌র পেয়ারা রাসূল (দঃ) এর শান ও মান বৃদ্ধি পায়, আমি রাহাতুল্লাহ মরিয়মনগরীও সেই পক্ষেই আছি। হযরত মাওলানা সৈয়দ আজিজুল হক শেরে বাংলা ছাহেবই সঠিক বলেছেন। আল্লামা শেরে বাংলা ছাহেব যতগুলো কিতাব পড়েছেন তুমি আহসান উল্লাহ ততগুলো কড়ই বিচিও (চাল ভাজা) খাওনি। আমি রাহাতুল্লাহ

মরিয়মনগরী ঘোষণা করছি, আল্লামা আজিজুল হক শেরে বাংলা ছাহেব পবিত্র জবানে যা কি কিছু বর্ণনা করেন সবই কোরআন ও হাদীস শরীফের দলিল। পবিত্র কোরআন ও হাদীসের পরিপন্থী কোন কথা তিনি বলেন না। তুমি তাঁকে তোমাদের মত সাধারণ আলেম মনে করিও না। তিনি এলমে জাহের ও এলমে বাতেনের অধিকারী প্রকৃত আশেকে রাসূল (দঃ)। তোমাদের মত হাজার হাজার আলেমকে এক পাল্লায় রাখলেও তাঁর পাল্লা ভারী হবে।"

তথ্যসূত্র ঃ

হযরত মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আমিনুল হক আল্ কাদেরী ছাহেব ও
হযরত মাওলানা হাফেজ কাজী মোহাম্মদ সোলাইমান আল্ কাদেরী ছাহেব।

পীরে কামেল, শায়খুল হাদীস হযরতুল আল্লামা মাওলানা শাহ্সূফী সফিরুর রহমান হাশেমী (রহঃ) এর সাথে সাক্ষাতের ঘটনা

পীরে কামেল, শায়খুল হাদীস, রাহ্নুমায়ে শরীয়ত ও তরীক্বত হযরতুল আল্লামা মাওলানা শাহ্সূফী সফিরুর রহমান হাশেমী (রহঃ) তৎকালীন সময়ে একজন প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন ও কাশ্ফ ক্ষমতা সম্পন্ন অলিয়ে কামেল ছিলেন। তাঁর অসংখ্য মুরিদান বিদ্যমান এবং চট্টগ্রাম জেলার ফৌজদারহাটে তাঁর পবিত্র শানদার রওজা শরীফ অবস্থিত। তিনি সে সময় চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদে খতীব ও ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সে সুবাদে আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ সংলগ্ন ছিল তাঁর হুজরা ও খানকা শরীফ। একদা তিনি তাঁর খানকা শরীফে ভক্ত-মুরিদান নিয়ে অবস্থান করছিলেন। তিনি স্বীয় খাটিয়ায় উপবেশন করেছিলেন এবং ভক্ত-মুরিদান সবাই নীচে দু'জানু সমেত বসা ছিল। তন্মধ্যে স্বনামধন্য প্রসিদ্ধ আলেম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন মোহাদ্দেস হযরত মাওলানা আবুল ফজীহ্ মোহাম্মদ ফোরকান ছাহেবও উপস্থিত ছিলেন। এমতাবস্থায় তথায় মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) তশরীফ আনেন। তাঁকে দেখা মাত্রই হযরত মাওলানা শাহ্সুফী সফিরুর রহমান হাশেমী (রহঃ) স্বীয় অবস্থান পরিত্যাগ করে সামনে অগ্রসর হলেন এবং হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর সাথে মোলাকাত করলেন। অতঃপর তিনি হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) কে পরম মমতা ও শ্রদ্ধা সহকারে খাটিয়ায় স্বীয় আসনে বসালেন। হযরত মাওলানা সফিরুর রহমান হাশেমী ছাহেব (রহঃ) নিজ হস্তে চা তৈয়ার করে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) কে পরিবেশন করলেন। শুধু তাই নহে, হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর প্রস্থানের সময় তিনি চল্লিশ কদম অগ্রসর হয়ে তাঁকে সম্মান জানালেন। অথচ আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) ছিলেন বয়সের দিক দিয়ে তাঁর সন্তানতুল্য। এরূপ অকল্পনীয় শ্রদ্ধা নিবেদনে ভক্ত মুরিদানের মাঝে প্রশ্নের উদ্রেক হয়। আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর বিদায়ের পর হযরত মাওলানা মোহাম্মদ ফোরকান ছাহেব ও অন্যান্য ভক্ত-মুরিদান আলেম হযরত মাওলানা সফিরুর রহমান হাশেমী ছাহেব (রহঃ) এর কাছে আদব সহকারে জানতে চাইলেন, "হুজুর কেবলা! বেয়াদবী মাফ করবেন, জনাব আজিজুল হক শেরে বাংলা ছাহেব তো আমাদের মতই একজন আলেম।

তাছাড়া বয়সেও আপনার সন্তানতুল্য। তথাপি আপনি তাঁকে এরূপ উচ্চ সম্মান ও শ্রদ্ধা জানালেন কেন?" হযরত মাওলানা শাহ্সূফী সফিরুর রহমান হাশেমী (রহঃ) তাঁদেরকে জানালেন, "আমি আমার কাশ্ফ ক্ষমতা দ্বারা আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর উচ্চ মকাম সম্পর্কে অবগত আছি। তিনি এলমে বাতেনের অধিকারী ফানাফির রাসূল (দঃ)। তোমাদের তো শুধু এলমে জাহের বিদ্যমান। এজন্য তোমরা তাঁকে চিনতে পারনি।"

উপরোক্ত ঘটনার তথ্য প্রদান করেন মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর বড় শাহজাদা হযরত মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আমিনুল হক আল্ কাদেরী ছাহেব।

হাদীয়ে জমান, পেশওয়ায়ে আহ্‌লে সুন্নাত হযরত মাওলানা ছৈয়দ আহমদ শাহ্ ছিরিকোটি (রহঃ) এর সাথে সম্পর্ক

রাহ্‌নুমায়ে শরীয়ত ও তরীকৃত, পেশওয়ায়ে আহ্‌লে সুন্নাত হযরত মাওলানা হাফেজ ক্বারী ছৈয়দ আহমদ শাহ্ ছিরিকোটি (রহঃ) এর সাথে মোজাদ্দেদে মিল্লাত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর সম্পর্ক হচ্ছে আত্মিক, সুগভীর ও অবিচ্ছেদ্য। মূলতঃ এই বাংলার জমিনে শরীয়ত ও তরীক্বতের প্রচার ও প্রসারে হযরত ছৈয়দ আহমদ শাহ্ ছিরিকোটি (রহঃ) এর অবদান অপরিসীম ও অগ্রগণ্য। এই মহান পীরে মোকাম্মেলের চট্টলার জমিনে আগমন ও তাঁর মহান মিশনকে সমুজ্জ্বল করার পেছনে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর অবদান সর্বাপেক্ষা বেশী। এ সম্পর্কিত কিছু ঐতিহাসিক তথ্য আমরা পাঠকের সামনে উপস্থাপন করছি। যদ্বারা সত্যিকার ইতিহাস পাঠকের সামনে উদ্ভাসিত হবে।

মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর বার্মা সফর ও হযরত ছৈয়দ আহমদ শাহ্ ছিরিকোটি (রহঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ

ফটিকছড়ি থানার দৌলতপুর নিবাসী জনাব আবদুল বারিক চৌধুরী। তিনি তৎকালীন বার্মায় বসবাসকারী একজন প্রভাব প্রতিপত্তিশালী সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি একজন খাঁটি সুন্নী আক্বীদার লোক ছিলেন। হজুর কেবলা শেরে বাংলা (রহঃ) এর শ্বশুর হযরত মাওলানা আবদুর রাজ্জাক বুলবুলে বাংলা (রহঃ) সুন্নী আক্বীদার প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) কে বার্মা নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁকে অনুপ্রাণিত করেন। ফলে জনাব আবদুল বারিক চৌধুরী সাহেব হুজুর কেবলাকে বার্মায় যাওয়ার জন্য দাওয়াত করেন এবং এতদুদ্দেশ্যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। হুজুর কেবলার অন্যতম মুরিদ জনাব মাওলানা কাজী মোহাম্মদ মিয়া তলোয়ার বাংলা ছাহেব কিতাব বহনকারী সফরসঙ্গী হিসাবে হুজুর কেবলার সাথে ছিলেন। তিনিই প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে আমাদেরকে এই ঘটনার তথ্যসমূহ প্রদান করেন। নির্দিষ্ট দিন আবদুল বারিক চৌধুরী সাহেবেরই নিজস্ব জাহাজে করে হুজুর কেবলা সঙ্গীসমেত বার্মা যাত্রা করেন। বার্মার রেঙ্গুনে পৌঁছে তাঁরা সর্বপ্রথম রেঙ্গুনস্থিত বিখ্যাত বাঙ্গালী মসজিদে এশার নামাজ আদায় করেন। এই নামাযের ইমামতি করছিলেন পীরে তরীক্বত হযরত মাওলানা হাফেজ ক্বারী

ছৈয়দ আহমদ শাহ্ ছিরিকোটি (রহঃ)। নামায সমাপনান্তে হযরত ছৈয়দ আহমদ শাহ্ (রহঃ) এর সাথে হুজুর কেবলার সাক্ষাৎ ঘটে। তাঁর সাথে হুজুর কেবলার আক্বীদামূলক বিভিন্ন বিষয়ের উপর সারগর্ভ আলাপ হয়। মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত হযরত আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) হিন্দুস্থানের দেওবন্দীদের লেখা বিভিন্ন কিতাব প্রদর্শন করে তাতে উল্লেখিত বিভিন্ন কুফরী উক্তিসমুহ উপস্থাপন করেন। এক্ষেত্রে ওহাবী নেতা মৌলভী আশরাফ আলী থানভী, মৌলভী কাসেম নানুতুবী, সৈয়দ আহমদ বেরলভী প্রমুখের লিখিত কুফরী ও ঈমান বিধ্বংসী উক্তিসমূহের উদ্ধৃতি পেশ করেন। হযরত মাওলানা ছৈয়দ আহমদ শাহ্ ছিরিকোটি (রহঃ) ওহাবীদের এরূপ সম্যক পরিচয় লাভ করে ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি আল্লামা শেরে বাংলা (রহঃ) এর সাথে দৃঢ় চিত্তে একাত্মতা প্রকাশ করে ওহাবীরা কাফের বলে ঘোষণা প্রদান করেন। হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) বার্মায় তিনদিন অবস্থান করেছিলেন। এই তিনদিন বার্মার উল্লেখযোগ্য স্থানে তিনটি বড় বড় মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠিত হয়। এই তিনটি বিশাল মাহ্‌ফিলে সভাপতিত্ব করেন পীরে তরীক্বত হযরত মাওলানা হাফেজ ক্বারী ছৈয়দ আহমদ শাহ্ ছিরিকোটি (রহঃ)। বার্মায় অবস্থানকারী অগণিত প্রবাসী বাঙ্গালী এই মাহ্‌ফিলে যোগদান করেন। এই সমস্ত মাহ্‌ফিলে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) বাতিল ওহাবীদের স্বরূপ উন্মোচন করে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জমাতের সঠিক আদর্শ জনগণের সামনে তুলে ধরেন। বার্মা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) তরীক্বতের প্রচার ও প্রসারের জন্য হযরত মাওলানা ছৈয়দ আহমদ শাহ্ ছিরিকোটি (রহঃ) কে চট্টগ্রামে আগমনের দাওয়াত প্রদান করেন। তিনি তাঁর এই মহান দাওয়াত অকুণ্ঠচিত্তে কবুল করেন।

পরবর্তীতে প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে পীরে তরীক্বত হযরত ছৈয়দ আহমদ শাহ্ ছিরিকোটি (রহঃ) এর মুরিদানের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। এঁদের মধ্যে চট্টগ্রামের আলহাজ্ব আবদুল খালেক ইঞ্জিনিয়ার, আলহাজ্ব নুর মোহাম্মদ সওদাগর আল্ কাদেরী, আলহাজ্ব আবদুল মজিদ সওদাগর, আলহাজ্ব ছুফি আবদুল গফুর ছাহেব প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের নাম উল্লেখযোগ্য। হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) উল্লেখিত মুরিদবর্গকে ছিলছিলার ব্যাপক প্রসারের জন্য পীরে তরীক্বত হযরত হাফেজ ছৈয়দ আহমদ শাহ্ ছিরিকোটি (রহঃ) কে চট্টগ্রামে আনয়নের পরামর্শ প্রদান করেন। অবশেষে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর সক্রিয় পরামর্শ ও অনুরোধক্রমে ১৯৪৬ সালে হযরতুল আল্লামা ছৈয়দ আহমদ শাহ্ ছিরিকোটি (রহঃ) চট্টগ্রামের জমিনে তশরীফ আনেন। পরবর্তীতে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর সহযোগিতা, পরামর্শ ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই মহান পীরে কামেলের মিশন

বাংলার জমিনে বিস্তৃতি লাভ করে। হযরতুল আল্লামা শেরে বাংলা (রহঃ) একজন যোগ্যতাসম্পন্ন পীরে কামেল হওয়া সত্ত্বেও নিজের দিকে আকৃষ্ট না করে হযরত ছৈয়দ আহমদ শাহ ছিরিকোটি (রহঃ) এর কাছে বায়াত হওয়ার জন্য সুন্নী জনসাধারণকে প্রকাশ্যে উদ্বুদ্ধ করেন। কারণ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, তখন সুন্নী জমাতের 'পাওয়ার ষ্টেশন' বা মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) । তিনিই ছিলেন সুন্নী জনতার নিয়ন্ত্রক ও নয়নমণি। সবাই তাঁর কথা ও পরামর্শ বিনাদ্বিধায় মেনে চলতেন। সুতরাং তাঁর অনুমতি ও সমর্থন ছাড়া কোন পীরে কামেলের কার্যক্রম পরিচালিত করা সম্ভবপর ছিল না। তিনি অকুণ্ঠচিত্তে সকলকে পরামর্শ দিতে লাগলেন, "চট্টলার গৌরব সৌভাগ্যের পরশমণি আল্লামা হাফেজ ছৈয়দ আহমদ শাহ্ ছিরিকোটি প্রকাশ পেশোয়ারী ছাহেবের কাছে তোমরা বায়াত হও। তাঁর ছিলছিলাতে কোন সন্দেহযুক্ত ব্যক্তি নেই। তাঁর দামান নাজাতের উছিলা।"

শুধু তাই নয়, হযরত ছৈয়দ আহমদ শাহ্ ছিরিকোটি (রহঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এশিয়ার বৃহত্তম দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া' প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও ছিল হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। হযরত শেরে বাংলা (রহঃ)ই হযরত ছিরিকোটি (রহঃ) কে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি তাঁকে বলেন, "আপনার অবর্তমানে আপনার মুরিদগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তাদেরকে একতাবদ্ধ করে রাখার জন্য আপনি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করুন।" এমনকি পরবর্তীতে তাঁর বিশিষ্ট মুরিদানকে নিয়ে এই মাদ্রাসার জমিও হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) পছন্দ করেন এবং ক্রয় করার ব্যবস্থা করে দেন। ১৯৫৪ ইংরেজীতে এই মাদ্রাসার যখন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় তখন হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। ইমামে আহ্লে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব কাজী মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম হাশেমী ছাহেব এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। তিনিও ভিত্তি প্রস্তরের সময় হাজির ছিলেন। এক্ষণ আমরা হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) সম্পর্কে হযরত ছৈয়দ আহমদ শাহ্ ছিরিকোটি (রহঃ) এর ঐতিহাসিক বাণীসমূহ বিবৃত করব। হযরত মাওলানা কাজী মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী ছাহেব বলেন যে, এই বাণীসমূহ পীরে তরীক্বত হযরত ছৈয়দ আহমদ শাহ্ ছিরিকোটি (রহঃ) অনেকবার নিজের জবানে পাকে বয়ান করেছেন এবং বিশেষতঃ মাদ্রাসার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের দিন হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর দিকে ইঙ্গিত করে তাঁর মুরিদগণকে এই কথাগুলি বলেছিলেন। এই পবিত্র বাণীসমূহ বাংলা অনুবাদসহ পাঠকের সামনে হুবহু উপস্থাপন করা হল ঃ-

মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) সম্পর্কে পীরে তরীক্বত হযরত ছৈয়দ আহমদ শাহ্ ছিরিকোটি (রহঃ) এর মন্তব্য

১। "হুয়ে জামেয়া মাঁইনে হযরত শেরে বাঙ্গালা কে লিয়ে বানায়া হে।"
অর্থাৎ ঃ "আমি এই জামেয়া (জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া) হযরত শেরে বাংলার জন্য বানিয়েছি।"

২। "তুম লোগ উনকি কদম বা কদম ছলনা, উন কো আদব করনা উন কো এত্তেবা করনা হে, কেঁউকে ওয়াহ্ খাছ আশেকে রাছূল হে।"
অর্থাৎ ঃ "তোমরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলবে, তাঁকে শ্রদ্ধা করবে এবং মান্য করবে। কেননা তিনি একজন প্রকৃত আশেকে রাসূল।"

৩। "আগর শেরে বাঙ্গালা না হুতা তু মাঁই ছৈয়দ আহমদ ইঁহা নেহী আতা।"
অর্থাৎ ঃ "যদি শেরে বাংলা না হতেন, তবে আমি ছৈয়দ আহমদ এর এখানে আগমন হত না।"

৪। "শেরে বাঙ্গালা ছাহেব নে মুঝে সুন্নিয়াত কে রং ছে রাঙ্গায়া হেঁ।"
অর্থাৎ ঃ "শেরে বাংলা ছাহেব আমাকে সুন্নীয়তের রঙে রঞ্জিত করেছেন।"

৫। "শেরে বাঙ্গালা নে ছুন্নিয়াত কি মরকাজ বানায়া, মাঁই নে রঙ লাগা রাহা হো।"
অর্থাৎ ঃ "শেরে বাংলাই সুন্নীয়াতের প্রতিষ্ঠান বানিয়েছেন, আমি তাতে রং লাগিয়েছি।"

৬। "আগর শেরে বাঙ্গালা তুম পর রাজী হো তু মাঁই ছৈয়দ আহমদ বি রাজী হো।"
অর্থাৎ ঃ- "যদি শেরে বাংলা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তবে আমি ছৈয়দ আহমদ তোমাদের উপর সন্তুষ্ট থাকব।"

জামেয়া আহ্‌মদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিস হযরত মওলানা মুফতী ওবাইদুল হক নঈমী ছাহেব বর্ণনা করেন, "মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) দাদা হুজুর কেবলা হযরত ছিরিকোটি (রহঃ) এর আন্দরকিল্লাস্থ কোহিনুর ইলেকট্রিক প্রেসের দোতলার খানকায় প্রায় সময় উপস্থিত থাকতেন। তিনজন বিশেষ ব্যক্তিত্বের সাথে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর সম্পর্ক ছিল আত্মিক ও সুগভীর এবং তিনি তাঁদেরকে অতিশয় সম্মান করতেন। তাঁরা হলেন যথাক্রমে তাঁর পীর ও মুর্শিদ, আওলাদে রাসূল ও আওলাদে গাউছে পাক, মোজাহেদে আজম হযরত মাওলানা ছৈয়দ আবদুল হামিদ বাগদাদী (রহঃ), শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা সফিরুর রহমান হাশেমী (রহঃ) ও হাদীয়ে জমান হযরত মাওলানা ছৈয়দ আহমদ শাহ্ ছিরিকোটি (রহঃ)।"

মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) প্রতি বৎসর জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার বার্ষিক সালানা জলসায় যোগদান করতেন। ইতোপূর্বে আমরা প্রমাণসহ তার উল্লেখ করেছি। সুতরাং আজকের এই মাদ্রাসার বিস্তৃতি ও সুখ্যাতির পশ্চাতে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর অবদান অনস্বীকার্য। এই মাদ্রাসার প্রতিটি শিরা-উপশিরায় তাঁর রূহানী ফয়ুজাত ও বরকত নিহিত। তাছাড়া হযরত ছৈয়দ আহমদ শাহ্ ছিরিকোটি (রহঃ) সুন্নীয়াতের খেদমতে প্রতিটি কার্যক্রমে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) কে অনুসরণ করতেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সর্বদা তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তার কিছু বাস্তব প্রমাণ আমরা উপস্থাপন করছি। হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর অন্যতম খলিফা হযরত মাওলানা শেখ জামাল উদ্দিন আহমদ আল্ কাদেরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, মোজাদ্দেদে মিল্লাত, মুর্শিদে বরহক হুজুর কেবলা শেরে বাংলা (রহঃ) এরশাদ করেন, "আল্লাহ তা'আলার শোকরিয়া আদায় করে শেষ করতে পারব না। বড়ই আনন্দ লাগছে। এতদিন লোকে শুধু আমারই বদনাম করে বেড়াত যে, আমিই একমাত্র ওহাবীদের কাফের বলে থাকি। এখন হযরত মাওলানা হাফেজ ছৈয়দ আহমদ ছিরিকোটি পেশোয়ারী ছাহেবও ওহাবীদের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন। এরা প্রকৃত মুসলমান নয় বলে সতর্ক করেছেন। আমার মত তিনিও ওহাবীদের কাফের বলে আখ্যায়িত করছেন। ওহাবীদের সঙ্গে কোন প্রকার সম্পর্ক না রাখার জন্য আপন মুরিদানকে অছিয়ত করেছেন। তাদের সঙ্গে মেলামেশা না করার জন্য কঠোর নিষেধ করেছেন। তিনি মুরিদদেরকে বলেছেন, আল্লামা শেরে বাংলা যে কাফের বলেছেন সত্য সত্যই এরা কাফের। এতে কোন সন্দেহ নেই। আমিও শেরে বাংলার সাথে একমত। এটাই আল্লাহ্‌র পেয়ারা রাসূল (দঃ) এর সন্তুষ্টির জন্য একমাত্র পথ।"

উপরোক্ত আলোচনা ও দৃষ্টান্ত থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে, মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এবং পীরে তরীক্বত হযরত মাওলানা ছৈয়দ আহমদ শাহ্ ছিরিকোটি (রহঃ) ও তদীয় ছাহেবজাদা হযরত মাওলানা ছৈয়দ মোহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহঃ) এর আদর্শ ও দর্শন মূলত এক ও অভিন্ন। বেলায়ত ও সুন্নীয়াতের এই দুই মহান উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক এই বাংলার জমিনে ছিলছিলায়ে আলীয়া কাদেরিয়া ও জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার মাধ্যমে হেদায়তের যে উজ্জ্বল প্রদীপ উপহার দিয়েছেন, মূলতঃ সত্যিকার অর্থে এই প্রদীপের স্বত্ত্বাধিকারী ও শিখা প্রজ্জ্বলন করেছেন হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ)। সুতরাং শাহেনশাহে ছিরিকোট (রহঃ) এর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর পদাংক অনুসরণ অপরিহার্য। হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন এবং অকুণ্ঠচিত্তে তাঁর আদর্শ অনুসরণের মধ্যেই শাহানশাহে ছিরিকোট (রহঃ) এর ফয়ূজাত, বরকত ও সন্তুষ্টি নিহিত। এই গভীরতম যোগসূত্রের যিনি সন্ধান লাভ করেছেন তিনি প্রকৃতপক্ষে সত্যিকার আশেকে রূপান্তরিত হয়েছেন। আর যে এটাকে অস্বীকার ও অবমাননা করেছে সেই বাতিলদের খপ্পরে পড়ে নিজের ঈমান-আক্বীদাকে বিনষ্ট করেছে। কারণ এই বাংলার জমিনে ঈমান-আক্বীদাকে সংরক্ষণের জন্য গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর আদর্শের কোন বিকল্প নেই এবং কিয়ামত পর্যন্ত এর কোন ব্যতিক্রম হবে না। এই মহান সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন বলেই শাহানশাহে ছিরিকোট (রহঃ) নিজ মুরিদানের জন্য আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর সন্তুষ্টি ও অনুসরণ ওয়াজিব বলে ঘোষণা করেছেন। মহান আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে হক্ব বুঝার ও অনুসরণ করার তওফিক দান করুন। আমিন।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর অবদানের মূল্যায়ন এবং এ সম্পর্কিত একটি বিশেষ ঘটনার অবতারণা

মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা গাজী শাহ্‌সূফী সৈয়দ মোহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা (রহঃ) এমন একজন উচ্চতর স্তরের মহান ব্যক্তিত্ব অলিয়ে কামেল ছিলেন যে, যিনি সারাটা জীবন নিজের আমিত্ব ও শান শওকতকে বিসর্জন দিয়ে সুন্নীয়তের প্লাটফরমকে সুদৃঢ় করতে সচেষ্ট ছিলেন। নিজের প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদাকে অগ্রাধিকার না দিয়ে বৃহত্তর সুন্নীয়তের ঐক্য সাধনে একনিষ্ঠ ও নিবেদিত ছিলেন। তাই ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর সক্রিয় সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় অগণিত হাজার হাজার আলেম, পীর-মশায়েখ বাংলার জমিনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সুন্নীয়তের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেছেন এবং অদ্যাবধি এখনও খেদমতের আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের সকলের নামোল্লেখ ও বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে জীবনীগ্রন্থে বিরাট কলেবরের সৃষ্টি হবে। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য বর্তমান যুগ সন্ধিক্ষণে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে যে, আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর সেই মহান ঋণ ও অবদানকে তাঁরা এবং তাঁদের উত্তরাধিকারীগণ ভুলতে বসেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সুন্নীয়তের বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি যেমন- ওয়াজ-নসিহত, সম্মেলন, মিলাদ-ক্বিয়াম ও মোনাজাতে আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর পবিত্র নাম স্মরণ করা হচ্ছে না। কোন কোন ক্ষেত্রে স্মরণ করা হলেও যথাযথ সম্মানের সাথে নাম মোবারক নেয়া হচ্ছে না। এটা নিঃসন্দেহে চরম অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক এবং সুস্পষ্টরূপে শরীয়তের লংঘন। আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) স্বীয় আধ্যাত্মিক কাশ্‌ফ ক্ষমতাবলে ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হিসেবে এটা অনুমান ও অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। সম্ভবতঃ এ কারণে তিনি ক্ষেত্র বিশেষে স্বীয় জীবদ্দশায় সুন্নী জমাতকে ভবিষ্যৎ হেদায়তকল্পে কদাচিৎ প্রতিবাদমুখর হয়েছেন। এখানে এরূপ একটি ঐতিহাসিক বাস্তব ঘটনার অবতারণার প্রয়াস পাচ্ছি। সম্মানিত পাঠককুলকে নিম্নোক্ত এ ঘটনা গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করার অনুরোধ রাখছি।

হাটহাজারী থানার অন্তর্গত কাটিরহাট নিবাসী ডঃ তফাজ্জল হোসেন (প্রকাশ টি, হোসেন) সাহেব একজন স্বনামধন্য ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি ছিলেন

রাহ্‌নুমায়ে শরীয়ত ও তরীক্বত আল্লামা ছৈয়দ আহমদ শাহ্ ছিরিকোটি (রহঃ) এর একনিষ্ঠ ভক্ত ও মুরিদ। সেই সুবাদে মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর প্রতিও ছিল তাঁর অকৃত্রিম ভক্তি ও শ্রদ্ধা। কাটিরহাট নিজ বাড়ী প্রাঙ্গণে তিনি এক আজিমুশ্‌শান মিলাদ মাহ্‌ফিলের আয়োজন করেছিলেন। উক্ত মাহ্‌ফিলে তিনি স্বীয় পীর ছাহেব আল্লামা ছৈয়দ আহমদ শাহ্ ছিরিকোটি (রহঃ) ও ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) উভয়কে সসম্মানে দাওয়াত করেছিলেন। আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এ দাওয়াত গ্রহণ করেছিলেন।

আল্লামা ছৈয়দ আহমদ শাহ্ ছিরিকোটি (রহঃ) এর আগমনের পূর্বেই আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) মাহ্‌ফিল স্থলে আগমন করলেন। মাহ্‌ফিল উপলক্ষে ব্যাপক প্রচারনা বা মাইকিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) যখন কাটিরহাট বাজারে উপস্থিত হন সেই মুহূর্তে মাইকের আওয়াজ হুজুরের কর্ণ মোবারকে প্রবেশ করে। ভক্ত মুরিদানরা ছৈয়দ আহমদ শাহ্ ছিরিকোটি (রহঃ) এর শানে একের পর এক নারা বা শ্লোগান দিচ্ছেন, কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য অনুষ্ঠানের অপর আমন্ত্রিত অতিথি আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর নামে কোন শ্লোগান দিচ্ছে না কিংবা তাঁর কোন নাম পর্যন্ত নিচ্ছে না। আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এটা শ্রবণ করে ভীষণ রাগান্বিত ও বিক্ষুব্ধ হলেন। তিনি মাহ্‌ফিল স্থলে গমন না করে নিকটস্থ একটা চায়ের দোকানে ঢুকলেন এবং সিংহ শার্দূলবেশে একটা চেয়ারে উপবেশন করে চরম রাগান্বিতভাবে স্বীয় পা মোবারক নাড়তে লাগলেন।

অপরদিকে আল্লামা ছৈয়দ আহমদ শাহ্ ছিরিকোটি (রহঃ) মাহ্‌ফিলস্থলে তশরীফ আনেন। তিনি মঞ্চে উপবিষ্ট না হয়ে ভক্ত মুরিদানকে প্রশ্ন করেন, "আল্লামা শেরে বাংলা ছাহেব কোথায়?" উল্লেখ্য আল্লামা ছৈয়দ আহমদ শাহ্ ছিরিকোটি (রহঃ)ও একজন কাশ্‌ফ ক্ষমতা সম্পন্ন অলিয়ে কামেল ছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ কাশ্‌ফ ক্ষমতাবলে আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর প্রতি তাঁর ভক্ত মুরিদানের বেয়াদবী ও অসৌজন্যমূলক আচরণ সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। এ কারণে তিনি আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) ব্যতীত মঞ্চে আসন গ্রহণে চরম অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। বরঞ্চ প্রবল রাগান্বিতভাবে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "যে মাহ্‌ফিলে আল্লামা শেরে বাংলা ছাহেব অনুপস্থিত সেখানে আসন গ্রহণ আমার জন্য হারাম। তোমরা নিশ্চয় তাঁর প্রতি চরম বেয়াদবী ও অসৌজন্যমূলক আচরন করেছ।" এতে নিরূপায় হয়ে মাহ্‌ফিলে উপস্থিত ভক্ত মুরিদানরা মোজাদ্দেদে মিল্লাত আল্লামা গাজী শেরে বাংলা

তৎকালীন জাতীয় পরিষদের স্পীকার ও বিশিষ্ট নেতা এ, কে, ফজলুল কাদের চৌধুরীর কাছে দু'টো বিশেষ দাবী

তৎকালীন বিশিষ্ট নেতা এ, কে, ফজলুল কাদের চৌধুরী মোজাদ্দেদে মিল্লাত আল্লামা গাজী সৈয়দ মোহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা (রহঃ) এর একজন ভক্ত ছিলেন। ১৯৬৫ ইংরেজীর কথা। ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খাঁন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী জাতীয় পরিষদের স্পীকার পদপ্রার্থী। উল্লেখ্য তাঁর সম্মানিতা আম্মাজানও হুজুর কেবলার একজন ভক্ত ছিলেন। তাঁর আম্মাজানের একান্ত পরামর্শক্রমে বর্তমান গণি বেকারীর সন্নিকটস্থ নিজস্ব পাহাড়ে কয়েকটি গরু জবেহ করে একটি মিলাদ মাহ্ফিলের আয়োজন করেন এবং দোয়া লাভের আশায় হুজুরকে দাওয়াত করেন। হুজুর কেবলা দোয়া করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, "আপনারা নেতারা পদ লাভের আশায় আলেমদের নিকট দোয়ার জন্য ধর্ণা দেন। কিন্তু উদ্দেশ্য যখন হাসিল হয়ে যায় তখন আপনাদের নাগাল পাওয়া যায় না।" কিন্তু জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী নাছোড়বান্দা। তিনি ভক্তির আতিশয্যে হুজুর কেবলাকে বললেন, "বাবাজান আপনি দোয়া না করলে তো হবে না।" হুজুর কেবলা দোয়া করার পূর্বে তাঁকে স্পীকার নির্বাচিত হলে দু'টো বিশেষ দাবী পূরণ করার জন্য শর্তারোপ করেন। দাবী দু'টো হচ্ছে, **এক ঃ** আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ কমিটিকে চিরস্থায়ীভাবে সুন্নী কমিটিরূপে বাস্তবায়ন। **দুইঃ** হাটহাজারীর বুকে একটি পূর্ণাঙ্গ সুন্নী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মঞ্জুরী প্রদান। জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী স্পীকার নির্বাচিত হলে এ দু'টো দাবী পূরণ করবেন বলে দ্বিধাহীন চিত্তে হুজুর কেবলার কাছে ওয়াদাবদ্ধ হন। ফলে হুজুর কেবলা শেরে বাংলা (রহঃ) তাঁর উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করেন। অতঃপর এ, কে, ফজলুল কাদের চৌধুরী হুজুর কেবলারই দোয়ার বরকতে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের স্পীকার নির্বাচিত হন। হুজুর কেবলা ইতিমধ্যে তাঁর সারা জীবনের আকাংখা বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে হাটহাজারীতে তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত জামেয়া আজিজিয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসাকে আলীয়া মাদ্রাসারূপে চালু করেন। তারপর তিনি নিয়ম অনুযায়ী জাতীয় পরিষদের স্পীকার এ, কে, ফজলুল কাদের চৌধুরীর কাছে ইতিপূর্বে ওয়াদাকৃত দাবীসমূহ পূরণ করার জন্য আহবান জানান। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি দাবীসমূহ পূরণ করতে অস্বীকৃতি জানান।

(রহঃ) এর খোঁজ করা শুরু করেন। সূত্র মোতাবেক তাঁরা অনুষ্ঠানের আয়োজক ডঃ টি, হোসেনসহ আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর অবস্থানস্থল চায়ের দোকানে গমন করেন। তাঁরা করুণ ও বিনীতভাবে আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) কে মাহ্ফিলের মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু এতে আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর রাগ বিন্দুমাত্র প্রশমিত হল না, বরং তিনি প্রচন্ড রাগান্বিত হয়ে বকাবকি করে তাদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করেন এবং মাহ্ফিলে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন। অবশেষে ডঃ টি, হোসেন সমেত ব্যর্থ মনোরথ হয়ে সবাই ফেরত আসে এবং আল্লামা ছৈয়দ আহমদ শাহ্ ছিরিকোটি (রহঃ) এর কাছে তা বর্ণনা করে। তখন আল্লামা ছৈয়দ আহমদ শাহ্ ছিরিকোটি (রহঃ) তাঁদেরকে বলেন, "আমাকে তোমরা হুজুর শেরে বাংলা ছাহেবের কাছে নিয়ে চল। আমি তোমাদের হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইব।" পরিশেষে ডঃ টি, হোসেন ও ভক্ত মুরিদানরা আল্লামা ছৈয়দ আহমদ শাহ্ ছিরিকোটি (রহঃ)কে নিয়ে আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর অবস্থানস্থল চায়ের দোকানে গমন করেন। আল্লামা ছৈয়দ আহমদ শাহ্ ছিরিকোটি (রহঃ) কে দেখে আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর প্রবল রাগ ও অভিমান প্রশমিত হয়। আল্লামা ছৈয়দ আহমদ শাহ্ ছিরিকোটি (রহঃ) ভক্ত মুরিদানের পক্ষ হয়ে আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আল্লামা ছৈয়দ আহমদ শাহ্ ছিরিকোটি (রহঃ) এর বিশেষ অনুরোধক্রমে আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) মাহ্ফিলস্থলে গমন করেন। আল্লামা ছৈয়দ আহমদ শাহ্ ছিরিকোটি (রহঃ) এর ভক্ত-মুরিদানরা বজ্রকণ্ঠে মাইকে শ্লোগান দিতে শুরু করেন-

নারায়ে তকবীর-	আল্লাহু আকবর।
নারায়ে রেসালত-	ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ)।
নারায়ে গাউছিয়া-	ইয়া গাউছুল আজম দস্তগীর (রাঃ)।
আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জমাত-	জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ।
আল্লামা গাজী শেরে বাংলা-	জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ।
আল্লামা ছৈয়দ আহমদ শাহ্ ছিরিকোটি-	জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ।

তথ্যসূত্র ঃ শাহ্জাদা আলহাজ্ মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আমিনুল হক আল্ কাদেরী ছাহেব।

পরবর্তীকালে পূনরায় প্রেসিডেন্ট ও স্পীকার নির্বাচনকালে মুসলিম লীগের উদ্যোগে ও এ, কে, ফজলুল কাদের চৌধুরীর বদান্যতায় মুসলিম হলে এক ওলামা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরামকে দাওয়াত প্রদান করা হয়। আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) কে উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে আমন্ত্রন জানানো হয়। এই বৈঠকে আল্লামা শেরে বাংলা (রহঃ) এর সাথে জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরীর ব্যক্তিগত আলাপ হয়। তিনি পূনরায় হুজুর কেবলার কাছে দোয়া প্রার্থনা করলে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে জানান, "আউলিয়ায়ে কেরামের কন্‌ফারেন্সে জব্বার খাঁনকে স্পীকার নির্বাচিত করা হয়েছে। তিনিই হবেন পাকিস্তানের পরবর্তী স্পীকার।" কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় জাতীয় পরিষদের স্পীকার হিসাবে জনাব জব্বার খানের নাম তখনও উত্থাপিত হয়নি এবং তাঁর নাম তখনও কেউ জানে না। অথচ বহু পূর্বেই হুজুর কেবলা তাঁর নাম বলে দিলেন। হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর এই ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তীতে বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছে।

আমাদেরকে এই তথ্যসমূহ প্রদান করেছেন হুজুর কেবলার অন্যতম মুরিদ নানুপুর নিবাসী হযরত মাওলানা কাজী মোহাম্মদ মিয়া তলোয়ার বাংলা ছাহেব।

জনতা ব্যাংক হাটহাজারী থানা শাখায় সংঘটিত একটি বিশেষ ঘটনা

গাউছুল আজম হযরত বাবা ভাণ্ডারী কেবলা (কঃ) এর ভ্রাতুষ্পুত্র পীরে কামেল হযরত মাওলানা শাহ্‌সূফী সৈয়দ আবুল কাশেম মাইজভাণ্ডারী (রহঃ) এর বড় শাহ্‌জাদা শাহ্‌সূফী সৈয়দ জহুরুল ইসলাম মাইজভাণ্ডারী (রহঃ) এ ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মোজাদ্দেদে মিল্লাত ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর প্রতি আমার অগাধ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আন্তরিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। আমি যখন জনতা ব্যাংক হাটহাজারী থানা শাখার ম্যানেজার হিসেবে সর্বপ্রথম যোগদান করি, তদুপলক্ষে মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) কে সসম্মানে দাওয়াত প্রদান পূর্বক একখানা আজিমুশ্‌শান মিলাদ মাহ্‌ফিলের আয়োজন করি। উক্ত মিলাদ মাহ্‌ফিল উপলক্ষে তবার্‌রুকেরও ব্যবস্থা করা হয়। মিলাদ মাহ্‌ফিল সমাপনান্তে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর খেদমতে তবার্‌রুক পেশ করা হয়। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম তিনি মাহ্‌ফিলের তবার্‌রুক গ্রহণে ইতস্তত করছেন। এমতাবস্থায় আমি হুজুর শেরে বাংলা (রহঃ) এর সমীপে করজোরে আর্জি পেশ করে জানালাম, "বাবাজান! আমার গোস্তাখী ক্ষমা করবেন। আমি জানতাম আপনি ব্যাংকের অর্থ ব্যয়ে আনিত তবার্‌রুক গ্রহন করবেন না। তাই আমি আমার শ্রদ্ধেয় আম্মাজানের গচ্ছিত টাকা দ্বারা এ তবার্‌রুকের আয়োজন করেছি।" আমার এরূপ সহজ স্বীকারুক্তিতে নিশ্চিত হওয়ার পর আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) পরম তৃপ্তি সহকারে তবার্‌রুক গ্রহণ করলেন।

এ ঘটনা দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) হালাল আহার গ্রহনের ব্যাপারে কিরূপ সজাগ ও সতর্ক ছিলেন। তিনি ব্যাংকের সুদের লেনদেনকে সর্বান্তঃকরণে সদা-সর্বদা হারাম মনে করতেন। এক্ষেত্রে তিনি পুংখানুপুংখরূপে শরীয়তের অনুসরণ করে গেছেন।

তথ্যসূত্র ঃ শাহ্‌জাদা আলহাজ্ব শাহ্‌সূফী সৈয়দ আমিনুল হক আল্ কাদেরী ছাহেব।

তৃতীয় অধ্যায়

আধ্যাত্মিক জীবন।

বায়াত গ্রহণ

চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের প্রাক্তন সম্মানিত খতীব ও সংস্কারক, আওলাদে রাসূল (দঃ) ও আওলাদে গাউছে পাক (রাঃ), শামসুল ওলামা, গাউছুল কামেলীন, মোজাহেদে আজম হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব গাজী সৈয়দ আবদুল হামিদ বাগদাদী (রহঃ) এর পবিত্র দাস্ত মোবারকে হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) কোন এক শুভ মুহূর্তে ছিলছিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়ার বায়াত গ্রহণ করেন। এই প্রখ্যাত অলিয়ে কামেলের জন্মস্থান ও নিবাসস্থল ইরাকের পবিত্র বাগদাদ নগরীতে। তদানীন্তনকালের সরকার বাহাদুর কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে তিনি সুবিখ্যাত ও ঐতিহ্যবাহী আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদে খতীব ও ইমাম হিসেবে যোগদান করেন। সেই সুবাদে ও মহান উছিলায় তাঁর সাথে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর পরিচয় লাভ ঘটে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য সুন্নী জমাতের শিথিলতার কারণে আওলাদে রাসূলের পবিত্র কদম স্পর্শে ধন্য বিগতকালের সুন্নীয়াতের মাইল-ষ্টোন এই ঐতিহ্যবাহী আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ বর্তমানকালে রাসূল বিদ্বেষী ওহাবীদের আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে। যেহেতু খতীব হিসেবে আওলাদে রাসূলের নিয়োগ সংবিধিবদ্ধভাবে এখনও বলবৎ রয়েছে। কিন্তু বিগত কয়েকযুগ ধরে এবং বর্তমানকালে দেখা যাচ্ছে আওলাদে রাসূলের নাম দিয়ে প্রকৃতপক্ষে রাসূল বিদ্বেষী ওহাবীদের খতীব হিসেবে নিয়োগ দান করে ফাউণ্ডেশন কর্তৃপক্ষ সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে বিভ্রান্তিতে পতিত করছে।

খেলাফত লাভ

মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) হচ্ছেন আওলাদে রাসূল, সুলতানুল আরেফীন, মুর্শিদে বরহক হযরত মাওলানা সৈয়দ আবদুল হামিদ বাগদাদী (রহঃ) এর সুযোগ্য খলিফায়ে আজম। হুজুর কেবলাকে খেলাফত প্রদান সম্পর্কিত একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এখানে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। হুজুর কেবলার অন্যতম মুরিদ জনাব মাওলানা কাজী মোহাম্মদ মিয়া তলোয়ার বাংলা ছাহেব আমাদেরকে এই ঘটনা বর্ণনা করেন। এই সুমহান আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ-

হযরত মাওলানা শাহ্সূফী সৈয়দ আবদুল হামিদ বাগদাদী (রহঃ) এর সাথে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর পর পর তিনদিন গোপন রূহানী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয়দিন হযরত বাগদাদী (রহঃ) হুজুর কেবলাকে বলেন, "আমি আপনাকে বেলায়তের সর্বোচ্চ খেলাফত দান করলাম। গতকাল রাত্রে তাহাজ্জুদের নামাজের সময় পেয়ারা রাসূল (দঃ) এসে আপনাকে খেলাফত দেওয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ দান করেন। আমি প্রশ্ন করলাম, এয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ)! তাঁকে তো শুধুমাত্র খেলাফত দিলে চলবে না। সাথে বিশেষ কিছু নেয়ামতও প্রদান করতে হবে। পেয়ারা রাসূল (দঃ) এরশাদ করেন, তাঁকে জানিয়ে দিন, দু'টি বিশেষ নেয়ামত তাঁকে দেয়া হয়েছে, যা ইতিপূর্বে তাঁকে প্রদান করা হয়েছে। তার একটি হচ্ছে ইন্তেকালের তিনমাস পূর্বে তাঁকে বিশেষভাবে সতর্ক করা হবে। অপরটি হচ্ছে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কেরামের রূহ হাজির এবং সরাসরি আলাপ করার ক্ষমতা তাঁকে প্রদান করা হয়েছে।"

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম

শাজ্রায়ে কাদেরিয়া জিলানিয়া

*** সৈয়্যদুল মুরসালীন, রাহ্মাতুল্লিল আলামীন, নূরে মোজাচ্ছম হযরত আহ্মদ মোস্তফা মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)**

* আমীরুল মোমেনীন সৈয়্যদেনা শেরে খোদা হযরত আলী (রাঃ)

* সৈয়্যদুশ্ শোহাদা সৈয়্যদেনা হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)

* সৈয়্যদেনা হযরত শাহ্ জয়নুল আবেদীন (রহঃ)

* সৈয়্যদেনা হযরত ইমাম বাকের (রহঃ)

* সৈয়্যদেনা হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ)

* সৈয়্যদেনা হযরত মূসা কাজেম (রহঃ)

* সৈয়্যদেনা হযরত মূসা রেযা শাহ্ (রহঃ)

* সৈয়্যদেনা হযরত শায়খ মারূফ করখী (রহঃ)

* সৈয়্যদেনা হযরত আবুল হাছন ছিররীয়ে ছকতী (রহঃ)

* সৈয়্যদেনা হযরত শায়খ জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ)

* সৈয়্যদেনা হযরত আবু বকর জাফর শিবলী (রহঃ)

* সৈয়্যদেনা হযরত আবদুল আজিজ তমিমী (রহঃ)

* সৈয়্যদেনা হযরত আবদুল ওয়াহেদ তমিমী (রহঃ)

* সৈয়্যদেনা হযরত শায়খ আবুল ফরাহ্ তরতুছিয়ে (রহঃ)

* সৈয়্যদেনা হযরত শায়খ আবুল হাছন করশী (রহঃ)

* সৈয়্যদেনা হযরত শায়খ আবু ছাঈদ মখযুমী (রহঃ)

*** গাউছুল আযম শেখ ছৈয়দ মহীউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী আল্ হাসানী ওয়াল্ হোসাইনী (রাঃ)**

* হযরত সৈয়্যদ শায়খ তাজুদ্দীন আবদুর রাজ্জাক আল্ কাদেরী (রহঃ)

* হযরত সৈয়্যদ শায়খ আবু ছালেহ্ নছর আল্ কাদেরী (রহঃ)

* হযরত সৈয়্যদ শায়খ আবু নছর মোহাম্মদ আল্ কাদেরী (রহঃ)
* হযরত সৈয়্যদ শায়খ জহিরুদ্দীন আল্ কাদেরী (রহঃ)
* হযরত সৈয়্যদ শায়খ সাইফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া আল্ কাদেরী (রহঃ)
* হযরত সৈয়্যদ শায়খ শামসুদ্দীন মোহাম্মদ আল্ কাদেরী (রহঃ)
* হযরত সৈয়্যদ শায়খ আলাউদ্দীন আলী আল্ কাদেরী (রহঃ)
* হযরত সৈয়্যদ শায়খ নূরুদ্দীন হোছাইন আল্ কাদেরী (রহঃ)
* হযরত সৈয়্যদ শায়খ মহীউদ্দীন ইয়াহ্ইয়া আল্ কাদেরী (রহঃ)
* হযরত সৈয়্যদ শায়খ শরফুদ্দিন কাছেম আল্ কাদেরী (রহঃ)
* হযরত সৈয়্যদ শায়খ শামসুদ্দিন মোহাম্মদ আল্ কাদেরী (রহঃ)
* হযরত সৈয়্যদ শায়খ ফররাজুল্লাহ্ আল্ কাদেরী (রহঃ)
* হযরত সৈয়্যদ শায়খ মাহ্মুদ আল্ কাদেরী (রহঃ)
* হযরত সৈয়্যদ শায়খ আবদুর রাজ্জাক আল্ কাদেরী (রহঃ)
* হযরত সৈয়্যদ শায়খ আবদুল কাদের আল্ কাদেরী (রহঃ)
* হযরত সৈয়্যদ শায়খ আহমদ আল্ কাদেরী (রহঃ)
* হযরত সৈয়্যদ শায়খ জুন্নুন ইউনুছ আল্ কাদেরী আল্ জিলানী (রহঃ)
* হযরত সৈয়্যদ শায়খ সুলতান আফিন্দী আল্ কাদেরী আল্ জিলানী (রহঃ)
* হযরত সৈয়্যদ আলহাজ্ব শায়খ মাহ্মুদ আফিন্দী আল্ কাদেরী আল্ জিলানী (রহঃ)
* **হযরত সৈয়্যদ আলহাজ্ব আল্ গাজী আবদুল হামিদ আল্ জিলানী আল্ কাদেরী (রহঃ)**
* **হযরত সৈয়্যদ আলহাজ্ব আল্ গাজী আল্ মোজাদ্দেদ শাহ্ আজিজুল হক শেরে বাংলা আল্ কাদেরী (রহঃ)**

হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর পীর ভাইবৃন্দ

এই মহান পীরে মোকাম্মেল আওলাদে রাসূল হযরত বাগদাদী (রহঃ) এর হাতে চট্টগ্রামে আরও অনেকেই বায়াত গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ওলামায়ে কেরাম ও বুজুর্গ ব্যক্তিদের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ-

১। কাগতিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা রুহুল আমীন ছাহেব (রহঃ)।

২। মুজাফ্ফরপুর নিবাসী হযরত মাওলানা নজীর আহমদ আল্ কাদেরী (রহঃ)।

৩। হাটহাজারী থানার লাঙ্গলমোড়া নিবাসী হযরত মাওলানা হাসমত আলী আল্ কাদেরী (রহঃ)।

৪। পটিয়া থানার অন্তর্গত সাতবাড়িয়া নিবাসী ফখ্রে বাংলা হযরত মাওলানা আলহাজ্ব আবদুল হামিদ আল্ কাদেরী (রহঃ)। ব্রিটিশ সরকার তাঁর অগাধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে 'ফখ্রে বাংলা' বা বাংলার গৌরব উপাধিতে ভূষিত করেন।

৫। নাজিরহাট জামেয়া মিল্লিয়া আহমদিয়া আলীয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ হযরত মাওলানা আবদুল হালিম (রহঃ)।

৬। আনোয়ারা থানার খাসখামা নিবাসী হযরত মাওলানা আহমদ সৈয়দ (রহঃ)।

৭। হাটহাজারী থানার ইসলামীয়ার হাট নিবাসী জনাব আবদুল গণি (রহঃ) প্রকাশ ফজুর বাপ।

পীরে মোকাম্মেল আওলাদে রাসূল (দঃ) হযরত আল্লামা গাজী সৈয়দ আবদুল হামিদ বাগদাদী (রহঃ) বেশ কিছুকাল চট্টগ্রামে অবস্থান করেছিলেন। অতঃপর তিনি নিজ জন্মভূমি পবিত্র বাগদাদ নগরীতে প্রত্যাবর্তন করেন। বর্তমান ইরাকের পবিত্র বাগদাদ শরীফে এই সম্মানিত বুযুর্গের রওজাপাক অবস্থিত।

এখানে একটি ব্যাপার লক্ষ্যণীয় যা সুক্ষ্মদর্শীদের জন্য চিন্তার খোরাক, তা হচ্ছে আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) কেন সুদূর বাগদাদবাসী আওলাদে রাসূলের হাতে কাদেরিয়া তরীক্বার বায়াত গ্রহণ করলেন। পরম করুণাময় আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করলে তো তিনি এদেশীয় কোন সম্মানিত পীর বুজুর্গের কাছে বায়াত গ্রহণ করতে পারতেন। মনে হয় মহান রাব্বুল আলামীনের কুদরতের বিরাট হেকমত ও রহস্য এখানে নিহিত রয়েছে। তিনি যদি এখানকার কোন পীর বুজুর্গের হাতে বায়াত গ্রহণ করতেন তবে কুটিলপন্থীরা তাঁকে নির্দিষ্ট দরবারের লোক বলে সংকীর্ণ গন্ডির ভিতর আবদ্ধ করার সুযোগ পেত। কিন্তু মহান আল্লাহ্ পাক তো তাঁকে কোন নির্দিষ্ট দরবারের জন্য প্রেরণ করেননি। তাঁকে তো প্রেরণ করা হয়েছে সুন্নীয়াত প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে সুন্নী জনতার বৃহত্তর ঐক্য সাধনের জন্য। সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে সকল হক্ব তরীক্বাকে একই প্লাটফরমে আনয়নের জন্য তো তাঁর আর্বিভাব। তিনিই হচ্ছেন সকল তরীক্বা ও ছিলছিলার মাইলষ্টোন বা যোগসূত্র। মনে হয় সেই মহান উদ্দেশ্যকে সফল বাস্তবায়নের অভিপ্রায়ে মহান রাব্বুল আলামীন তাঁকে এমন মুর্শিদে বরহক প্রদান করেছেন যাঁর জন্মস্থান ও রওজা শরীফ এখানে নহে। সাধারণ মানুষ যেন তাঁকে সীমিত গন্ডির ভিতর আবদ্ধ করার অবকাশ না পায়। কারণ তিনি তো দলমত নির্বিশেষে সুন্নীয়াতের মহান ইমাম ও পথ প্রদর্শক। বাংলার আ'লা হযরত ও মোজাহেদে আজম।

গাউছুল কামেলীন, মুর্শিদে বরহক হযরত মাওলানা সৈয়দ আবদুল হামিদ বাগদাদী (রহঃ) এর সাথে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা

ইমামে আহ্লে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব কাজী মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী ছাহেব আমাদেরকে এই ঘটনা বর্ণনা করেন। একবার হাটহাজারী খারেজী মাদ্রাসার ওহাবীরা তাদের মাদ্রাসার বার্ষিক সভায় দুরভিসন্ধিমূলকভাবে হযরত মাওলানা সৈয়দ আবদুল হামিদ বাগদাদী (রহঃ) কে দাওয়াত প্রদান করে। হযরত বাগদাদী (রহঃ) অন্য দেশের বাসিন্দা বিধায় সুন্নাতের লেবাস পরিহিত মুসলমানদের মধ্যে রাসূলে পাক (দঃ) এর দুশমন থাকতে পারে সে সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল ছিলেন না। তাই তিনি সরলমনে তাদের দাওয়াত গ্রহণ করেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) তাঁর পীর ও মুর্শিদ হযরত বাগদাদী (রহঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আগমন করেন। তিনি জামে মসজিদে এসে জানতে পারলেন হযরত বাগদাদী (রহঃ) হাটহাজারীর সভার দাওয়াত গ্রহণ করেছেন। এ কথা শ্রবণ করে রাগে এবং উদ্বেগতায় তাঁর চেহারা অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) তো ছিলেন সার্বক্ষণিক ফানাফির রাসূল (দঃ)। প্রিয় নবীজি (দঃ) এর জন্য সদা সর্বদা দিওয়ানা। বাতিল নবীদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে তিনি আপোষহীন ও খরগহস্ত। তাই তিনি নবীপ্রেমে বিভোর হয়ে আপন মুর্শিদের বিরুদ্ধাচরণ করতেও কুণ্ঠিত হলেন না। তিনি তথায় উপস্থিত শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা সফিরুর রহমান হাশেমী (রহঃ) ও অন্যান্যদের সামনে রাগ এবং ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে বজ্রকণ্ঠে বললেন, "ওহাবীদের সাথে যে সম্পর্ক রাখে সেও কাফের। এই ধরণের পীরের বায়াত আমি ফেরত দিতে রাজী আছি।" এই বলে তিনি কাজীর দেউড়ীস্থ নিজ বাসভবনে ফিরে আসেন।

পরবর্তীতে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর এই উক্তিসমূহ হযরত বাগদাদী (রহঃ) এর কর্ণগোচর হয়। তিনি এতে ভীষণ রাগান্বিত হয়ে হুংকার দিয়ে বলতে থাকেন, "হ্যাঁ, আজিজুল হক আমাকে কাফের বলেছে? দ্বীন এসেছে, নবী এসেছে, কোরআন এসেছে, হাদীস এসেছে, সবকিছু এসেছে আমাদের আরবীয়দের মাধ্যমে। সে আমাকে অপমান করল। সে কোথায়? আমি তাকে কতল করব।" এ বলে তিনি অগ্নি প্রজ্জ্বলিতরূপ অবস্থায় ঘোরাফেরা করতে লাগলেন।

পরদিন আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) পুনরায় আগমন করলেন। তিনি জামে মসজিদ সন্নিকটস্থ হযরত মাওলানা মোহাদ্দেছ সফিরুর রহমান হাশেমী (রহঃ) এর হুজরায় প্রবেশ করলেন। হযরত মাওলানা সফিরুর রহমান হাশেমী (রহঃ) হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) কে দেখে উৎকণ্ঠিত নয়নে ত্বরিতবেগে বললেন, "আপনি তো সর্বনাশ করেছেন। হযরত বাগদাদী হুজুর কেবলাকে দোষারোপ করে গেছেন। উনি তো সাংঘাতিক রাগান্বিত হয়ে আপনাকে খোঁজে বেড়াচ্ছেন। আপনি তাড়াতাড়ি এখান থেকে প্রস্থান করুন। উনি সৈয়দ বংশের লোক। না জানি কি অঘটন ঘটিয়ে ফেলেন।" এ কথা শুনে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) সেখানে আর অবস্থান না করে নিজের বাসভবনে ফিরে আসলেন। অতঃপর হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এরই ঘনিষ্ট এবং পীরভাই আনোয়ারা থানার খাসখামা নিবাসী জনাব মৌলানা আহমদ সৈয়দ (রহঃ) তথায় আগমন করলে ঘটনার বিস্তারিত জানার জন্য হযরত বাগদাদী (রহঃ) এর হুজরায় প্রবেশ করলেন। এতে হযরত বাগদাদী (রহঃ) তাঁকে জানান, "আমি হাটহাজারী মাদ্রাসার দাওয়াত গ্রহণ করেছি এজন্য আজিজুল হক আমাকে কাফের বলেছে।" হযরত মাওলানা আহমদ সৈয়দ (রহঃ) হযরত বাগদাদী (রহঃ) কে বুঝিয়ে বলেন, " বাবাজান! মাওলানা আজিজুল হক আপনাকে সরাসরি কাফের বলেননি। আপনি কাফের ওহাবীদের দাওয়াত গ্রহণ করেছেন বলে আপনাকে দোষারোপ করেছেন।" হযরত বাগদাদী (রহঃ) কিছুটা নমনীয় ও আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কারা ওহাবী? কারা কাফের?" হযরত মাওলানা আহমদ সৈয়দ ছাহেব জানালেন, "বাবাজান! আপনি হাটহাজারীর যাদের দাওয়াত গ্রহণ করেছেন তারাই বাতিল ওহাবী এবং কাফের। কারণ তারা তাদের পুস্তকে কুফরী কালাম লিখেছে। যেমন, আল্লাহ্ মিথ্যা কথা বলতে পারেন। নবী করিম (দঃ) এর এলম অপেক্ষা শয়তানের এলম বেশী। নামাযের মধ্যে নবীর খেয়াল আসা অপেক্ষা গাধা ও খচ্চরের খেয়াল অনেক উত্তম ইত্যাদি ইত্যাদি (নাউযুবিল্লাহ্)। মাওলানা আজিজুল হক এজন্য তাদেরকে কাফের বলেন।" হযরত বাগদাদী (রহঃ) নম্র হয়ে বললেন, "তার প্রমাণ কি? মাওলানা আজিজুল হককে ডেকে আন।" মৌলানা আহমদ সৈয়দ ছাহেব অবস্থা অনুকূলে দেখে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর কাছে খবর পাঠালেন। হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) দেওবন্দী ওহাবীদের লেখা ভ্রান্তিমূলক কিতাবাদী নিয়ে হযরত বাগদাদী (রহঃ) এর কাছে হাজির হলেন এবং কিতাব খুলে ওহাবীদের কুফরী কালামসমূহের বিবরণ উপস্থাপন করলেন। এতে হযরত বাগদাদী (রহঃ) নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হলেন এবং বললেন,"মাওলানা আজিজুল হকই ঠিক কথা বলেছেন। আমিই বিভ্রান্তিতে ছিলাম। এদের আক্বীদা সম্পর্কে আমার জানা ছিল না।"

তরীক্বতের দীক্ষা প্রদান

মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত, আওলাদে রাসূল (দঃ), গাউছে জামান, রাহ্নুমায়ে শরীয়ত ও তরীক্বত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) পীর-মুরিদী প্রক্রিয়াকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্যস্থল হিসাবে গ্রহণ করেননি। অথচ তিনি ছিলেন পীরে তরীক্বত, আওলাদে রাসূল (দঃ), মুর্শিদে বরহক, হযরত মাওলানা সৈয়দ আবদুল হামিদ বাগদাদী (রহঃ) এর সুযোগ্য খলিফায়ে আজম। পীর-মুরিদী হচ্ছে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জমাতের একটি অধ্যায়। কিন্তু তাঁর দায়িত্ব ও কর্মধারা তো ছিল ব্যাপক। তাঁকে তো প্রেরণ করা হয়েছে জমানার মোজাদ্দেদ হিসাবে। বাতিল শক্তিকে পরাজিত ও নিশ্চিহ্ন করে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জমাতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তো তাঁর শুভাগমন। সুন্নীয়াতকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার মহান গুরু দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়েছে। তদুপরি যাঁরা তাঁর চারিত্রিক মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়েছেন এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টির ফলে তাঁর পরিচয় লাভ করেছেন, তাঁদেরকে তিনি বঞ্চিত করেননি। ছিলছিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়ার ছবক দানে তাঁদেরকে ধন্য করেছেন। তাই এই কথা সর্বজন স্বীকৃত তিনি বাহ্যিক চাকচিক্য প্রদর্শন করে কোনদিন মুরিদ করাতেন না। বরঞ্চ যাঁরা তাঁর কাছে বায়াত গ্রহন করেছেন তাঁরা প্রবল আকর্ষন ও পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের ফলেই মুরিদ হয়েছেন। তাঁর পবিত্র জবানে পাক থেকেও এ কথার যথার্থ সাক্ষ্য পাওয়া যায়। যেমন তিনি বারংবার এরশাদ করতেন, " আমি জোরপূর্বক মানুষকে মুরিদ করি না। মানুষের অন্তরে আল্লাহ্র পেয়ারা রাসূল (দঃ) এর মহব্বত পয়দা করার দিকে বেশী খেয়াল রাখি এবং আক্বায়েদে আহ্লে সুন্নাতের দিকে বেশী তাকিদ দিয়ে থাকি যদ্বারা মানুষ সত্বর আল্লাহ্র প্রিয় হতে পারে।" তাঁর কাছে কেউ পীরের বায়াত হতে পরামর্শ চাহিলে তিনি বায়াত হওয়ার আগে পীরের সাজরা দেখার পরামর্শ দিতেন এবং বলতেন, "পীরের সাজরায় যদি কোন বাতিলপন্থী ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয় তবে ঐ পীর বাতিল বলে গণ্য হবে। সেখানে ফয়েজ ও বরকত আসবে না।" তিরি প্রায়শঃ বিনাদ্বিধায় পরামর্শ দিতেন, "হযরত মাওলানা মোহাদ্দেছ সফিরুর রহমান হাশেমী (রহঃ) এর নিকট যাও। তিনি জমানার আবদাল। তাঁর সাজরাতে কোন আপত্তিযুক্ত লোক নেই। আর না হয় চট্টলার গৌরব সৌভাগ্যের পরশমণি হযরত মাওলানা হাফেজ ছৈয়দ আহমদ শাহ্ ছিরিকোটি (রহঃ) প্রকাশ পেশোয়ারী ছাহেব এর কাছে বায়াত হও। তাঁর ছিলছিলাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁর দামানই নাজাতের উত্তম উছিলা।" তাছাড়া তিনি মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের গদ্দীনশীন আওলাদে পাক হযরত মাওলানা

শাহসূফী সৈয়দ দেলওয়ার হোসাইন মাইজভান্ডারী (রহঃ) এর কাছেও বায়াত হওয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করতেন।

মোজাদ্দেদে মিল্লাত, কুতুবে আলম, পীরে মোকাম্মেল হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর খেলাফতপ্রাপ্ত দু'জন খলিফার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর খেলাফত প্রাপ্ত প্রধান খলিফা হচ্ছেন বোয়ালখালী থানার অন্তর্গত খিতাপচর বেঙ্গুরা নিবাসী পীরে কামেল শাহ্সূফী হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল মাবুদ আল্ কাদেরী (রহঃ)। বোয়ালখালীর খিতাপচরে তাঁর পবিত্র রওজা শরীফ অবস্থিত এবং প্রতি বৎসর ২৩ শে সফর মহাসমারোহে ওরস মোবারক অনুষ্ঠিত হয়। অন্যজন হচ্ছেন সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত চরতি নিবাসী হযরত মাওলানা আলহাজ্ব শেখ জামাল উদ্দিন আহমদ আল্ কাদেরী (রহঃ)। চট্টগ্রাম শহরস্থ ফ্লোরাপাস রোড আম বাগানে তাঁর পবিত্র রওজা শরীফ বিদ্যমান রয়েছে। তাছাড়া হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর বিশেষ নির্দেশক্রমে রাউজান থানার অন্তর্গত মইশকরম নিবাসী হযরত মাওলানা হাফেজ কাজী মোহাম্মদ সোলাইমান আল্ কাদেরী ছাহেবকে পরবর্তীতে খেলাফত প্রদান করা হয়। এ সম্পর্কিত একটা বিশেষ ঘটনা আমরা পরবর্তীতে উল্লেখ করেছি।

মোজাদ্দেদে মিল্লাত, মোর্শেদে আহ্লে জঁমা হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর বড় শাহ্জাদা পীরে তরীক্বত হযরত মাওলানা শাহ্সূফী সৈয়দ মোহাম্মদ আমিনুল হক আল্ কাদেরী ছাহেব (মঃ জিঃ আঃ) হাটহাজারী দরবার শরীফের পক্ষ থেকে হুজুর কেবলার নিম্নলিখিত বিশেষ মুরিদবর্গকে পরবর্তীতে লিখিত খেলাফত প্রদান করেন-

১। পীরে তরীক্বত হযরতুল আল্লামা শাহ্সূফী মাওলানা হাফেজ কাজী মোহাম্মদ সোলাইমান আল্ কাদেরী ছাহেব। (মইশকরম, রাউজান)।

২। পীরে তরীক্বত হযরতুল আল্লামা শাহসূফী মাওলানা কাজী মোহাম্মদ মিয়া তলোয়ার বাংলা ছাহেব (রহঃ)। (বক্তপুর, ফটিকছড়ি)।

৩। পীরে তরীক্বত হযরতুল আল্লামা শাহসূফী মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল হাকিম আল্ কাদেরী ছাহেব (রহঃ)। (ঝিওরী, আনোয়ারা)।

৪। পীরে তরীক্বত আলহাজ্ব মাওলানা শাহ্সূফী এস, এম, আবদুল আলীম আল্ কাদেরী ছাহেব। (জামিরজুরী, চন্দনাইশ)।

মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর ইতোপূর্বে উল্লেখিত সম্মানিত খলিফাবৃন্দ ও মুরিদান ছাড়াও আরও অসংখ্য অগণিত মুরিদান রয়েছেন। যাঁরা মুরশিদে বরহক হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর পবিত্র খেদমতে সর্বদা নিয়োজিত থেকেছেন এবং অদ্যাবধি অনেকে হাটহাজারী দরবার শরীফের মহান খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। তন্মধ্যে ইন্তেকালপ্রাপ্ত বিশেষ কিছু মুরিদবর্গের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদান করা হলঃ

(১) রাঙ্গুনীয়া থানার অন্তর্গত পোমরা নিবাসী অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা মুফতী গাজী মফজল আহমদ নঈমী (রহঃ)। তিনি রাঙ্গুনীয়াস্থ পোমরা জামেয়া নঈমীয়া তৈয়্যবিয়া ফাজিল মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। উল্লেখ্য তিনি মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর পবিত্র শান রক্ষার্থে বাতিল তরীক্বত পন্থীদের সাথে সর্বাত্মক জেহাদে অবতীর্ণ হন। এতে সম্মানিত সুন্নী ওলামায়ে কেরাম তাঁকে সর্বসম্মতিক্রমে গাজী উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি ২০০৩ইং সনের ২০শে রমজান ও ২রা অগ্রহায়ন ইন্তেকাল করেন। স্বীয় প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার পশ্চিম পার্শ্বস্থ পাহাড়ের চূড়ায় তাঁর পবিত্র রওজা শরীফ অবস্থিত।

(২) হাটহাজারী থানার অন্তর্গত মাদার্শা নিবাসী হযরত মাওলানা ছৈয়দ মোহাম্মদ ইউছুফ আল্ কাদেরী ছাহেব।

(৩) বোয়ালখালী থানার অন্তর্গত শ্রীপুর নিবাসী জনাব মোহাম্মদ এজলাসুর রহমান আল্ কাদেরী ছাহেব। তিনি হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত দীর্ঘদিন যাবৎ হুজুরের কদম সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। অতঃপর হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এরই নির্দেশক্রমে পরবর্তীতে হাটহাজারী দরবার শরীফের প্রধান খাদেম হিসেবে নিঃস্বার্থভাবে আজীবন খেদমত করে গেছেন।

(৪) সীতাকুন্ড থানাধীন সলিমপুর নিবাসী জনাব মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস আল্ কাদেরী ছাহেব। তিনি হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর নির্দেশনা মোতাবেক আজীবন হযরত কালু শাহ্ ফকির (রহঃ) এর মাজার, মসজিদ ও মাদ্রাসা কমিটির প্রধান মোতওয়াল্লী হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন এবং ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত নিরলসভাবে হাটহাজারী দরবার শরীফের খেদমত করে গেছেন।

(৫) জনাব হেকীম সুলতান আহমদ শাহ্ আল্ কাদেরী ছাহেব। বড়পীর (রাঃ) এর দরগাহ বাড়ী, পাঁচখাইন, রাউজান।

(৬) বোয়ালখালী থানার অন্তর্গত কদুরখীল নিবাসী জনাব আলহাজ্ব এস, এম, মোজাহেরুল হক সওদাগর সাহেব। প্রতিষ্ঠাতা, মোজাহের ঔষধালয়।

(৭) জনাব গাজী আবদুল মালেক সওদাগর। চৌধুরী হাট, নোয়াপাড়া, রাউজান।

(৮) জনাব আলহাজ্ব আমজাদ আলী আল্ কাদেরী ছাহেব। রুস্তমহাট, বটতলী, আনোয়ারা।

(৯) হাটহাজারী থানার অন্তর্গত লালিয়ারহাট নিবাসী জনাব সুফি অলি আহমদ ড্রাইভার ছাহেব।

(১০) পটিয়া থানার অন্তর্গত চরকানাই নিবাসী জনাব নুরুল হক ড্রাইভার ছাহেব।

(১১) সীতাকুন্ড থানার অন্তর্গত সলিমপুর নিবাসী জনাব আবদুল গফুর আল্ কাদেরী প্রকাশ দরবেশ সাহেব।

(১২) রাউজান থানার অন্তর্গত গহিরা নিবাসী জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের সওদাগর।

(১৩) হাটহাজারী নিবাসী জনাব আলহাজ্ব ছিদ্দিক আহমদ সওদাগর।

(১৪) হাটহাজারী নিবাসী জনাব কালা মিয়া সওদাগর।

(১৫) হাটহাজারী থানার অন্তর্গত লালিয়ারহাট নিবাসী জনাব মোহাম্মদ শফি কোম্পানী।

(১৬) পাঁচলাইশ থানার অন্তর্গত আতুরার ডিপো নিবাসী জনাব আলহাজ্ব আবদুস সোবহান আল্ কাদেরী।

(১৭) চট্টগ্রাম দেওয়ানহাট ঈদগাহ নিবাসী জনাব আবদুস সোবহান সওদাগর সাহেব।

(১৮) পটিয়া থানার অন্তর্গত চরকানাই নিবাসী জনাব আবদুল লতিফ আল্ কাদেরী ছোকানী ছাহেব।

(১৯) রাঙ্গুনীয়া নিবাসী জনাব মৌলভী ছালেহ্ আহমদ ছাহেব।

(২০) রাউজান থানার অন্তর্গত নোয়াপাড়া চৌধুরীহাট নিবাসী জনাব আহমদ মিয়া প্রকাশ বজল সওদাগর।

(২১) হাটহাজারী নিবাসী জনাব হাজী গুরা মিয়া ড্রাইভার।

ত্রি-রত্ন 'হামিদ' নামের রহস্য

'হামদ' শব্দের অর্থ প্রশংসা করা। আল্লাহ্‌র আউলিয়ায়ে কেরামের প্রশংসা তো মহান আল্লাহ্ পাকেরই প্রশংসা। মোজাদ্দেদে মিল্লাত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, আওলাদে রাসূল (দঃ) হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর আর্বিভাব ও প্রকাশ লাভের ক্ষেত্রে একই নাম 'আবদুল হামিদ' ধারণকারী তিনজন বিশেষ ব্যক্তিত্বের ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। মনে হয় মহান রাব্বুল আলামীন আশেকে রাসূল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) কে জমানার মোজাদ্দেদ হিসেবে প্রকাশ ঘটানোর জন্য পরোক্ষভাবে তাঁদেরকে প্রেরণ করেছেন। তন্মধ্যে প্রথমজন হচ্ছেন পীরে কামেল, তাজুল ওলামা হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী সৈয়দ আবদুল হামিদ আল্ কাদেরী মেখলী (রহঃ), যাঁর পবিত্র ঔরসে আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) জন্মগ্রহন করেন এবং তাঁরই সুদক্ষ তত্ত্বাবধানে তিনি শিক্ষালাভ করেন। দ্বিতীয়জন হচ্ছেন গাউছুল আজম দস্তগীর (রাঃ) এর পবিত্র বংশধর আওলাদে রাসূল, মোজাহেদে আজম ও পীরে মোকাম্মেল হযরত মাওলানা সৈয়দ আবদুল হামিদ বাগদাদী (রহঃ), যাঁর পবিত্র দাস্ত মোবারকে আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) বায়াত গ্রহণ করেন এবং বেলায়তের সর্বোচ্চ খেলাফত লাভ করেন। তৃতীয়জন হচ্ছেন সুলতানুল ওয়ায়েজীন, ফখ্‌রে বাংলা হযরত মাওলানা আবদুল হামিদ আল্ কাদেরী (রহঃ), যিনি আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) কে সর্বসম্মতিক্রমে 'শেরে বাংলা' উপাধিতে ভূষিত করেন। আবার আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর পবিত্র জীবনকে তিনভাবে বিভক্ত করা যায়। যথাঃ ব্যক্তিগত, আধ্যাত্মিক ও সংগ্রামী। যে কারণে আমরা এই জীবনীগ্রন্থে হুজুর কেবলার হায়াতে জিন্দেগীকে তিন অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি। আশ্চর্যের বিষয় আওলাদে রাসূল (দঃ) হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর এই ত্রিবিধ জীবন অধ্যায়ে একই নামের অধিকারী উল্লেখিত তিনজন বিশেষ ব্যক্তিত্বের অবদান ও ঋণ অনস্বীকার্য। এ যেন আল্লাহ্ পাকেরই সুমহান কুদরত।

মানবীয় চরিত্রের উপর আওলাদে রাসূল (দঃ) হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর আধিপত্য

মোজাদ্দেদে মিল্লাত, আওলাদে রাসূল (দঃ), শামসুল আরেফীন, সিরাজুস্ সালেকীন হযরতুল আল্লামা গাজী সৈয়দ মোহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা (রহঃ) ছাত্র জীবন হতে অতিশয় সংযমী ছিলেন। কঠিন রিয়াজতের দ্বারা তিনি তাঁর আপন স্বভাবের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করতে সক্ষম হন। তিনি স্বয়ং পানাহার, পায়খানা-প্রশ্রাব ও নিদ্রা এই পঞ্চ চাহিদার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্জন করেছেন। একাদিক্রমে তিনি এই পাঁচ প্রকারের হাজতে তব্‌য়ী (স্বভাবজাত প্রয়োজন) হতে বিরত থাকতে সক্ষম। নিম্নের ঘটনা প্রবাহ থেকে এ কথার বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায়।

খলিফায়ে গাউছুল আজম মাইজভান্ডারী পীরে কামেল হযরত মাওলানা শাহ্‌সূফী শেখ অছিয়র রহমান আল্ ফারুকী আল্ মাইজভাণ্ডারী (রহঃ) এর পবিত্র জন্মস্থান চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী থানার অন্তর্গত চরণদ্বীপ একটি ঐতিহ্যবাহী গ্রাম। উক্ত গ্রামে হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ (রহঃ) এর পবিত্র ওরশ শরীফ উপলক্ষে আয়োজিত মাহ্‌ফিলে মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) কে দাওয়াত দেয়া হয়। উক্ত মাহ্‌ফিলে হুজুর কেবলার খলিফা হযরত মাওলানা শেখ জামাল উদ্দিন আহমদ আল্ কাদেরী (রহঃ) ও হুজুর কেবলার সফরসঙ্গী হিসেবে সাথে ছিলেন। তিনিই এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সকাল দশটার সময় হুজুর কেবলা কাজীর দেউড়ী বাসভবন থেকে তাঁকে নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। জোহরের নামাজের সময় হুজুর কেবলা মাহফিলস্থলে উপস্থিত হলেন। তিনি শুধুমাত্র কুলি করে নামাজ আদায় করলেন। ওরশ উপলক্ষে বিরাট জনসমাগম ঘটেছে। ইতিমধ্যে গরু-মহিষ ইত্যাদি জবেহ্‌র মাধ্যমে ওরশের কর্মসূচী শুরু হয়ে গেছে। হুজুর কেবলার আগমনের অনেক পূর্বে মাহ্‌ফিল আরম্ভ হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট আলেম মৌলানা আবদুল হক ছাহেব মাহ্‌ফিলে সভাপতির আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। হুজুর কেবলা শেরে বাংলা (রহঃ) তাঁর সভাপতিত্বে আসন গ্রহণ করতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। এরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থায় হযরতুল আল্লামা মৌলানা মুফতী ইদ্রিছ রেজভী ছাহেব এবং আরো কয়েকজন আলেম হুজুর কেবলাকে সভায় আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। কিন্তু হুজুর কেবলা স্বীয় সিদ্ধান্তে অনড়। তিনি বললেন যে, মৌলানা আবদুল হক ছাহেব সুন্নী হয়েও ওহাবীদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখেন

বিধায় তিনি সেই সভায় যোগদান করতে অক্ষম। উপস্থিত ওলামায়ে কেরাম, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণের বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি কিছুতেই সভায় আসন গ্রহন করতে রাজী হলেন না। অবশেষে তিনি শর্ত আরোপ করে বললেন যে, মৌলানা আবদুল হককে দিয়ে যদি ওহাবীদের সমালোচনামূলক বক্তৃতা দিতে সক্ষম হন তবেই তিনি সভায় উপস্থিত থাকবেন। অতঃপর তাঁরা সকলে মৌলানা আবদুল হক ছাহেবকে শেরে বাংলা হুজুর কেবলার ইচ্ছার কথা প্রকাশ করে ওহাবী বিরোধী বক্তৃতা দিতে আর্জি পেশ করেন। মৌলানা আবদুল হক ছাহেব তাতে সম্মতি প্রদান করলে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) সভায় আসন গ্রহন করেন। অতঃপর মৌলানা আবদুল হক ছাহেব এমন ওহাবী বিরোধী তক্বরীর করলেন যে, স্বয়ং হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) তাতে বিস্ময় প্রকাশ করলেন এবং খুবই আনন্দিত হলেন। হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) আসরের নামাযের পর থেকে রাত্রি বারটা পর্যন্ত সারগর্ভ তক্বরীর করেন। নামাযের সময় হলে তিনি কেবলমাত্র কুলি করে নামাজ আদায় করেন। সারা দিবা-রাত্রির মধ্যে তিনি কোন নিদ্রা যাননি। প্রায় শতাধিক কাপ চা পান করেছেন ও রাত্রে পানাহার করেছেন। কিন্তু প্রশ্রাব-পায়খানা ইত্যাদি কোন হাজতের প্রয়োজন হল না। এমনকি পরদিন ফজরের আজান হলে শুধুমাত্র কুলি করে ফজরের নামাজের ইমামতি করে নামায আদায় করলেন। আশ্চর্যের বিষয় তিনি গতকাল বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় যে মৌজা পরিধান করেছিলেন তাও না বদলিয়ে ফজরের নামায আদায় করলেন। সোবহানাল্লাহ্! উপরোক্ত ঘটনাপ্রবাহ নিঃসন্দেহে আওলাদে রাসূল (দঃ) হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর কঠোর রিয়াজত, সংযম ও উচ্চ কামালিয়াতের পরিচয় বহন করে।

মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর এশ্‌কে রাসূলের কয়েকটি নজীর

এক

আওলাদে রাসূল (দঃ) হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর খলিফা হযরত মাওলানা শেখ জামাল উদ্দিন আহমদ আল্ কাদেরী (রহঃ) এই ঘটনা বর্ণনা করেন। মোজাদ্দেদে মিল্লাত, মুর্শিদে বরহক হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) ছাহেবের খেদমতে গিয়ে একবার "মাইতু বিমারে নবী হোঁ" লিখিত সাইনবোর্ড দৃষ্টিগোচর হয়। এ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন মনে দোলা দিতে থাকে। কথা প্রসঙ্গে হুজুর কেবলা দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, "রসগোল্লার তারিফ করলে তৃপ্তি মিটে না যতক্ষণ না তা ভক্ষণ করে স্বাদ গ্রহন করা না হয়। এটাও তদ্রূপ। এশ্‌কে রাসূল (দঃ) খোদাওন্দ করিমের নেয়ামতের মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ, অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় অমূল্য রতন। যে ব্যক্তি এই নেয়ামতের অংশ পায় নাই সে বড়ই হতভাগ্য ও মাহরূম ব্যক্তি। আর যার কিছুমাত্রও ইহা নছীব হয়েছে, সে বড়ই সৌভাগ্যবান ও ধনবান ব্যক্তি। এজন্য আমার কাছে অন্যান্য সকল প্রকারের নেয়ামত ধন-দৌলত ইত্যাদি হেয় ও ঘৃণিত।"

এখানে উল্লেখ্য হুজুর কেবলার জীবনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তাঁর এই অপূর্ব অমিয় বাণীটি রওজা শরীফের সম্মুখে অংকিত হয়ে মনে হচ্ছে হুজুর কেবলার এশ্‌কে রাসূলের সাক্ষ্য প্রদান করছে।

দুই

মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর প্রিয়ভাজন ও বিশিষ্ট ভক্ত চান্দগাঁও নিবাসী জনাব নওয়াব মিয়া মুন্সী একদিন এক জোড়া কাল রঙের জুতা ক্রয় করে নিয়ে আসেন। হুজুর কেবলার খেদমতে হাদিয়া স্বরূপ পেশ করেন। হুজুর কেবলা তাঁর দিকে তাকিয়ে শুধু হাসছিলেন। মুন্সী সাহেবও তা নানা ভঙ্গিমায় গ্রহন করানোর চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু হুজুর কেবলা ফেরতও দিচ্ছেন না কিংবা গ্রহনও করছেন না। উক্ত মুন্সী সাহেব বড়ই কঠিন মানুষ। তাঁর এগুলি নিতেই হবে বলে

আবদার সহকারে জিদ করতে লাগলেন। এরূপ অবস্থায় সময় অতিবাহিত হতে লাগল। এদিকে মুন্সী সাহেবের কোন কাজের তাড়া ছিল বিধায় ব্যস্ত ও অস্থির হয়ে পড়লেন। হঠাৎ হুজুর কেবলা মুন্সী সাহেবের দিকে লক্ষ্য করে এরশাদ করলেন, "মুন্সী সাহেব! আপনারা কি কোনদিন আমার প্রতি লক্ষ্য করে দেখেন নাই। আমার পায়ের জুতাগুলি কি ধরণের হয়। তা আপনাদের খারাপ মনে হতে পারে। কেন এত জোরজবরদস্তি করছেন। হাদিয়া যে প্রকারেরই হোক কবুল করাটা সুন্নাত। তা না করে এখানে আমি একটা রহস্যময় ব্যাপার বর্ণনা করে যাচ্ছি। তা হল এই যে, আমি সর্বদা লাল জুতাই পরিধান করে থাকি। কাল রঙের কখনও আমি ব্যবহার করি না। তার একমাত্র কারণ হল, খানায়ে কাবার গিলাফ শরীফের রং কালো অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পেয়ারা রাসূল (দঃ) এর হিজরতের পর হতে পবিত্র কাবাগৃহ শোকতপ্ত ও বিরহের চিহ্ন কাল গিলাপ পরিধান করতে থাকে। এটা কিয়ামত পর্যন্ত পরিবর্তন হবে না। অনুরূপভাবে আমি অধমও নিজের মধ্যে বিরহের নিদর্শন স্বরূপ কাল টুপি ব্যবহার করে থাকি। পক্ষান্তরে বেয়াদবীর ভয়ের আশংকায় কাল জুতা পরিধান বর্জন করেছি। এটা আমার নিজস্ব আচরণ। আমি কাকেও এর প্রতি জবরদস্তি করি না। আমি নিজেই আন্তরিকতার সাথে পালন করে যাচ্ছি।" এতটুকু ব্যাখার সাথে সাথেই জনাব মুন্সী সাহেবের মধ্যে অদ্ভুত ভাবান্তর সৃষ্টি হয়। তিনি অন্য প্রোগ্রাম বাদ দিয়ে অনতিবিলম্বে তৎক্ষণাৎ জুতাগুলি পরিবর্তন করে লাল রঙের নিয়ে আসেন এবং হুজুর কেবলাকে গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। অতঃপর হুজুর কেবলা তা গ্রহন করার সঙ্গে সঙ্গে তথায় উপস্থিত হুজুর কেবলার ভক্তবৃন্দরা প্রত্যেকেই একটি করে কাল টুপি সংগ্রহ করে নিলেন।

সোবহানাল্লাহ্! সুখের বিষয় এখনও হুজুর কেবলার ভক্ত ও অনুসারীরা হুজুর কেবলার এই মহান সুন্নাতের অনুসরণে কালো টুপি পরিধান করে যাচ্ছেন। তাছাড়া হুজুর কেবলার আদর্শের সৈনিক সুন্নীয়াতের আন্দোলনে উজ্জীবিত বীর মুজাহিদরা হুজুর কেবলার অনুসরণে কালো টুপি পরিধান করছেন। তাই এই লম্বা কালো টুপি বাতিলদের বিরুদ্ধে জেহাদের প্রতীকরূপে সুন্নী জনতার মাঝে ব্যাপকহারে পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সুন্নীদেরকে ধোকা দেওয়ার জন্য কতিপয় বাতিলরাও এখন কালো টুপি পরা শুরু করেছে। সুতরাং এ ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক হওয়া অপরিহার্য।

তিন

মোজাদ্দেদে মিল্লাত, আওলাদে রাসূল (দঃ) হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর পূর্ণাঙ্গ জীবনই নবী প্রেমের বাস্তব প্রতিফলন। নিম্নে আশেকান ও সূক্ষ্মদর্শীদের জন্য আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি।

আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) তখন মেখল ফকিরহাট এমদাদুল উলুম মাদ্রাসায় শিক্ষকতায় নিয়োজিত। বর্তমান গহিরা এফ, কে, জামেউল উলুম আলীয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা দোস্ত মোহাম্মদ ছাহেব এবং রসুলাবাদ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা গোলাম কাদের ছাহেবও তখন উক্ত মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করতেন। উল্লেখ্য তাঁরা সম্প্রতি উভয়ে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর সংস্পর্শে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জমাতের আক্বীদায় দীক্ষিত হয়েছিলেন। তবে তাঁরা আলেম হিসাবে জ্ঞানী ও সুদক্ষ ছিলেন। তাঁরা একদিন সুপরিকল্পিতভাবে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর কাছে একটি মাসআলার সমাধান জানতে তৎপর হলেন। এই বিশেষ মাসআলাটি হল, হযরত রাসূলে পাক (দঃ) এর মাতা-পিতা মু'মিন ছিলেন কিনা? হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এতে দীপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, অবশ্যই মু'মিন ছিলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই।" আলেমদ্বয় প্রশ্ন উত্থাপন করে বললেন, "আমরা আপনার অভিমত গ্রহন করতে পারলাম না। কেননা ইমামে আজম হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) কর্তৃক রচিত সুবিখ্যাত 'ফিকাহে আকবর' নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে, মা'তা আলাল কুফর অর্থাৎ প্রিয় নবীর মাতা-পিতা কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করেছে।" এ বর্ণনা শুনে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর মাঝে ইশ্‌কে রাসূলের জোয়ার সৃষ্টি হল। কারণ তিনি তো ছিলেন ফানাফির রাসূল, নবী প্রেমে সদা নিমগ্ন। তিনি দীপ্ত কণ্ঠে প্রতিবাদ করে বলে উঠলেন, "অসম্ভব! ইমামে আজম হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এ রকম বর্ণনা করতে পারেন না।" হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) নবী প্রশ্নে জীবনে কোনদিন আপোষ করেননি। নবীপ্রেমে বিভোর হয়ে তিনি ইমামে আজম হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর বিরুদ্ধাচরণ করতেও কুণ্ঠিত হলেন না। তিনি অগ্নিশর্মা নয়নে বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, তাঁর থেকে যদি এ রকম রেওয়ায়েত সত্যি সত্যিভাবে হয়ে থাকে, তবে আমি বলছি, ঐ আজমের কোন প্রয়োজন নেই। তাঁকে তো আমি জানছি প্রিয় রাসূল (দঃ) এর মাধ্যমে। আর তিনি যদি প্রিয় রাসূলে পাক (দঃ) অসন্তুষ্ঠ হন এমন বর্ণনা করেন, তাঁর তাকলিদ (অনুসরণ) আমার কাজে আসবে না।" অতঃপর হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) কে

যখন উক্ত 'ফিকাহে আকবর' নামক কিতাব দেখানো হল, তখন তিনি দীপ্ত কণ্ঠে চ্যালেঞ্জ করে বললেন, "আজ রাতে ইমামে আজম হযরত আবু হানিফা (রহঃ) যদি স্বপ্নে বা বাস্তবে এসে ফিকাহে আকবরের উক্ত বর্ণনা সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ ও গ্রহনযোগ্য অভিমত পেশ না করেন তবে আমি আগামীকল্য হানাফী মাযহাব ত্যাগ করব।" আলেমদ্বয় হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর এরূপ দৃঢ় অঙ্গীকার শুনে হতভম্ব হয়ে পড়লেন। এ কথার উপর তাঁদের আলাপ মুলতবী হল।

পরদিন হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) আনন্দিত চিত্তে মাদ্রাসায় আগমন করলেন। অফিসে ঢুকে সবাইকে সালাম জানালেন। গতদিনের ঘটনা প্রবাহের অবতারণা করে গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) ফরমালেন, "আমি গত রাত্রে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিছানায় শুয়ে দরূদ শরীফ পড়ছিলাম। আমার তন্দ্রা আসলে হযরত রাসূলে পাক (দঃ) ও হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) কে দেখলাম। আমি ভক্তি সহকারে সালাম আরজ করলাম। পেয়ারা রাসূল (দঃ) আমাকে সস্নেহে এরশাদ করলেন, আজিজুল হক, আমার প্রেমে মগ্ন হয়ে তুমি ইমামে আজমের মাযহাব ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়েছ। আমি জানি তোমার অনুরাগ ও ভালবাসা সুগভীর। ইমামে আজম তোমার মাযহাব ত্যাগের সংকল্প জেনে আমার সুপারিশের আশ্রয় নিয়েছে। অতএব তিনি যদি তাঁর ঐ বর্ণনার যথোপযুক্ত কারণ দর্শাতে পারে তাহলে তোমার হানাফী মাযহাব ছাড়ার কোন প্রশ্নই আসে না। প্রিয় নবী (দঃ) এর এরশাদ শুনে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ)! আপনার মহান আদেশ আমার শিরোধার্য। অতঃপর হযরত ইমামে আজম আবু হানিফা (রহঃ) আমাকে সম্বোধন করে বললেন, প্রিয় বৎস! আমার কোন দোষ নেই। আমি লিখেছিলাম, 'মা মাতা আলাল কুফর'। অর্থাৎ রাসূলে পাক (দঃ) এর পিতা-মাতা কুফরের উপর ইন্তেকাল করেননি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন সুন্নী মতাদর্শের লোক ঐ কিতাব ছাপাননি। বরং বাতিলপন্থী রাফেজীগণ কর্তৃক পরবর্তী সংস্করণসমুহ ছাপানো হয়েছে, যার কারণে রাসূলে পাক (দঃ) এর মাতা-পিতা সম্পর্কে মন্তব্যকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বিকৃত করেছে এবং ঐ রাফেজীদের সংস্করণসমূহে রাসূলে পাক (দঃ) এর মাতা-পিতা কুফরের অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন বলে লিপিবদ্ধ করেছে।"

হযরত খাজা খিজির (আঃ) এর সাথে রহস্যময় সাক্ষাৎ

মোজাদ্দেদে মিল্লাত, কুতুবে আলম, গাউছে জামান হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর সাথে স্বীয় জীবদ্দশায় মহান আল্লাহ্‌র কুদরতে ইল্‌মে লাদুন্নিয়ার ধারক হযরত ছৈয়্যদেনা খাজা খিজির (আঃ) এর মোট চারবার সশরীরে সাক্ষাৎলাভ ঘটে। তাঁর পবিত্র জবানে পাক থেকে এ কথার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। তাই সকল স্তরের মুসলমানদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর এল্‌ম 'কছবী'(অর্জিত) নহে, 'আতায়ী'(খোদাপ্রদত্ত) অর্থাৎ এল্‌মে লাদুন্নিই ছিল। তিনি হলেন জাহেরী ও বাতেনী জ্ঞানের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ উজ্জ্বল রত্নভাণ্ডার। মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে এরূপ নেয়ামতপ্রাপ্ত অলিয়ে কামেল জগতে বিরল। আমরা বিভিন্ন অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট ঘটনায় এই পবিত্র রহস্যময় সাক্ষাতের বিবরণ পেশ করেছি। এখানে শুধুমাত্র বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তৃতীয় সাক্ষাতের ঘটনা উল্লেখ করছি, যা হুজুর কেবলা নিজের জবানে পাকে পরবর্তীতে বর্ণনা করেছেন।

১৯৫৮-৫৯ ইংরেজীর ঘটনা। মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) কে বর্তমান ফেনী জেলার দাগন ভূঁইয়া নামক এক জায়গায় দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। ওহাবী-সুন্নীর পর্যালোচনা করার জন্য হুজুর কেবলার সঙ্গে জনাব আয়ুব আলী নামক একজন মুরিদ কিতাব নিয়ে গিয়েছিলেন। এই সভায় হুজুর কেবলা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জমাতের আক্বীদা ও মতবাদ বিশ্লেষণ করতঃ প্রায় দীর্ঘক্ষণ তক্বরীর করেন। অকাট্য দলীল ও প্রমাণাদি দ্বারা ওহাবীরা কাফের বলে ঘোষণা দেন এবং তাদের সঙ্গে সংস্রব রাখা নাজায়েজ বলে উল্লেখ করেন এবং ওহাবীদের কুফরীয়ত সম্পর্কে যারা সন্দেহ পোষণ করবে তাদের ঈমানও বিনষ্ট হবে বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। অতঃপর হুজুর কেবলা এতে উপস্থিত জনতার সম্মতি ও ওয়াদা গ্রহণ করেন। উপস্থিত জনতা হাত উত্তোলন পূর্বক ওহাবী 'ধ্বংস হউক', 'নিপাত যাক' এক বাক্যে স্বীকার করে নারায়ে তকবীর ও নারায়ে রেসালতের শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুললেন। অবশেষে হুজুর কেবলা মিলাদ, কিয়াম ও মুনাজাত সহকারে মাহ্‌ফিল সমাপ্ত করেন। তখন উপস্থিত জনতার মধ্যে ওহাবী-সুন্নীয়তের বিরাট সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। অনেক ওহাবী মৌলভীই জীবিকা নির্বাহের জন্য সুন্নীদের সঙ্গে মিলে মিশে সুন্নী সেজেছে। হুজুর কেবলার অদ্যকার

সারগর্ভ হেদায়তপূর্ণ ভাষণে তাদের গুপ্ত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হল। দেওবন্দী ওহাবীদের হীন রূপরেখা সুস্পষ্ট হয়ে গেল। অনেকেই বলাবলি করতে লাগল যে, এতদিন আমরা ওহাবীর পরিচয় পায় নাই। আজ ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) ছাহেবের বদৌলতে আল্লাহ্ তায়ালার দয়ায় আমরা উক্ত মর্দুদ ফেরকার পরিচয় পেলাম এবং নিজ ঈমানকে হেফাজত করার সুযোগ লাভ করলাম।

মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) মাহ্‌ফিল শেষে বাসে চড়ে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। কিন্তু পথিমধ্যে ফেনী ষ্টেশনে ওহাবীরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) কে আক্রমণ করার জন্য সংঘবদ্ধভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এদিকে মহান রাব্বুল আলামীনের অসীম দয়ার ইঙ্গিতে হযরত রাসূলে করিম (দঃ) এর খাছ দৃষ্টির পরিস্ফুটন ঘটল। হুজুর কেবলার সাথে পথিমধ্যে এক দরবেশ সহযাত্রী হলেন। গাড়িতে আরোহণ মাত্রই তিনি আল্লাহ্‌র জিকির শুরু করলেন। তাঁর মনোমুগ্ধকর জিকিরের সুরে সকলেই নিস্তব্ধ ছিল। গাড়ি যখন ফেনী ষ্টেশন অতিক্রম করে আসে তখন উক্ত দরবেশ হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর সাথে মোলাকাত করে বিদায় গ্রহণ করেন এবং বিদায় কালে ব্যক্ত করেন, "আমি খাজা খিজির । আপনার হেফাজতের দায়িত্ব নিয়ে এই পর্যন্ত এসেছিলাম। এখন আমি বিদায় নিলাম।" এই বলে তিনি মোছাফাহ্ করে চলে যান।

হজ্বে বায়তুল্লাহ্ ও জেয়ারতে মদীনা

মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত, আওলাদে রাসূল (দঃ) হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) স্বীয় মোবারক জীবনে দু'বার পবিত্র হজ্ব সম্পন্ন করার সুযোগ লাভ করেন। প্রথমবার শাদী মোবারকের পূর্বে সম্পন্ন করেন এবং দ্বিতীয়বার ১৯৫৭ ইংরেজীতে বেছাল শরীফের বার বৎসর পূর্বে। আমরা দ্বিতীয়বার হজ্ব সমাপনের সময় সৌদি গ্র্যাণ্ড মুফতির সাথে সংগঠিত বিভিন্ন বাহাছের বর্ণনা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পেশ করেছি। এখানে শুধুমাত্র হুজুর কেবলার জিয়ারতে মদীনায় সংগঠিত আধ্যাত্মিক রহস্যপূর্ণ কারামতের কিঞ্চিৎ বর্ণনা উপস্থাপন করছি।

পবিত্র হজ্ব সমাপনের পর হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) পেয়ারা রাসূল (দঃ) এর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে পবিত্র মদীনা শরীফ পৌছলেন। এখানে অনেক রহস্যপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সবকিছু তিনি বর্ণনা করেন নাই। একটি বিশেষ ঘটনা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। তা হল প্রিয় রাসূল (দঃ) এর দরবারে সকাতরে সজল নয়নে বিনয়াবনত চিত্তে ফরিয়াদ করছিলেন, "আয়! রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন! আপনার দরবারে এসে ইমামে আযম হযরত আবু হানিফা (রহঃ) সালামের উত্তর পেয়েছিলেন এবং মহান সৌভাগ্যবান হযরতুল আল্লামা আহমদ ইবনুর রেফাঈ (রহঃ) আপনার দাস্ত মুবারক চুম্বন করে নিজের জীবনকে ধন্য করেছিলেন। আমি অধম আপনার প্রেমের প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ রূপে নির্বাপিত অন্তর নিয়ে আপনার দয়া ভিক্ষার প্রত্যাশায় অপেক্ষমান। এই অধম ফকিরকে ভিক্ষাদানে বিদায় দিন।" বলতে বলতে চক্ষু মুদিত অবস্থায় দেখতে পেলেন মাহবুবে খোদা প্রিয় রাসূল (দঃ) ডান হস্তের মধ্যে এক থোকা বেহেশ্‌তী আঙ্গুর ফল দান করে অন্তরাল হন। হঠাৎ হুজুর কেবলা চক্ষু মেলে দেখতে পেলেন স্বীয় হস্তের মধ্যে এক থোকা আঙ্গুর এবং জায়গাটি অতীব খোশবুময় হয়ে গেছে (সোবহানাল্লাহ্)। ঘটনার মর্ম উপলব্ধি করে তিনি আপন জায়গায় ফিরে আসলেন এবং সঙ্গীদের জানালেন যে, "আমার যাওয়ার অনুমতি হয়েছে। এখন আমি চলে যাব।"

উল্লেখ্য হজ্বের সময় হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর সঙ্গী সাথীদের মধ্যে ছিলেন চন্দনপুরা নিবাসী মাওলানা শামসুল ইসলাম কাজেমী ছাহেব, মোহরা নিবাসী মাওলানা নুরুল হুদা আল্ কাদেরী এবং গহিরা নিবাসী মাওলানা আবদুল মান্নান ছাহেব। তাঁরা মদীনা মোনাওয়ারা জেয়ারতের সময় হুজুর কেবলার সাথে ছিলেন। তাঁরাও হুজুরকে প্রদত্ত এই বেহেশতী সুস্বাদু আঙ্গুর ফল খেয়েছেন বলে পরবর্তীতে এখানে এসে বর্ণনা করেছেন।

দামেস্কের প্রখ্যাত অলিয়ে কামেল হযরত মোহাম্মদ ছালেহ্ দামেস্কী (রহঃ) এর পবিত্র রওজা শরীফ জেয়ারত এবং তথায় সংঘটিত একটা বিশেষ কারামতপূর্ণ ঘটনা

সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক শহরে অবস্থিত প্রখ্যাত অলিয়ে কামেল হযরত শাহসূফী মোহাম্মদ ছালেহ্ দামেস্কী (রহঃ) এর পবিত্র শানদার রওজা শরীফ আশেকান ও সূক্ষ্মদর্শীদের জন্য একটি বিশেষ দর্শনীয় পবিত্র স্থান। কারণ এই রওজা শরীফের একটি বিশেষ রহস্যপূর্ণ আশ্চর্যজনক কারামত হচ্ছে যে, এখানে শায়িত অলিয়ে কামেলের পবিত্র একখানা পা মোবারক অনতিদূরে গ্লাস দ্বারা পরিবেষ্টিত পবিত্র গিলাফ দ্বারা ঢাকা অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। কথিত আছে যে, অলি বিদ্বেষী জনৈক ব্যক্তি এই পবিত্র রওজা শরীফে ঢুকে বেয়াদবীপূর্ণ কটুক্তি করলে এই প্রখ্যাত অলিয়ে কামেল হযরত ছালেহ্ দামেস্কী (রহঃ) আল্লাহ্র মহান কুদরতে উক্ত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে পবিত্র রওজা শরীফ থেকে স্বীয় পা মোবারক বের করে লাথি নিক্ষেপ করে। মহান আল্লাহ্ পাকেরই নির্দেশ মোতাবেক উক্ত পা মোবারক কারামত স্বরূপ ঐ অবস্থায় থেকে যায়। পরবর্তীতে তা পবিত্র গিলাফ শরীফ দ্বারা ঢেকে দিয়ে গ্লাস পরিবেষ্টিত অবস্থায় সংরক্ষিত রাখা হয়। মনে হয়, আল্লাহ্র আউলিয়ায়ে কেরাম যে তাঁদের স্ব স্ব রওজা শরীফে সশরীরে জীবিত এবং কারো মনোবাসনা পূরণে সক্ষম মহান আল্লাহ্ পাক তারই দৃষ্টান্তমূলক প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত, খাজায়ে বাঙ্গাল হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এই মহান অলিয়ে কামেলের পবিত্র রওজা শরীফ জেয়ারত কল্পে সিরিয়ার দামেস্ক নগরীতে গমন করেন। তিনি উক্ত রওজা শরীফে হাযির হয়ে এই কারামতপূর্ণ ঘটনার বাস্তব প্রমাণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার দৃঢ় আকাংখা ব্যক্ত করেন। কিন্তু রওজা শরীফের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও খাদেমবৃন্দ হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) কে জানান যে, রওজা শরীফের আভ্যন্তরীণ জেয়ারত তথা পবিত্র পা মোবারক দর্শন সাধারণভাবে নিষিদ্ধ। হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) তাঁদেরকে স্বীয় পরিচয় প্রদান পূর্বক জানান যে, তিনি এটা স্বচক্ষে অবলোকন করে দেশবাসীকে জানানোর জন্য দৃঢ় আকাংখা নিয়ে সুদূর পূর্ব পাকিস্তান থেকে এখানে এসেছেন। এতে মাজার শরীফের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) কে

সম্মানপূর্বক নিবেদন করেন যে, "আপনি যদি সত্যই স্বচক্ষে অবলোকনপূর্বক জেয়ারত করতে চান মহামান্য সিরিয়ার বাদশাহ্ বরাবর দরখাস্ত পেশ করুন। তিনি সহৃদয় অনুমতি প্রদান করলেই একমাত্র আমরা আপনার কাংখিত জেয়ারতের বন্দোবস্ত করতে পারি। অন্যথায় আমাদের আর কোন বিকল্প পথ নেই। আমরা আপনার চিঠি যথাযথ সম্মানের সাথে বাদশাহ্র নিকট পৌছানোর ব্যবস্থা করব।" তাঁদের একান্ত পরামর্শ অনুযায়ী আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) তৎক্ষণাৎ সিরিয়ার বাদশাহ্ বরাবর প্রাঞ্জল আরবী ভাষায় একখানা দরখাস্ত বা চিঠি লিখে মাজার শরীফের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে প্রদান করেন। সিরিয়ার মহামান্য বাদশাহ্র নিকট শীঘ্রই দূত মারফত উক্ত চিঠি হস্তগত হয়। আল্লাহ্র আউলিয়ায়ে কেরামের কি মহান শান! হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) কর্তৃক লিখিত উক্ত চিঠি পাঠ করে সিরিয়ার বাদশাহ্ চরম আশ্চর্যান্বিত ও অবাক হলেন। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে জানালেন, "আমি দীর্ঘদিন যাবৎ মসনদে অধিষ্ঠিত আছি এবং এতে শীর্ষস্থানীয় বহু বিজ্ঞ জ্ঞানীলোকের চিঠি আমার কাছে প্রেরিত হয়। কিন্তু এ চিঠিখানার ন্যায় প্রাঞ্জল, বিশুদ্ধ, সহী ও উচ্চ মার্গের ভাষা সম্বলিত কোন পত্র বা চিঠি আমার কাছে ইতিপূর্বে আসেনি। এ চিঠিখানার লেখক নিঃসন্দেহে একজন উচ্চতর শ্রেষ্ঠতম আলেমে দ্বীন। আমি তাঁর সাক্ষাতের দৃঢ় আকাংখা পোষণ করছি।" অতঃপর মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর সাথে বিশেষ সম্মানিত রাজকীয় মেহমান হিসেবে সিরিয়ার বাদশাহ্র সাক্ষাৎ ঘটে। বাদশাহ্ তাঁকে সম্মানিত মেহমান হিসেবে রওজা শরীফের আভ্যন্তরীণ জেয়ারতের আজীবনের জন্য লিখিত অনুমতি প্রদান করেন। অর্থাৎ হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) যতবার সিরিয়া গমন করবেন ততবার ইচ্ছামাফীক এরূপ জেয়ারত করতে পারবেন তারই অনুমতি প্রদান করা হয়।

মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এই মহান অলিয়ে কামেল হযরত ছালেহ্ দামেস্কী (রহঃ) এর ঐতিহাসিক কারামতপূর্ণ নিদর্শন স্বচক্ষে অবলোকন করলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) স্বীয় জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তনের পর বিভিন্ন মাহ্ফিলে এ মহান অলিয়ে কামেলের বিশেষ কারামতপূর্ণ ঘটনার বর্ণনা উপস্থাপন করতেন। এমনকি তিনি বিত্তশালী ওহাবীদেরকে সম্বোধন করে চ্যালেঞ্জ করে ঘোষণা করতেন, তোমাদের তো টাকা পয়সার অভাব নেই, টাকা খরচ করে সিরিয়ার দামেস্ক শহরে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে আস আল্লাহ্র অলিরা পবিত্র রওজা শরীফে কিরূপে জিন্দা থাকে।

তথ্যসূত্র ঃ হযরত মাওলানা শাহ্সূফী কাজী মোহাম্মদ সোলাইমান আল্ কাদেরী (মইশকরম, রাউজান)।

আউলিয়ায়ে কেরাম-এর রূহানী কন্‌ফারেন্স

মোজাদ্দেদে মিল্লাত, কুতুবে আলম, গাউছে জামান, রুহুল আশেকীন হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) শহরের কাজীর দেউড়ীস্থ বাসভবনে একাদিক্রমে প্রায় ত্রিশ বৎসর অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি তার সন্নিকটস্থ জামাল খাঁন লেইন বাসভবনে পরবর্তী পাঁচ বৎসর কাটান। এই দুই বাসভবনে অবস্থানকালীন সময়ে তাঁর মহান আধ্যাত্মিক জীবনের অন্যতম রহস্য ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে আউলিয়ায়ে কেরাম এর রূহানী কন্‌ফারেন্সের আয়োজন। প্রতি বুধবার দিবাগত রাত্রে আউলিয়ায়ে কেরামের এই মহান আধ্যাত্মিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হত। এই নূরানী কন্‌ফারেন্সে দুনিয়া থেকে বেছালপ্রাপ্ত সম্মানিত মহান আউলিয়ায়ে কেরামের রূহ হাজির হতেন এবং বিভিন্ন জটিল বিষয়ে তাঁদের সাথে সরাসরি কথোপকথন হত। হুজুর কেবলার ফয়েজপ্রাপ্ত অন্যতম একনিষ্ঠ মুরিদ ও হাটহাজারী দরবার শরীফের প্রধান খাদেম জনাব আলহাজ্ব এজলাশ মিয়া আল্ কাদেরী উক্ত কন্‌ফারেন্সের একজন প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি হুজুর কেবলার শহরের বাসভবনে উক্ত কন্‌ফারেন্সে প্রায় সময় উপস্থিত থাকতেন। তিনিই আমাদেরকে এই বর্ণনাসমূহ প্রদান করেন। হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর উক্ত দিন কোন মাহ্‌ফিল থাকলেও তিনি ঐ দিন রাত্রি এগারটার পূর্বেই বাসভবনে ফিরে আসতেন। বুধবার রাত্রি এগারটার পর এই নূরাণী কন্‌ফারেন্সের মাহ্‌ফিল শুরু হত এবং গভীর রাত্রি পর্যন্ত এই কন্‌ফারেন্স বিরতিহীনভাবে চলত। এই সম্মেলনে হুজুর কেবলার অনেক সম্মানিত মুরিদান ও বহু ভক্তবৃন্দ উপস্থিত থাকতেন। বিশেষতঃ হুজুরের প্রধান খলিফা খিতাপচর বেঙ্গুরা নিবাসী হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল মাবুদ আল্ কাদেরী (রহঃ) প্রায় সময় হাজির থাকতেন। তাছাড়া হুজুর কেবলার অন্যতম খলিফা হযরত মাওলানা জামাল উদ্দিন আল্ কাদেরী (রহঃ)ও মাঝে মাঝে উপস্থিত থাকতেন। রোকামের জ্বিনের বাদশাহ্ ফরিদ মিয়া এই কন্‌ফারেন্সে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। তিনি হুজুর কেবলার একজন মুরিদ। তিনি মধ্যস্থতাকারী ও প্রতিনিধি হিসাবে বিভিন্ন আউলিয়ায়ে কেরামের কাছে দাওয়াত ও খবর প্রদান করতঃ পূর্বাহ্নে তাঁদের রূহানী উপস্থিতি নিশ্চিত করতেন। 'দিওয়ানে আজীজ' থেকে নির্ধারিত আউলিয়ায়ে কেরামের শানে পবিত্র ক্বছিদা পাঠ করা হত। যাঁর শানে ক্বছিদা পাঠ করা হত তিনিই রূহানীভাবে হাজির হতেন। প্রায় প্রতিটি কনফারেন্সে ছদারত করতেন গাউছুল আজম হযরত মাওলানা ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ আল্ কাদেরী মাইজভাণ্ডারী (কঃ)। তাছাড়া বেশীরভাগ সময়ে যাঁরা উপস্থিত হতেন

তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-সুলতানুল হিন্দ হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (রহঃ), মোজাহেদে আজম হযরত শাহ্ জালাল (রহঃ), পানিপথের হযরত শাহ্ বু-আলী কলন্দর (রহঃ), শহর কুতুব হযরত আমানত শাহ্ (রহঃ), সুলতানুল আরেফীন হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রহঃ), হযরত শাহ্ মোহছেন আউলিয়া (রহঃ) প্রমুখ বিখ্যাত আউলিয়ায়ে কেরাম। মোট কথা দিওয়ানে আজীজে যে সকল বেছালপ্রাপ্ত আউলিয়ায়ে কেরামের নাম ও শান বর্ণনা করা হয়েছে তাঁরা পূর্ব নির্ধারিত যোগসূত্র ও কর্মসুচী অনুযায়ী তশরীফ আনতেন।

তাছাড়া কোন কোন সময় বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন পেয়ারা রাসূল (দঃ) তশরীফ আনতেন। তখন পরিবেশ খুবই জালালিয়তময় ও নিস্তব্ধ থাকত। মেশ্‌কে আম্বরের সুঘ্রাণে পরিবেশ সুগন্ধময় হয়ে উঠত।

ফাতেহা শরীফ উদ্‌যাপন

মোজাদ্দেদে মিল্লাত, আওলাদে রাসূল (দঃ) হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) বিবিধ ফাতেহা শরীফ অতীব জাকজমকের সাথে পালন করতেন। পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসে জশ্‌নে ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) উপলক্ষে ১২টা মোটা তাজা গরু, রবিউস্‌সানী মাসে গাউছুল আজম দস্তগীর (রাঃ) এর ফাতেহায়ে ইয়াজদাহুম উপলক্ষে ১১টা গরু, রজব মাসে খাজা গরীবে নেওয়াজ (রহঃ) এর ওরস মোবারক উপলক্ষে ৬টা গরু, মহর্‌রম মাসে পবিত্র আশুরা ও শোহাদায়ে কারবালা (রাঃ) উপলক্ষে সম্পূর্ণ কাল রং এর মোটা তাজা ২টা বকরী জবেহ্ করতেন। নায়াজ ফাতেহা দেওয়ার সময় অতীব আদব ও ভক্তি প্রকাশ করতেন। পবিত্র ফাতেহার তবার্‌রুক উঁচু স্থানে রেখে দাঁড়িয়ে ফাতেহা দিতেন। এতদুদ্দেশ্যে নিজ বাসস্থানে আজিমুশ্‌শান মাহ্‌ফিলের আয়োজন করতেন। এতে সুন্নী জমাতের সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম ও হুজুর কেবলার ভক্ত মুরিদান অংশগ্রহণ করতেন।

তথ্যসূত্র ঃ ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত কাজী মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী ছাহেব।

জ্বিনের উপর আধিপত্য

জনাব আলহাজ্ব এজলাশ মিয়া আল্ কাদেরী বর্ণনা করেন, প্রসঙ্গক্রমে মেজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) আমাদেরকে জানান যে, এক হাজার জ্বিন হুজুর কেবলার সাথে বিভিন্ন মাহ্‌ফিলে সর্বদা গমন করেন। তন্মধ্যে তিনশত জন আলেম এবং বাকী সাতশত জন আওয়াম। তাছাড়া আরও লক্ষ লক্ষ অগণিত জ্বিন ও পরী মুরিদান বিদ্যমান রয়েছে। জনাব মাওলানা কাজী মোহাম্মদ মিয়া তলোয়ার বাংলা ছাহেব বলেন, মুর্শিদে বরহক হুজুর শেরে বাংলা (রহঃ) আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, একলক্ষ এগার হাজার জ্বিনের আলেম হুজুর কেবলার মুরিদ।

মোজাদ্দেদে জমান, তাজুল ওলামা হযরত মাওলানা শাহ্ সৈয়দ রাহাতুল্লাহ্ মরিয়মনগরী (রহঃ) এর পবিত্র রওজা শরীফে সংঘটিত একটি বিশেষ ঘটনা

রাঙ্গুনিয়া থানার অন্তর্গত মরিয়মনগর নিবাসী পীরে কামেল, নায়েবে সদরুল আফাযিল হযরত মাওলানা শাহ্‌সূফী সৈয়দ মোহাম্মদ বিস্‌মিল্লাহ্ শাহ্ নঈমী (রহঃ) এর বড় শাহ্‌জাদা জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ ফতহুল ক্বদির সাহেব প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে এ ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) প্রতি বৎসর আমার শ্রদ্ধেয় দাদাজান কেবলা হযরত মাওলানা শাহ্‌সূফী সৈয়দ রাহাতুল্লাহ্ নকশবন্দী (রহঃ) এর পবিত্র ওরস মোবারক ও মাদ্রাসার বার্ষিক সালানা জলসায় প্রধান ওয়ায়েজ হিসেবে তশরীফ আনতেন। আমার পরম শ্রদ্ধেয় আব্বাজান কেবলা হযরত মাওলানা শাহ্‌সূফী সৈয়দ বিসমিল্লাহ্ শাহ্ (রহঃ) এর সাথে তাঁর সুদৃঢ় আত্মিক সম্পর্ক ছিল। আমার তখন ছাত্রাবস্থা এবং আউলিয়ায়ে কেরাম সম্পর্কিত আমার ধারণা ছিল সীমাবদ্ধ। একদা হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) পবিত্র ওরস মোবারক ও মাদ্রাসার বার্ষিক সালানা জলসা উপলক্ষে আজিমুশ্‌শান মাহ্‌ফিলে রাহাতিয়া দরবার শরীফে তশরীফ এনেছেন। সে সময় এক আশ্চর্যজনক ঘটনার অবতারণা ঘটে। আমি স্বচক্ষে এ ঘটনা অবলোকন করেছি। মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) আমার শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত মাওলানা সৈয়দ বিসমিল্লাহ শাহ্ (রহঃ) কে সাথে নিয়ে আমার দাদাজান কেবলা হযরত মাওলানা শাহ্‌সূফী সৈয়দ রাহাতুল্লাহ্ নকশবন্দী (রহঃ) এর পবিত্র রওজা শরীফে প্রবেশ করেন। অতঃপর হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর নির্দেশক্রমে রওজা শরীফের অভ্যন্তর থেকে একে একে সবাই বের হয়ে যায়। শুধুমাত্র হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) আমার আব্বাজান হযরত মাওলানা সৈয়দ বিসমিল্লাহ্ শাহ্ (রহঃ) কে সাথে নিয়ে সেখানে অবস্থান করেন। এমনকি হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর নির্দেশক্রমে পবিত্র রওজা শরীফের দরজা ও জানালাসমূহও বন্ধ করা হয়। আমরা সবাই সঙ্গী সাথীসহ চরম কৌতূহল সহকারে দরজা জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করতে লাগলাম। বেশ দীর্ঘক্ষণ পর হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) পবিত্র রওজা শরীফ থেকে বের হয়ে আসলেন। আমি পরম কৌতূহল সহকারে আশ্চর্যান্বিত হয়ে আমার আব্বাজান কেবলা (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনারা রওজা শরীফে এতক্ষণ

কি করেছেন?" আমার এরূপ প্রশ্নবানে আমার আব্বাজান কেবলা (রহঃ) আমাকে মৃদু বকুনি সহকারে জানালেন, "তুমি ছোট ছেলে এতকিছু বুঝবে না। মোজাদ্দেদে মিল্লাত ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) তোমার দাদাজান কেবলা (রহঃ) কে নিয়ে একখানা মিটিং করেছেন। উক্ত মিটিং এ গাউছুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলা কাবা (কঃ) ও হযরত আমানত শাহ্ কেবলা (রহঃ) উপস্থিত ছিলেন।"

সোবহানাল্লাহ! মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) বেছালপ্রাপ্ত আউলিয়ায়ে কেরামের সাথে তাঁদের পবিত্র রওজা শরীফে সরাসরি কথা বলতে পারতেন এবং প্রয়োজন অনুসারে অন্যান্য আউলিয়ায়ে কেরামকে নিয়ে পরামর্শ করতে পারতেন।

মুশকিল কোশা মজ্‌জুবে সালেক হযরত শাহ্‌সূফী সুলতান উদ্দিন প্রকাশ বাচা বাবা (রহঃ) এর সাথে রহস্যময় সাক্ষাৎ

রাঙ্গুনিয়াস্থ কাউখালী শাহী দরবার শরীফের প্রাণপুরুষ গাউছুল আযম হযরত বাবা ভান্ডারী কেবলা (কঃ) এর অন্যতম খলিফা মজ্‌জুবে সালেক মুশকিল কোশা হযরত শাহ্‌সূফী সুলতান উদ্দিন প্রকাশ বাচা বাবা (রহঃ) এর সাথে জীবদ্দশায় মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর অনেকবার রহস্যময় সাক্ষাৎ ঘটেছে। বহুল জনশ্রুতি এবং কিংবদন্তীমূলক একদিনের একটা বিশেষ ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি। একদা হযরত বাচা বাবা (রহঃ) নিজ আস্তানা শরীফে ঘুম থেকে জাগরিত হয়ে স্বীয় আশেকান ভক্তবৃন্দকে সম্বোধন করে বারংবার বলতে লাগলেন, "আজ এখানে একটা শানদার বড় বাঘ আসবে, তোমরা সতর্ক থেকো।" ভক্তরা এ কথার মর্মার্থ মোটেই অনুধাবন করতে সক্ষম হল না। বরঞ্চ সত্যিকার শক্তিশালী বনের বাঘের আবির্ভাব কল্পনা করে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। মহান আল্লাহ্ পাকের কুদরতে কিছু সময় পর তথায় হঠাৎ করে মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর শুভাগমন ঘটে। তিনি হযরত বাচা বাবা (রহঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করার নিমিত্তে সেখানে আগমন করেন। আল্লাহ্‌র আউলিয়ায়ে কেরামের কি মহান শান! হযরত বাচা বাবা (রহঃ) কাশ্‌ফ ক্ষমতাবলে তা পূর্বাহ্নে জানতে পেরেছিলেন এবং আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর সাথে সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে এন্তেজার করছিলেন। হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর আগমনে হযরত বাচা বাবা (রহঃ) খুবই আনন্দিত হলেন এবং উভয়ে পরম আন্তরিকতায় পরস্পর করমর্দন ও আলিঙ্গন করলেন। এতে অবশেষে উপস্থিত আশেকান-ভক্তরা বুঝতে সক্ষম হল যে, হযরত বাচা বাবা (রহঃ) ইতোপূর্বে শানদার বড় বাঘ আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করে পরোক্ষভাবে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এরই আগমনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করেছিলেন। এ ঘটনা দ্বারা অনুধাবন করা যায় যে, মুশকিল কোশা হযরত বাচা বাবা (রহঃ) এর সাথে জীবদ্দশায় হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর সুদৃঢ় আত্মিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল এবং তিনি হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) কে অতিশয় মহব্বত ও সম্মান করতেন।

তথ্যসূত্র ঃ জনাব মাওলানা হাফেজ কাজী মোহাম্মদ সোলাইমান আল্ কাদেরী ছাহেব, মইশকরম, রাউজান।

গাউছুল আজম হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর পৌত্র হযরত মাওলানা শাহ্সূফী সৈয়দ দেলওয়ার হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ

মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর সর্বাধিক ছোহবতপ্রাপ্ত নানুপুর নিবাসী জনাব মাওলানা কাজী মোহাম্মদ মিয়া তলোয়ার বাংলা ছাহেব বর্ণনা করেন, বর্তমানে 'দিওয়ানে আজীজ' এ গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত কেবলা (কঃ) এর পবিত্র শানে উদ্ধৃত ক্বছিদাসমূহ যখন আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) প্রথম রচনা করেন তদানীন্তন সময়ে সেটা ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। তিনিই সর্বপ্রথম হযরত কেবলা (কঃ) কে গাউছুল আজম মাশ্রেকী বা পূর্বাঞ্চলীয় বেলায়তের সম্রাট বলে সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করেন এবং রাসূলে পাক (দঃ) এর সম্মানিত তাজদ্বয়ের একটি নিশ্চিতরূপে হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর পবিত্র ছের মোবারকে পরিহিত উল্লেখ পূর্বক তাঁর শানে গাউছিয়তের আধ্যাত্মিক রহস্য উন্মোচন করেন। হযরত কেবলা (কঃ) এর শানে লিখিত এ সমস্ত রহস্যপূর্ণ ক্বছিদাসমূহ তাঁর পবিত্র রওজা পাকে খোদিত করা হয়। সেই সময়ে আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) জেয়ারতের উদ্দেশ্যে মাইজভাণ্ডার শরীফে গমন করেন। তখন হযরত কেবলা (কঃ) এর পৌত্র হযরত মাওলানা শাহ্সূফী সৈয়দ দেলওয়ার হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহঃ) গদ্দীনশীন ছিলেন। জেয়ারতের পর হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর সাথে তাঁর এক রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয়। আমি অধম হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর সফরসঙ্গী হিসেবে উক্ত মজলিশে উপস্থিত ছিলাম। হযরত দেলওয়ার হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহঃ) হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) কে প্রশ্ন করেন, "আপনি আমার দাদাজান হযরত কেবলা (কঃ) এর শানে যে সমস্ত ক্বছিদা রচনা করেছেন তাঁর পবিত্র জীবনীতে এরূপ বর্ণনা তো দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। আপনি কোথা থেকে এগুলি পেলেন?" আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) মৃদু হেসে বললেন, "আপনি তো আমাকে কঠিন সমস্যায় ফেলেছেন। তবে আপনি যদি সত্যই এর উত্তর জানতে চান তবে আপনাকে কষ্ট করে আমার কাজীর দেউড়ীস্থ গরীব কুটিরে আসতে হবে। আমি অধম মহান আল্লাহ্ পাকের কুদরতে হযরত কেবলা (কঃ) কে রূহানীভাবে হাজির করব। হযরত কেবলা (কঃ) এর পবিত্র জবানে পাক থেকে আপনি শ্রবন করবেন। আমি অধম তো তিনি (হযরত কেবলা) যেভাবে বলেছেন ঠিক অনুরূপ লিপিবদ্ধ করেছি।" হযরত

দেলওয়ার হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহঃ) আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "বেছাল শরীফের এত বছর পর হযরত কেবলা (কঃ) কে আপনি হাজির করবেন এবং সরাসরি আলাপ হবে, এ কি করে সম্ভব?" আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) দৃঢ়চিত্তে জবাব দিলেন, "মহান আল্লাহ্ তায়ালা মেহেরবাণীস্বরূপ আমাকে দু'টি বিশেষত্ব দান করেছেন, যা অন্য কোন আউলিয়ায়ে কেরামকে প্রদান করা হয়নি। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে ইন্তেকালের তিনমাস পূর্বে আমাকে সুস্পষ্টরূপে দিনক্ষণ জানানো হবে। অপরটি হচ্ছে মহান আল্লাহ্ পাকের কুদরতে হযরত আদম (আঃ) থেকে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম ও সমস্ত আউলিয়ায়ে কেরামের পবিত্র রূহ মোবারক হাজির করা এবং তাঁদের সাথে সরাসরি কথোপকথনের ক্ষমতা আমি অধমকে প্রদান করা হয়েছে।"

মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর বড় শাহ্জাদা হযরত মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আমিনুল হক আল্ কাদেরী ছাহেব নিম্নোক্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। হযরত মাওলানা শাহ্সূফী সৈয়দ দেলওয়ার হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহঃ) তাঁর স্বলিখিত ও সুপ্রসিদ্ধ 'বেলায়তে মোতলকা' কিতাবখানা লিপিবদ্ধ সম্পন্ন করে সর্বপ্রথম অত্র কিতাবের পান্ডুলিপিখানা একজন বিশ্বস্ত খাদেম মারফত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর কাছে প্রেরণ করেন। তিনি খাদেমকে নির্দেশ প্রদান করেন যে, "মোজাদ্দেদে মিল্লাত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) ছাহেবকে আমি দরবার শরীফের খাদেমুল ফোকরার পক্ষ থেকে আন্তরিক সালাম পৌছাবে এবং বিনীত অনুরোধ জানাবে যে, এই পান্ডুলিপিখানা কষ্ট করে নজর করে দেখে হুজুরেরই একান্ত মর্জি মোতাবেক দস্তখত প্রদান করেন।" তাছাড়া তিনি আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) কে সম্মানপূর্বক হাদিয়া হিসেবে প্রদানের জন্য একশত টাকাও খাদেমের হাতে দেন। আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) 'বেলায়তে মোতলকা'র পান্ডুলিপিখানা পাঠ করে সন্তুষ্টচিত্তে সানন্দে স্বীয় দস্তখত প্রদান করেন। কিন্তু হাদিয়াস্বরূপ প্রদত্ত একশত টাকা স্বহস্তে গ্রহণ করার পর পূনরায় মৃদু হেসে খাদেমের কাছে ফেরত প্রদান করেন।

মোজাদ্দেদে মিল্লাত, কুতুবে আলম, শামসুল আরেফীন, সিরাজুস্ সালেকীন হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) হচ্ছেন বেলায়তের উচ্চ মকামে অধিষ্ঠিত কাশ্‌ফ ক্ষমতাসম্পন্ন মহান পীরে মোকাম্মেল

মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মুর্শিদে বরহক হযরতুল আল্লামা শাহ্‌সূফী সৈয়দ মোহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা আল্ কাদেরী (রহঃ) এর সুযোগ্য খলিফা রাউজান থানার অন্তর্গত মইশকরম নিবাসী হযরতুল আল্লামা হাফেজ কাজী মোহাম্মদ সোলাইমান আল্ কাদেরী ছাহেব এ ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি ছাত্রাবস্থা থেকে অদ্যাবধি প্রতি চান্দ্র মাসের এগার তারিখে দিবাগত রাত্রে পবিত্র বারবী শরীফ ও গেয়ারভী শরীফ পালন করে আসছি। এটা ১৯৬৯ সালের ঘটনা। তখন আমার ছাত্রাবস্থা এবং আমার পৈত্রিক বাসস্থান রাউজান থানার নোয়াপাড়ায় অবস্থান করছি। এমতাবস্থায় আমার ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের আগ্রহ অনুধাবন করে আমার জনৈক ঘনিষ্ঠ ও হিতাকাংখী আমাকে পরামর্শ দিলেন যে, আপনি কোন হক্কানী পীরে কামেলের বায়াত গ্রহন পূর্বক উক্ত অনুষ্ঠানাদি পালন করলে আরও বেশী উপকৃত ও কামিয়াব হবেন। এরূপ সুচিন্তিত পরামর্শে আমি সমসাময়িক সঠিক পীর সম্পর্কে চিন্তা করতে শুরু করলাম। কেউ কেউ আমাকে পরামর্শ দিলেন যে, মাইজভাণ্ডার শরীফে গমন করে তদীয় আওলাদে পাকের কাছে বায়াত গ্রহনের জন্য। অবশেষে বিভিন্ন জনের পরামর্শক্রমে আমি শরীয়ত মোতাবেক এস্তেখারার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহনের মনস্থ করলাম। এতদুদ্দেশ্যে শাহেন শাহে বাগদাদ গাউছুল আযম পীরানে পীর দস্তগীর (রাঃ) এর পবিত্র কদমে পাকে করজোড়ে ফরিয়াদ জানালাম। মহান আল্লাহ্ পাকের কুদরতে পেয়ারা হাবীব (দঃ) এর ছদকায় ও গাউছে পাক (রাঃ) এর মহান উছিলায় আমি মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মুর্শিদে আহ্‌লে জমাঁ হযরতুল আল্লামা গাজী শাহ্‌সূফী সৈয়দ মোহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা আল্ কাদেরী (রহঃ) কে স্বপ্নে দর্শন লাভ করলাম। অবশ্য আমি হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) কে একজন প্রখ্যাত স্বনামধন্য শ্রেষ্ঠতম আলেমে দ্বীন ও ওয়ায়েজীন হিসেবে পূর্ব থেকে জানতাম। পরিশেষে আমি মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর কাছে বায়াত গ্রহণকল্পে হুজুর কেবলার তৎকালীন আবাসস্থল হাটহাজারীতে গমন করলাম। উল্লেখ্য এটা আল্লামা গাজী শেরে বাংলা

(রহঃ) এর ইন্তেকালের কয়েক মাস পূর্বের ঘটনা। হুজুর কেবলা শেরে বাংলা (রহঃ) তখন শারীরিকভাবে বেশ অসুস্থ। সে কারণে তিনি ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি ও ওয়াজ মাহ্‌ফিলে যোগদান করা বন্ধ করে দিয়েছেন এবং নিজ বাসস্থান হাটহাজারীর ছিদ্দিক সওদাগরের ভাড়া বাসায় বিশ্রামকল্পে সার্বক্ষনিক অবস্থান করছেন। হুজুর কেবলার ভক্ত মুরিদান ও ঘনিষ্ঠজনেরা দেখা করতে গেলে স্বীয় মর্জি মোতাবেক কদাচিৎ সাক্ষাৎ দিচ্ছেন।

আমি ০৬-০৮- ১৯৬৯ ইং বৃহঃবার খুব ভোরে বাসযোগে হাটহাজারীতে গমন করি। এতে হাটহাজারীতে গন্তব্যস্থলে পৌছতে প্রায় দুপুর গড়িয়ে যায়। আমি যখন হুজুর কেবলার বাসস্থানে পৌছলাম তখন হুজুর কেবলা শেরে বাংলা (রহঃ) কে বৈঠকখানায় ভক্ত মুরিদান দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় সাক্ষাত পেলাম। আমি পরম ভক্তি সহকারে হুজুর কেবলাকে কদমবুচি করলাম। হুজুর কেবলা শেরে বাংলা (রহঃ) সৌজন্যবোধ সহকারে ও পরম মমতায় ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন এবং জানতে চাইলেন কি উদ্দেশ্যে এসেছি। আমি বায়াত গ্রহণের ইচ্ছার কথা গোপন রেখে হুজুর কেবলাকে জানালাম যে, আমি তাঁকে (হুজুর কেবলা শেরে বাংলাকে) দেখতে এসেছি। কিছুক্ষণ কথা-বার্তা বিনিময়ের পর হুজুর কেবলা শেরে বাংলা (রহঃ) হঠাৎ করে অন্দরমহলে চলে গেলেন। এতে আমি ভীষণ হতাশ ও পেরেশান হয়ে পড়লাম। আমি হুজুর কেবলারই একনিষ্ঠ খাদেম জনাব এজলাশ মিয়া আল্ কাদেরী ছাহেবকে আমার সংকল্পের কথা জানালাম। তিনি দৃঢ়চিত্তে জানালেন, "হুজুর কেবলা খুবই অসুস্থ, এখন আর আসবেন না, বিশ্রাম নেবেন। আপনার মনোবাসনা এতক্ষণ কেন হুজুর কেবলাকে জানাননি?" আমি আমার কষ্ট করে আসার কথা হুজুর কেবলাকে অনুনয় সহকারে বুঝিয়ে বলার জন্য খাদেম সাহেবকে অনুরোধ করলাম। অতঃপর আমার একান্ত অনুরোধক্রমে খাদেম ছাহেব হুজুর কেবলার কাছে গিয়ে করজোড়ে আমার পূনঃ সাক্ষাতের আর্জি পেশ করলেন। মহান আল্লাহ্ পাকের কি মর্জি! হুজুর কেবলা শেরে বাংলা (রহঃ) পূনরায় বৈঠকখানায় তশরীফ আনলেন। আমি এবারও হুজুর কেবলাকে আরো পরীক্ষা করার মানসে বায়াত গ্রহণের ইচ্ছার কথা প্রকাশ্যভাবে জানালাম না। বেশ কিছুক্ষণ নীরবতায় কাটানোর পর হুজুর কেবলা শেরে বাংলা (রহঃ) রাগান্বিত হয়ে আমাকে বললেন, "তুমি আমাকে আর কি পরীক্ষা করবে। তুমি তো আমাকে স্বপ্নেই দেখেছ।" অতঃপর হুজুর কেবলার মহান বেলায়ত ও কাশ্‌ফ ক্ষমতা সম্পর্কে সম্যক অবগত হয়ে হুজুর কেবলার কাছে বায়াতের আর্জি পেশ করলে তিনি জানান, "আমি এখন নিজে বায়াত করানো বন্ধ করে দিয়েছি। খিতাপচরের জনাব আবদুল মাবুদ আল্ কাদেরী ছাহেবকে আমি খেলাফত ও বায়াতের এজাজত প্রদান করেছি। তাছাড়া

ছাত্রাবস্থায় আমি কাউকে বায়াত করাই না। কিন্তু বিশেষ নির্দেশক্রমে তোমাকে বায়াত করাব।" পরিশেষে মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত, মুর্শিদে বরহক হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) স্বীয় পবিত্র দাস্ত মোবারকে আমাকে ছিলছিলায়ে কাদেরীয়ার বায়াত প্রদান করে হুজুর কেবলার পবিত্র দস্তখতসহ লিখিত সনদ দান করেন এবং নসীহত সহকারে বলেন, "তুমি একটু জনাব আবদুল মাবুদ আল্ কাদেরী ছাহেবের সাথেও দেখা করিও।" আমি হুজুর কেবলারই নির্দেশক্রমে হযরতুল আল্লামা মাওলানা শাহ্সূফী আবদুল মাবুদ আল্ কাদেরী ছাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমার বায়াতের কথা জানতে পেরে এবং লিখিত সনদনামা দেখে আমাকে বললেন, "মুর্শিদে বরহক হুজুর কেবলা শেরে বাংলা (রহঃ) তো আপনাকে স্বয়ং কবুল করেছেন এবং সবকিছু দান করেছেন। আমি আপনার জন্য মহান আল্লাহ্ পাকের দরবারে খাস দিলে দোয়া করছি।"

এ ঘটনা দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) হলেন বেলায়তের উচ্চ মকামে অধিষ্ঠিত কাশ্ফ ক্ষমতাসম্পন্ন একজন মহান পীরে কামেল। যিনি দূরবর্তী অবস্থান করেও প্রকাশ্য দৃষ্টিগোচর ব্যতিরেখে ভক্তি মুরিদানের সার্বক্ষণিক খবরাখবর রাখতে সক্ষম। কথিত আছে যে, হুজুর কেবলা শেরে বাংলা (রহঃ) সার্বজনীনভাবে আগ্রহী সবাইকে তরীক্বতের দীক্ষা দান বা বায়াত করাতেন না। তিনি স্বীয় আধ্যাত্মিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কাশ্ফ ক্ষমতা বলে উপযুক্ততা যাচাই করে কদাচিৎ মুষ্ঠিমেয় ব্যক্তিবর্গকে তরীক্বতের ছবক দান করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, তৎকালীন খাতুনগঞ্জের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী নূর মোহাম্মদ সাহেব প্রকৃতপক্ষে আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর কাছে বায়াতের আর্জি পেশ করে আসছিলেন। কিন্তু আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) কিছুতেই তাঁকে তরীক্বতের সবক দান করেননি। বরঞ্চ হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করে তাঁকে আশ্বস্থ করেছিলেন যে, "আমি তোমাদের জন্য একজন প্রকৃত পীর আনয়ন করব।" পরবর্তীতে আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর অনুরোধক্রমে আল্লামা ছৈয়দ আহমদ শাহ্ ছিরিকোটি (রহঃ) চট্টগ্রামে আগমন করলে জনাব নূর মোহাম্মদ সাহেবকে তাঁর হাতে বায়াত গ্রহনের নির্দেশ প্রদান করেন। তাছাড়া জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসার প্রধান মোহাদ্দেস হযরতুল আল্লামা মুফতী ওবায়দুল হক নঈমী ছাহেবও আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর কাছে বায়াত গ্রহণের জন্য অসংখ্যবার আর্জি পেশ করেছিলেন। অথচ হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) তাঁকে আধ্যাত্মিক কাশ্ফ ক্ষমতাবলে জানিয়েছিলেন যে, "অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিম

পাকিস্তান থেকে একজন পীর আসবেন, তুমি তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করবে।" পরবর্তীতে দেখা যায় পশ্চিম পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ আলেমে দ্বীন হযরতুল আল্লামা মুফতী আহমদ এয়ার খান নঈমী (রহঃ) আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর আমন্ত্রনক্রমে সুন্নীয়াতের খেদমতে চট্টগ্রামে আগমন করলে হযরতুল আল্লামা মুফতী ওবাইদুল হক নঈমী ছাহেব স্বইচ্ছায় তাঁর কাছে বায়াত গ্রহন করেন এবং ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে স্বীয় নামে নঈমী টাইটেলের সংযুক্তি ঘটে। উপরোক্ত তথ্যসমূহ আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর বড় শাহ্জাদা হযরত মাওলানা শাহ্সূফী সৈয়দ আমিনুল হক আল্ কাদেরী ছাহেব আমাদেরকে প্রদান করেন।

আমরা এখন পূর্বেকার ঘটনায় ফিরে আসছি। এখানে উল্লেখ থাকে যে, হযরতুল আল্লামা হাফেজ কাজী মোহাম্মদ সোলাইমান আল্ কাদেরী ছাহেব হলেন মোজাদ্দেদে মিল্লাত, মুর্শিদে বরহক হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর সর্বশেষ মুরিদ ও খলিফা। অতঃপর তিনি আর কাউকে তরীক্বতের সবক দান করেননি।

হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর বেছাল শরীফের কিছুকাল পরের ঘটনা। হুজুরের বড় শাহজাদা হযরত মাওলানা শাহ্সূফী সৈয়দ মোহাম্মদ আমিনুল হক আল্ কাদেরী ছাহেব এ ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "আমার পরম শ্রদ্ধেয় বাবাজান মুর্শিদে বরহক হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা কেবলা কাবা (রহঃ) একদা স্বপ্নে আমাকে মইশকরম নিবাসী হযরত মাওলানা হাফেজ কাজী মোহাম্মদ সোলাইমান আল্ কাদেরী ছাহেবের দিকে ইঙ্গিত করে নির্দেশ দান করে বলেন, আমি জীবদ্দশায় সময়ের অভাবহেতু তাঁকে লিখিতভাবে খেলাফত দান করতে পারিনি। তুমি আমার পক্ষ হয়ে হাটহাজারী দরবার শরীফ থেকে তাঁকে বায়াতের এজাজতসহ লিখিতভাবে খেলাফত প্রদান কর।" তাই মোজাদ্দেদে মিল্লাত, মুর্শিদে বরহক হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এরই নির্দেশ মোতাবেক তদীয় বড় শাহ্জাদা হযরত মাওলানা শাহ্সূফী সৈয়দ মোহাম্মদ আমিনুল হক আল্ কাদেরী ছাহেব পরবর্তীতে হযরতুল আল্লামা হাফেজ কাজী মোহাম্মদ সোলাইমান আল্ কাদেরী ছাহেবকে হাটহাজারী দরবার শরীফের পক্ষ থেকে লিখিতভাবে খেলাফত প্রদান করেন।

চট্টগ্রামের সুবিখ্যাত আউলিয়ায়ে কেরামের রওজাপাক জেয়ারতের পৃথক মরতবার রহস্য উদ্‌ঘাটন

মোজাদ্দেদে মিল্লাত, কুতুবে আলম, শামসুল আরেফীন হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ)ই সর্বপ্রথম চট্টগ্রামের উল্লেখযোগ্য ও সুবিখ্যাত আউলিয়ায়ে কেরামের মকাম ও মর্তবার সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এটা আউলিয়ায়ে কেরামের সাথে তাঁর সরাসরি রূহানী সম্পর্ক এবং তাঁর উচ্চ কামালিয়াতের প্রমাণ বহন করে। তিনি এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে আউলিয়ায়ে কেরাম মানুষের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকেন। তন্মধ্যে কোন কোন ওলী বিশেষ বিশেষ সমস্যার সমাধানদাতারূপে বিশেষভাবে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। নিম্নে এ ব্যাপারে পৃথক পৃথক ভাবে আলোকপাত করা হলঃ-

শহর কুতুব হযরত আমানত শাহ্‌ (রহঃ)

মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপারে। এই মহান অলীর প্রথম দিকে গোপন থাকাকালীন অবস্থায় চট্টগ্রাম আদালতে কর্মস্থল ছিল। সেই সুবাদে এবং জেলখানা ও আদালত ভবনের সন্নিকটে তাঁর মহান খানকা ও রওজাপাকের অবস্থান হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর এই নির্দেশনাকে আরও সুদৃঢ় করে। তাই তো দেখা যায় বিভিন্ন মামলায় জর্জরিত নির্যাতিত অসহায় অগণিত ফরিয়াদি তাঁর দরবারে পাকে ভীড় জমায় এবং তাঁর সুমহান উছিলায় বিপদসঙ্কুল অবস্থা থেকে সহজেই মুক্তি লাভ করে।

হযরত মিছকিন শাহ্‌ (রহঃ)

পরীক্ষা পাশের ব্যাপারে। বিশেষতঃ বিদ্যার্জন ও পড়ালেখায় উন্নতিলাভের জন্য এই দরবার মশহুর। চট্টগ্রাম কলেজ, মহসিন কলেজ, কাজেম আলী হাই স্কুল, গভর্ণমেন্ট হাই স্কুল প্রভৃতি চট্টগ্রামের খ্যাত বিদ্যা নিকেতনের পার্শ্বে এই মহান অলীর রওজা পাকের অবস্থান সত্যই গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর মহান নির্দেশনাকে বাস্তবতার নিরিখে সত্যায়িত করে। তাই তো এই মহান অলীর দরবারে পরীক্ষার পূর্বাহ্নে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, ইউনিভার্সিটি ও মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের ঢল পরিলক্ষিত হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের এই ব্যাপক জেয়ারত নিঃসন্দেহে আশেকের হৃদয়ে গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর নির্দেশনা ও ঋণকে স্মরণ করিয়ে দেবে।

হযরত খাজা গরীব উল্লাহ্‌ শাহ্‌ (রহঃ)

ধন-দৌলত, ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরী-বাকুরীতে উন্নতির জন্য। চট্টগ্রাম শহরের নাসিরাবাদ এলাকায় পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত এই মহান অলীর রওজাপাক সত্যই গরীব-দুঃখীদের তীর্থস্থান। পবিত্র নাম মোবারকও তার অদৃশ্য ইঙ্গিত বহন করে। ধন-দৌলত, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কাজে-কারবারে উন্নতি লাভের আশায় ও পবিত্র হালাল রুজি রোজগারের অন্বেষায় প্রতিদিন অগণিত ফরিয়াদী এই মহান অলীর দরবারে ভীড় জমায় এবং তাঁর সুমহান উছিলায় উদ্দেশ্য পূর্ণ করে নিজের জীবনকে ধন্য করে।

হযরত শাহ্‌ মোহছেন আউলিয়া (রহঃ)

রোগ মুক্তির ব্যাপারে। রোগ-শোকে জর্জরিত অসহায় মানবকুল এই মহান অলীর উছিলায় শাফায়াত লাভ করে। তাই দেখা যায় উচ্চ ও নিম্নস্তরের বিভিন্ন লোকজন জটিল ও কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে দেশ-বিদেশে চিকিৎসার পর বিফল মনোরথ হয়ে এই দরবারে পাকের মহান তবার্‌রুক পাথর ধোয়া পানি পান করে এবং তাঁরই সুমহান উছিলা ধারণ করে আল্লাহ্‌র রহমতে রোগমুক্তি লাভ করেন। প্রতিদিন এরূপ অগণিত ফরিয়াদীর বর্ধিষ্ণু সমাগম হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর এই নির্দেশনাকে চিরকাল সমুজ্জ্বল রাখবে। উল্লেখ্য আনোয়ারা থানার অন্তর্গত বটতলী গ্রামে এই মহান অলীর পবিত্র রওজাপাক অবস্থিত এবং হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) প্রতি বৎসর তাঁর পবিত্র ওরস মোবারকে যোগদান করতেন।

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ

বেলায়ত অর্জন ও অলিয়ে কামেল হওয়ার জন্য। আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) প্রায়শঃ বলতেন, "মাইজভাণ্ডার শরীফ গেলে অলী হওয়া যায়।" আসলে হুজুর কেবলার এই ক্ষুদ্র বাক্যের মধ্যে আশেক ও সত্য সন্ধানীদের জন্য বিরাট দিক-নির্দেশনা নিহিত রয়েছে। কারণ পূর্বাঞ্চল তথা এশিয়া মহাদেশের মধ্যে বেলায়তের সম্রাট হচ্ছেন মাইজভাণ্ডার শরীফের কর্ণধার গাউছুল আজম হযরত মাওলানা শাহ্‌ ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ্‌ আল্‌ কাদেরী মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এবং তাঁরই সন্নিহিত গাউছুল আজম হযরত বাবাজান কেবলা ছৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (কঃ) হচ্ছেন তাঁর শ্রেষ্ঠতম উত্তরাধিকার। এই যুগল গাউছুল আজমের রূহানীয়ত ও সমর্থন ব্যতীত বেলায়ত অর্জন সম্ভব নহে। সুতরাং মারেফত অন্বেষণকারীদের জন্য মাইজভাণ্ডার শরীফের জেয়ারত অপরিহার্য। আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর পবিত্র জবানে পাকে এ কথারই পরিস্ফুটন ঘটেছে।

শানে আউলিয়ায়ে কেরামের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন

এখন বিভিন্ন যানবাহনের গায়ে আউলিয়ায়ে কেরামের শান ও বরকতপূর্ণ নামসমূহ যে ব্যাপকহারে পরিলক্ষিত হচ্ছে তার মহান রূপকার ও সংস্কারক হচ্ছেন মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ)। পূর্বে এর মোটেই প্রচলন ছিল না। হযরত শেরে বাংলা (রহঃ)-ই সর্বপ্রথম বাস মালিক চালক আশেকানকে নির্দেশনা প্রদান করেন যে, "তোমরা বাসে তোমাদের ভক্তিভাজন আউলিয়ায়ে কেরামের শান ও বরকতময় নাম অংকিত কর, এতে উনার উছিলায় পথিমধ্যে দুর্ঘটনা ও বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত থাকবে।" ফলে শানে বাগদাদ, শানে গাউছুল আযম দস্তগীর (রাঃ), শানে আজমীর, শানে খাজা গরীবে নেওয়াজ (রহঃ), শানে বদর শাহ্ (রহঃ), শানে গাউছুল আজম মাইজভান্ডারী (কঃ), শানে বাবা ভাণ্ডারী (কঃ), শানে ছিরিকোট ইত্যাদি বরকতপূর্ণ লেখা যানবাহনের গায়ে ব্যবহৃত হতে থাকে। বর্তমানে তা ব্যাপকহারে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে এবং আউলিয়ায়ে কেরামের শান-মানকে জনসমক্ষে তুলে ধরতে সহায়তা করছে।

কারামত সমূহ

কারামত বা অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন আউলিয়ায়ে কেরামের বেলায়তের মাপকাঠি নহে। বরঞ্চ এ ক্ষেত্রে সুন্নাতে রাসূল (দঃ) এর পরিপূর্ণ অনুসরণ ও নবী প্রেমই বুজুর্গীর প্রকৃত চাবিকাঠি। মোজাদ্দেদে মিল্লাত, কুতুবে আলম, গউছে জামান হযরতুল আল্লামা গাজী ছৈয়দ মোহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা (রহঃ) হচ্ছেন একজন পরিপূর্ণ আশেকে রাসূল (দঃ), ছানীয়ে ওয়াইছ করণী। তাঁর মোবারক জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই সুন্নাতে রাসূল (দঃ) এর বাস্তব প্রতিফলন। সুন্নাতের পরিপন্থী কোন কার্যকলাপ তাঁর জীবনে কোনদিন দৃষ্টিগোচর হয়নি। অনৈসলামিক ও নবী বিদ্বেষী কার্যকলাপ উচ্ছেদ করে সুন্নীয়াতকে বাস্তবায়িত ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি গোটা জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। হোসাইনী আদর্শের মূর্ত প্রতীকরূপে রাসূল পাক (দঃ) এর সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসরণের এক উজ্জ্বল চির অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় আপোষহীন আদর্শ তিনি সৃষ্টি করে গেছেন। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে এটাই হচ্ছে তাঁর মোবারক জীবনের সবচেয়ে বড় কারামত। তবুও তাঁর পবিত্র হায়াতে জিন্দেগীতে প্রচুর অলৌকিক ঘটনা সংঘঠিত হয়, যা তাঁর উচ্চ কামালিয়াতের পরিচয় বহন করে। বরঞ্চ এই ক্ষেত্রে কারামতসমূহ অন্যান্য আউলিয়ায়ে কেরাম থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। কেননা এইগুলি নিছক কারামত নহে, তাঁর সংগ্রামী জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট ও ওতপ্রোতভাবে জড়িত বিশেষ ঘটনা প্রবাহ। আমরা পাঠকের ক্ষুধা নিবৃত্তিকল্পে তার কিছু বিবরণ এখানে পেশ করছি ঃ-

অলৌকিক ক্ষমতা দ্বারা ঝড়-বৃষ্টিকে নিবৃত্ত করণ

মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত, কুতুবে আলম হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) জামেয়া আজিজিয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসার মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ সুন্নী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কল্পে হাটহাজারী থানার অন্তর্গত বর্তমান বাস ষ্টেশনস্থ এলাকায় বেশ কিছু পরিমাণ জমি জনাব আবদুল অদুদ চৌধুরীর পৃষ্ঠপোষকতায় খরিদ করেন। উক্ত জমিতে প্রস্তাবিত আরবী বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের আকাংখা নিয়ে এক শুভ দিবসে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের (ফাউন্ডেশন) দিন ধার্য করেন। উক্ত দিবসে দেশের চতুর্দিক হতে সুন্নী ওলামায়ে কেরাম ও জনসাধারণের আগমন উপলক্ষে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। দিবসের প্রারম্ভে সূর্যালোকের সূচনা ছিল এবং বেলা দু'টার সময় সভাস্থলে বিরাট জনসমুদ্র পরিলক্ষিত হয়। ইত্যবসরে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ), তৎসঙ্গে হযরত মাওলানা শামসুল ইসলাম কাজেমী (রহঃ) এবং হযরত মাওলানা শেখ জামাল উদ্দিন আহমদ আল্ কাদেরী (রহঃ) তিনজন তিনখানা ইট উঠিয়ে আল্লাহ্র নামের উপর ভিত্তি স্থাপন করলেন। অতঃপর হুজুর কেবলা শেরে বাংলা (রহঃ) এরশাদ করলেন, "আল্লাহু ভিত্রুন ইউহিব্বুল বিত্রা।" অর্থাৎ আল্লাহ্ বেজোড় এবং তিনি বেজোড়কে ভালবাসেন। তারপর তিনি আল্লাহ্র দরবারে সংক্ষিপ্ত মোনাজাত করেন। অতঃপর মাহ্ফিলে এসে ওয়াজ-নসিহত করেন। এদেশে আরবী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ও খাঁটি সুন্নী তরীক্বা অনুযায়ী আরবী শিক্ষার প্রসারের বিভিন্ন দিক নিয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা দান করেন। ইতিমধ্যে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ক্রমান্বয়ে তা প্রলয় আকার ধারণ করে বিষম কাল বৈশাখীর সূত্রপাত ঘটায়। এদিকে হুজুর কেবলার তক্বরীর সমাপ্তির কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। অন্যদিকে ঝড়-তুফান অত্যাসন্ন। সভাস্থলের আশেপাশে ঝড় বৃষ্টি হতে আশ্রয় নেওয়ার মত কোন স্থান বা গৃহাদি ছিল না। আকাশের এরূপ ভয়াবহ অবস্থা দেখে উপস্থিত লোকজনের মনে ভীতির সঞ্চার হল ও নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়ার জন্য নড়াচড়া শুরু করে দিল। কিন্তু কেউ হুজুর কেবলাকে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে সাহস পেল না। হঠাৎ হুজুর কেবলা বললেন, "সাবধান নড়াচড়া করিও না। মনে রাখিও আমি যতক্ষণ পর্যন্ত মোনাজাত শেষ করব না ততক্ষণ পর্যন্ত বৃষ্টি বন্ধ থাকবে। তোমরা সকলেই মনোযোগ সহকারে ধৈর্যধারণ পূর্বক অবস্থান কর।" অতঃপর তিনি আরও কিছুক্ষণ বয়ান করেন। পরিশেষে মিলাদ, কিয়াম ও সালাম সহকারে মুনাজাত করতঃ সকলকে বিদায় দিলেন। সত্য সত্যই তাই ঘটল যা তাঁর পবিত্র জবান মোবারক হতে বের হয়েছিল। সভাশেষে লোকজন নিজ নিজ গন্তব্যস্থানে চলে গেল। যারা শহরগামী তারা বাসে উঠে আসন গ্রহন করল। কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি ভীষণ আকার ধারণ করতঃ বর্ষণ করতে লাগল। এটা হুজুর কেবলারই অত্যাশ্চর্য অলৌকিক কারামত নয় কি? এ ধরণের আরও অনেক মাহ্ফিলে বৃষ্টি বন্ধের অলৌকিক ঘটনা ঘটে, যদ্বারা তাঁর অসাধারণ বেলায়তের ক্ষমতা উপলব্ধি করা যায়।

আউলিয়ায়ে কেরামের রওজাপাক থেকে মাইক ব্যবহারের অনুমতি গ্রহণ

মোজাদ্দেদে মিল্লাত, শামসুল আরেফীন, সিরাজুস্ সালেকীন হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এমন এক মহান অলিয়ে কামেল যিনি আউলিয়ায়ে কেরামের মাজার শরীফে বসে তাঁদের সাথে সরাসরি কথোপকথন করেছেন। এরূপ অসংখ্য ঘটনা তাঁর মোবারক জীবদ্দশায় ঘটেছে। তন্মধ্যে মাইক সম্পর্কিত দু'টো বিশেষ ঘটনা উল্লেখ করছিঃ

এক

একদা ইমামে আহ্লে সুন্নাত, কুতুবে আলম, ফখরুল ওয়ায়েজীন হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) মিলাদ মাহ্ফিল উপলক্ষে সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত রসুলাবাদ গ্রামে আগমন করেন। তিনি যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন যে, মাহ্ফিল স্থলে কোন মাইকের বন্দোবস্ত করা হয়নি। উলেখ্য হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) মাইক ব্যতীত ওয়াজ করতেন না। তাই হুজুর কেবলা রাগান্বিত হয়ে বললেন, "আমি যে মাইক ছাড়া ওয়াজ করতে পারি না তা তোমরা জান না? তোমরা কেন মাইকের বন্দোবস্ত করনি?" গ্রামবাসীরা বিনীতভাবে হুজুর কেবলাকে জানালেন, "হুজুর! আমাদের এলাকায় মাইক ব্যবহার করা যায় না। কারণ মাইক ব্যবহার করলে সাথে সাথে নষ্ট হয়ে যায়। এখানে একজন দরবেশের মাজার শরীফ আছে। মাইক ব্যবহার করলে তিনি হয়ত নারাজ হয়ে যান।" এ কথা শ্রবণ করে হুজুর কেবলা বললেন, "কোথায় সেই মাজার শরীফ। আমাকে নিয়ে যাও। আমি অলী আল্লাহ্র নিকট হতে চিরদিনের জন্য মাইক ব্যবহারের অনুমতি নেব।" স্থানীয় কয়েকজন লোক তাঁর সঙ্গে চললেন। হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) মাজার শরীফে হাজির হয়ে প্রথমে জেয়ারত করলেন। তারপর উক্ত অলী আল্লাহ্র নিকট কিছু আর্জি পেশ করলেন। তিনি বিনয়ের সাথে বললেন, "হে আমার প্রিয় রাসূলের প্রকৃত বংশধর ছৈয়্যদ মক্কী সাহেব! আমি একজন আউলিয়ায়ে কেরামের খাদেম। খাদেম হিসেবে দ্বীন ইসলামের রীতি-নীতি লোকের কাছে প্রকাশ করা আমার দায়িত্ব। কিন্তু দায়িত্ব পালন করতে গেলে আমার মাইকের প্রয়োজন। বর্তমান এই বৃদ্ধ বয়সে মাইক ব্যতীত জনগণের নিকট পেশ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই আমার এই ওয়াজে মাইক ব্যবহার করতে হবে। আপনাদের খাদেম হিসেবে

আপনাদের ও আউলিয়া দরবেশদের শান বয়ান করি ও পরিচয় দিয়ে থাকি। এমতাবস্থায় মাইক ব্যবহার নিষিদ্ধ করলে আমি আপনাকে দোষারোপ করব। এমন কি আমার মুনিব ছৈয়্যদেনা গাউছুল আজম হযরত বড়পীর ছাহেবের দরবারে আপত্তি জানাব।" এই কথা বলে তিনি চলে আসলেন এবং মিলাদ মাহ্ফিলে মাইকের বন্দোবস্ত করার জন্য হুকুম দিলেন। সাথে দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, "এবার যদি মাইক খারাপ হয় তাহলে তার ক্ষতিপূরণ আমি দিয়ে যাব। তোমরা মাইক নিয়ে আস। আমি এখনই ওয়াজ আরম্ভ করব।" তাঁর এই আশ্বাস বাণী শুনে লোকেরা তাড়াতাড়ি মাহ্ফিলের নির্ধারিত স্থানে মাইক নিয়ে আসলেন। আল্লাহ্র কি কুদরত! কোন অসুবিধা হল না। হুজুর কেবলা মাইক দ্বারা নির্বিঘ্নে ওয়াজ ও মিলাদ সম্পন্ন করলেন।

দুই

ষাট দশকের কথা। পটিয়া থানার অন্তর্গত হুলাইন গ্রামে অবস্থিত বার আউলিয়ার অন্যতম হযরত মাওলানা শাহ্ ইয়াছিন আউলিয়া (রহঃ) এর পবিত্র মাজার শরীফ। রওজা পাক এলাকায় বা বার্ষিক ওরস শরীফে মাইক ব্যবহার সম্ভব ছিল না। অনেক মাইক নষ্টও হয়ে যেত। এভাবে অনেকদিন পর কমিটি মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) কে এ বিষয়টি অবগত করালেন। হুজুর কেবলা ওরস শরীফ উপলক্ষে তাঁদের দাওয়াত গ্রহণ করলেন। নির্দিষ্ট দিন দিনের বেলায় ওরস শরীফ উপলক্ষে মাহ্ফিল। এবার মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) মাইক দ্বারা ওয়াজ করবেন। এ কথা শুনে বহু-সংখ্যক লোকের সমাগম ঘটে। হুজুর কেবলা যথাসময়ে আগমন করেই মাজার শরীফে প্রবেশ করলেন এবং সব দরজা জানালা বন্ধ করে ভিতরে কিছু সময় অতিবাহিত করলেন। হঠাৎ তিনি দরজা খুলে একজন মাদ্রাসার ছাত্রকে মাইকে ক্বেরাত পড়তে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তিনি মাইক দ্বারা নির্বিঘ্নে ওয়াজ ও মিলাদ শেষ করলেন। এ ঘটনার পর থেকে আর কোন অসুবিধা হয়নি এবং অধ্যাবধি মাইকের প্রচলন বলবৎ রয়েছে।

উপরোক্ত ঘটনাসমূহের দ্বারা খাজায়ে বাঙ্গাল, কুতুবে আলম হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর অসাধারণ আধ্যাত্মিক ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

আধ্যাত্মিক শক্তিবলে একাধিক স্থানে সশরীরে হাজির

সিরাজুস্ সালেকীন, তাজুল ওলামা মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) প্রতি বৎসর আনোয়ারা থানার বটতলী গ্রামস্থ বার আউলিয়ার অন্যতম হযরত শাহ্ মোহছেন আউলিয়া (রহঃ) এর পবিত্র বার্ষিক ওরস মোবারকে প্রধান ওয়ায়েজ হিসাবে উপস্থিত থাকতেন। এক বছর তিনি ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার কারণে যোগদান করতে পারেননি। তাই ভক্ত-মুরিদান অনেকে সাক্ষাৎ করতঃ তাঁর এই অসুস্থ অবস্থা অবলোকন করে ওরস শরীফে যাচ্ছিলেন। ওরস শেষে পরদিন বাসে চড়ে যাওয়ার সময় বাসের মধ্যে কেউ কেউ কথা প্রসঙ্গে বলাবলি করতে লাগলেন, "আমরা গতকাল ওরস শরীফে কোন মতে এশার নামাযে শরীক হতে পেরেছি এটাই আমাদের বড় সৌভাগ্য। কারণ শেরে বাংলা হুজুর কেবলার পিছনে দাঁড়িয়ে অন্যান্য বারের ন্যায় নামাজ আদায় করতে পারাটাই ছিল সন্তোষের বিষয়।" তখন বাসের অপর কিছু লোকজন এ বক্তব্যের প্রতিবাদ করে উঠলেন। তাঁরা বললেন, "গতকাল মাগরীবের পর হুজুর কেবলাকে ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত অবস্থায় কাজীর দেউড়ীস্থ বাসভবনে দেখে এলাম, আর আপনারা বলছেন হুজুর কবলা ওরস মাহ্ফিলে এশার নামাজে ইমামতি করেছেন। এটা কিভাবে সম্ভব?" উক্ত বাসের চালক ছিলেন খন্দকিয়ার মরহুম জনাব বজল আহমদ ড্রাইভার। তিনি হুজুর কেবলার একজন ভক্ত ও আশেক ছিলেন। তিনি উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করে জানালেন, "গতকাল কাজীর দেউড়ীস্থ বাসায় আমি নিজেই হুজুর কেবলাকে অসুস্থ দেখেছি।" তিনি এই বিতর্কের অবসানকল্পে বললেন, "আমি নির্দিষ্ট রোডে না গিয়ে হুজুর কেবলার বাসভবনের সন্নিকটস্থ রোড দিয়ে যাব এবং হুজুর কেবলার সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দেব।" কথামত ড্রাইভার উভয়পক্ষকে হুজুর কেবলার বাসভবনে নিয়ে এলেন। তিনি সকলের সামনে বিষয়টি হুজুর কেবলাকে অবগত করালেন। হুজুর কেবলা উভয়পক্ষকে ক্ষান্ত করে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, উভয় পক্ষের সাক্ষ্য সত্য। কারণ আল্লাহ্র ইচ্ছায় এসব হয়ে থাকে।" এবং তিনি এ ব্যাপারে আর বাড়াবাড়ি ও সমালোচনা না করার জন্য উভয়পক্ষকে পরামর্শ দিলেন। উভয়পক্ষ হুজুর কেবলার অসাধারণ আধ্যাত্মিক ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে শ্রদ্ধাবনত ও সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে আসলেন।

উল্লেখ্য এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী মরহুম বজল আহমদ ড্রাইভার লালিয়ার হাটের স্বনামধন্য সূফী অলি আহমদ ড্রাইভারের সাগরেদ ছিলেন। তিনিও হুজুর কেবলার একজন পরম ভক্ত ও আশেক। জনাব বজল আহমদ ড্রাইভার তাঁর নিকট এ ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন। তিনি আমাদেরকে এই ঘটনার সাক্ষ্য প্রদান করেছেন।

ওহাবীদের কবল থেকে অলৌকিকভাবে উদ্ধারলাভ

হযরত রাসূলে পাক (দঃ) হযরত হাচ্ছান ইবনে ছাবেত (রাঃ) কে প্রিয় নবীর শানে না'ত পড়ায় এবং শান-মান বুলন্দ করার প্রচেষ্টায় খুশি হয়ে আল্লাহ্র দরবারে এই বলে ফরিয়াদ করেছিলেন, "হে আল্লাহ্! তুমি হযরত হাচ্ছান (রাঃ) কে জিব্রাঈল আমীন দ্বারা সাহায্য কর।"

এই হাদীস শরীফ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যাঁরা যুগে যুগে আল্লাহ্র পেয়ারা রাসূল (দঃ) এর শান-মান বুলন্দ করার জন্য সংগ্রাম করবেন স্বয়ং আল্লাহ্পাক, পেয়ারা রাসূল (দঃ) এবং বিশেষতঃ হযরত জিব্রাঈল আমীন (আঃ) তাঁদেরকে সাহায্য প্রদান করবেন। এরূপ একজন নিবেদিত প্রাণ শ্রেষ্ঠতম আশেকে রাসূল হচ্ছেন মোজাদ্দেদে মিল্লাত, মোজাহেদে আযম হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ)। তিনি নিজের জীবনকে বাজী রেখে শানে রেসালতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। বাতিলদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে বহুবার তাঁর প্রাণ ও জীবনের উপর হুমকি এসেছে। কিন্তু কখনও তিনি পশ্চাৎপদ হননি। বাতিল ওহাবীরা তাঁকে নিঃশেষ করে দেয়ার জন্য অনেকবার হীন প্রচেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু মহান রাব্বুল আলামীনের কুদরতে তিনি রক্ষা পেয়েছেন এবং বাতিলদের সকল ষড়যন্ত্র সমূলে নস্যাৎ হয়েছে। উল্লেখিত হাদীস শরীফ অনুযায়ী মহান রাব্বুল আলামীন, পেয়ারা রাসূল (দঃ) ও জিব্রাঈল আমীনের সাহায্যের দ্বার ছিল তাঁর জন্য সদা উন্মুক্ত। তাই দেখা যায় তিনি বহুবার অলৌকিকভাবে এজিদরূপী ওহাবীদের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছেন। এরূপ দু'টো উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নিম্নে উপস্থাপন করা হল ঃ-

এক

একবার চট্টগ্রাম জেলার কুতুবদিয়া থানায় ওহাবীরা মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) কে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে দাওয়াত দেয়। তিনি সরলমনে সেখানে উপস্থিত হন। যখন তিনি নবীর দুশমনদের ভ্রান্ত মতবাদের খন্ডন করে নূরানী তক্বরীর পেশ করছিলেন, সেই অবস্থায় কপট ওহাবীরা তাঁর উপর হামলা চালাতে উদ্যত হয়। তাঁকে আঘাত হানতে শুরু করলে ঠিক সেই মুহূর্তে গভীর রাত্রে কুতুবদিয়া থানার পুলিশ পার্শ্বস্থ রাস্তা দিয়ে আসামী গ্রেপ্তার করতে যাচ্ছিল। হঠাৎ তাদেরকে কে যেন

ডেকে বলল, "তোমরা যাচ্ছ কোথায় দেখছ না শেরে বাংলা ছাহেবকে আক্রমণ করছে?" অদৃশ্য আহবানে তারা অনেকটা জ্ঞানশূন্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আহবানটা এতটুকু মর্মস্পর্শী ছিল যে, তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে উঠল। অনতিবিলম্বে তাদের কানে কোথাকার শোরগোল ভেসে আসল। অনুমান করতে করতে তারা ঘটনাস্থলে পৌছে গেল। দেখতে পেল কিছু সংখ্যক সন্ত্রাসবাদী হিংস্র লোক একজন মাওলানা ছাহেবের উপর উপর্যুপরি আঘাত হানছে। পুলিশ ব্যাটেলিয়ন উপস্থিত সন্ত্রাসী ওহাবীদের গ্রেপ্তার করে আল্লামা শেরে বাংলা (রহঃ) কে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে আসলেন।

দুই

পশ্চিম পটিয়ার অন্তর্গত দৌলতপুর একটি গ্রাম। এ গ্রামের জনৈক বাতিলপন্থী লোক মোজদ্দেদে মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) কে প্রাণে মারার ফন্দি করে ওয়াজ মাহ্ফিলের নাম দিয়ে দাওয়াত দেয়। হুজুর কেবলা সহজ সরলমনে দাওয়াত গ্রহণ করেন। তিনি যথাসময়ে ঠিকানামত উপস্থিত হয়ে দেখেন যে, জলসার কোন আয়োজন নেই। তিনি নামাজ পড়ার জন্য স্থানীয় মসজিদে প্রবেশ করলেন। আর ষড়যন্ত্রকারীরা মসজিদের চার পার্শ্বে চলাচল করতে থাকে। হুজুর কেবলা এ দৃশ্য অবলোকন করে মোরাকাবায় বসে নানা প্রকার দোয়া ও সূরা পাঠ করে চলেছেন। এভাবে মিনিট বিশেক অতিক্রান্ত হলে হঠাৎ কয়েক মাইল দূর থেকে ধর-ধর, মার-মার ধ্বনি তাদের কানে প্রবেশ করতে লাগল। এতে ষড়যন্ত্রকারীদের মনে ভয়ের সঞ্চার হল। দূরের লোক আসার আগে প্রাণ রক্ষার তাগিদে তারা দ্রুত পলায়ন করল। আর আরো লোকজন নিয়ে মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) মসজিদে মিলাদ মাহ্ফিল শেষ করেন। অতঃপর ভক্তবৃন্দ হুজুর কেবলাকে নিরাপদে শহরে পৌছার ব্যবস্থা করে দেন।

অলৌকিক ক্ষমতাবলে মুহূর্তের মধ্যে নদী পারাপার

ইমামে আহ্লে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা কাজী মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম হাশেমী ছাহেব এ ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত, আওলাদে রাসূল (দঃ) হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) একবার মাহ্ফিল উপলক্ষে চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত আনোয়ারা থানায় গমন করেছিলেন। তথায় এক বাতিলপন্থী ওহাবীর সাথে তর্ক করতে গিয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে রাত হয়ে যায়। অথচ সেদিন রাত্রে নির্দিষ্ট সময়ে চাক্তাই শহরে কতেক বিশেষ ব্যক্তিবর্গের সাথে হুজুর কেবলার জরুরী সাক্ষাত করার কথা নির্ধারিত ছিল। কিন্তু তখন সাক্ষাতের নির্ধারিত সময় প্রায় সন্নিকটে। এত অল্প সময়ে সুদীর্ঘ কর্ণফুলী পাড়ি দিয়ে অপর পাড়ে চাক্তাই পৌছা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ব্যাপার। অথচ আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) পবিত্র স্বীয় জীবনে কোনদিন প্রদত্ত ওয়াদা খেলাপ করেননি। এমতাবস্থায় তিনি সহসাৎ সফরসঙ্গীসহ নদীর পাড়ে এসে হাযির হলেন। একজন বয়স্ক ও ক্ষীণকায় দেহের মাঝির নৌকায় উপবেশন করে মাঝিকে পাল তুলে নৌকার বৈঠা চালাতে নির্দেশ দিলেন। মাঝি নিরূপায় হয়ে রাত্রিবেলায় নৌকায় পাল তুললেন এবং বৈঠা চালাতে লাগলেন। এদিকে আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) নৌকার মধ্যখানে আসন গ্রহণ করে স্বীয় পবিত্র মস্তক দুলাতে লাগলেন এবং বিড় বিড় করে মৃদু কণ্ঠে কি যেন পড়তে লাগলেন। পরম করুণাময় আল্লাহ্র কি কুদরত ! আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর কি মহান শান ও ক্ষমতা! পালে হাওয়া লাগার সাথে সাথেই বিদ্যুৎবেগে নৌকা চলতে লাগল। হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এরই অলৌকিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতাবলে চোখের পলকে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই নৌকা বিস্তীর্ণ কর্ণফুলী নদী পার হয়ে চাক্তাই এর ঘাটে এসে ভিড়ল। আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) পূর্ব নির্ধারিত সময়ের আরও কয়েক মিনিট পূর্বেই সাক্ষাতের নির্দিষ্ট স্থানে এসে হাযির হলেন।

অলৌকিক ক্ষমতাবলে তেল ব্যতীত গাড়ী চালানো

ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, ওস্তাজুল ওলামা কাজী মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম হাশেমী ছাহেব প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে এ ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মোজাহেদে আজম হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর সাথে আমি একবার চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত ভাটিয়ারী বার আউলিয়ায় এক আজিমুশ্‌শান মাহ্‌ফিলে যোগদান করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম। মাহ্‌ফিল শেষ হতে প্রায় রাত গড়িয়ে যায়। এমতাবস্থায় যাতায়াতের জন্য পূর্ব থেকে যান-বাহনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) চলে আসার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। তিনি আমাদেরকে সন্নিকটস্থ বড় রাস্তায় গাড়ী খোঁজার জন্য নির্দেশ করলেন। এরূপ বিপদসংকুল অবস্থায় পথিমধ্যে একটা খালি ট্রাক দৃষ্টিগোচর হল। আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) ট্রাকের ড্রাইভারকে সকলকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেয়ার অনুরোধ জানালেন। কিন্তু দুঃখজনকভাবে ড্রাইভার জানালেন যে, তার গাড়ীতে তেল প্রায় শেষ পর্যায়ে এবং দু'এক কদম অগ্রসর হলে গাড়ী বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) ড্রাইভারকে আশ্বস্থ করে দৃঢ় কণ্ঠে নির্দেশ করলেন, "আমি বলছি তুমি গাড়ী ষ্টার্ট দাও। ইন্‌শাআল্লাহ্‌ তেল ছাড়াই গাড়ী চলবে।" অগত্যা হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর নির্দেশক্রমে ড্রাইভার অনিচ্ছাসত্ত্বেও সবাইকে গাড়ীতে উঠিয়ে গাড়ী ষ্টার্ট দিতে শুরু করল। সুবহানাল্লাহ্‌! আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এরই আধ্যাত্মিক ক্ষমতাবলে গাড়ী বিদ্যুৎবেগে চলতে শুরু করল। আমরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের গন্তব্যস্থল হুজুর কেবলারই চট্টগ্রাম শহরস্থ বাসস্থানে পৌঁছে গেলাম। শুধু তাই নহে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এরই পূনঃ নির্দেশক্রমে হুজুর কেবলারই অলৌকিক ক্ষমতাবলে উক্ত ড্রাইভার তেল ব্যতীত গাড়ী চালিয়ে তার গন্তব্যস্থলে ফিরে যায়।

সুলতানুল আরেফীন হযরত সুলতান বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ) এর সাথে সশরীরে সাক্ষাৎ

কুতুবে আলম, গাউছে জামান তাজুল ওলামা হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) একবার মাহফিল উপলক্ষে ষোলশহর বায়েজীদ বোস্তামী রোড দিয়ে যাচ্ছিলেন। সুলতানুল আরেফীন হযরত সুলতান বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ) এর পবিত্র দরগাহ্‌ নাসিরাবাদস্থ আস্তানা শরীফের সম্মুখে যখন উপনীত হলেন তখন তিনি চিন্তা করলেন, হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ) এর মাজার শরীফ তো ইরানের বোস্তাম শহরে, এখানে তিনি মওজুদ আছেন কিনা? অতঃপর তিনি ইতস্ততাসত্ত্বেও দোদুল্যমান অবস্থায় জেয়ারতের মানসে আস্তানা শরীফে প্রবেশ করলেন। সোবহানাল্লাহ্‌! হযরত সুলতান বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ) এর সাথে সশরীরে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ ঘটল। মহান আল্লাহ্‌ পাকের কুদরতে আউলিয়ায়ে কেরাম ইন্তেকালের পরেও স্বশরীরে জীবিত এবং একই সময়ে বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান ও বিচরণ করতে পারেন। তাছাড়া আউলিয়ায়ে কেরাম আল্লাহ্‌ তায়ালার কুদরতে মানুষের অন্তরের খবরও অবগত হন। হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রহঃ) মোলাকাতের পর আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) কে প্রশ্ন করলেন, "আপনি একজন শরীয়তের এতবড় আলেম হওয়া সত্ত্বেও কিরূপে ভাবলেন আমি এখানে উপস্থিত আছি কিনা। আমার মাজার শরীফ যদিওবা ইরানের বোস্তাম শহরে কিন্তু আমার বেশীরভাগ ভক্ত ও অনুরক্ত এখানে থাকার কারণে আমি অধিকাংশ সময় এখানেই অবস্থান করি।" তাই আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) তাঁর রচিত 'দিওয়ানে আজীজ'-এ উল্লেখ করেছেন-

"মাদফান আউগার ছে গোশ্‌তা দরমিয়া নে বোস্তাম,
হাওয়া বগাহেশ গোশ্‌ত একনুন দরমিয়া নে চাটগাম।"

অর্থাৎ ঃ "যদিও হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ) এর দাফনস্থল বোস্তামের মধ্যে কিন্তু বর্তমানে তাঁর আরামগাহ্‌ চট্টগ্রামের জমিনে।"

উপরোক্ত ঘটনা থেকে আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর উচ্চ কামালিয়াতের পরিচয় পাওয়া যায়। আউলিয়ায়ে কেরামের রওজা শরীফ জিয়ারতকালে সরাসরি কথোপকথনের এরূপ অসংখ্য ঘটনা হুজুর কেবলার মোবারক জীবনে ঘটেছে।

আধ্যাত্মিক ক্ষমতাবলে হযরত মাষ্টার বাবা (রহঃ) এর পবিত্র জানাযা শরীফে ইমামতি

সুলতানুল আরেফীন হযরত সুলতান বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ) এবং গাউছুল আজম হযরত বাবা ভাণ্ডারী (কঃ) এর বিশেষ ফয়েজপ্রাপ্ত মজ্জুবে সালেক, অলিয়ে কামেল হযরত মোহাম্মদ খায়ের উল্লাহ্ প্রকাশ হযরত মাষ্টার বাবা (রহঃ) এর সাথে মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর সুদৃঢ় আত্মিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। হযরত মাষ্টার বাবা (রহঃ) ১৯৬২ ইং ৩০শে জুন ও ২৭শে মহর্‌রম বেছালপ্রাপ্ত হন। হযরত সুলতান বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ) এর পবিত্র আস্তানা শরীফের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ পাহাড়ের চূড়ায় তাঁর পবিত্র রওজা শরীফ অবস্থিত। সম্ভবতঃ সমসাময়িক হওয়ার কারণে তিনি তাঁর ইন্তেকালের পর স্বীয় জানাযা শরীফ হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর ইমামতি দ্বারা সুসম্পন্ন হওয়ার আন্তরিক দৃঢ় আকাংখা পোষণ করতেন। মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর পেয়ারা হাবীব (দঃ) এর উসিলায় তাঁর মনোবাসনা পরিপূর্ণরূপে কবুল করেছিলেন। মোজাদ্দেদে মিল্লাত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) তাঁর পবিত্র জানাজা শরীফে কোনরূপ সংবাদ প্রেরণ ব্যতীত অলৌকিকভাবে উপস্থিত হন। হযরত মাষ্টার বাবা (রহঃ) এর একনিষ্ঠ খাদেম ও মুরিদ কুমিল্লা চৌদ্দগ্রাম নিবাসী মোহাম্মদ হাজী আবদুর রাজ্জাক প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে আমাদেরকে এ ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি হযরত মাষ্টার বাবা (রহঃ) এর পবিত্র জানাজা শরীফে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন, আমার প্রানপ্রিয় মুর্শিদ কেবলা হযরত মাষ্টার বাবা (রহঃ) এর পবিত্র জানাজা পড়ার জন্য আসরের নামাজের পর তাঁর বর্তমান মাজার শরীফ প্রাঙ্গণে হাজার হাজার লোকের সমাগম ঘটে। কিন্তু জানাজা শরীফে কে ইমামতি করবেন তা মোটেই নির্ধারিত ছিল না। উপস্থিত ওলামায়ে কেরামের মধ্যে হযরত সুলতান বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ) এর দরগাহ মসজিদের ভারপ্রাপ্ত খতীব হযরত মাওলানা কাজী মোহাম্মদ বজলুর রহীম হাশেমী ছাহেব সর্বাধিক উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। এমতাবস্থায় সবাই জানাযার নামাজের জন্য কাতারবন্দী

হয়ে পড়ে। ঠিক সেই মুহূর্তে মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর অলৌকিক আবির্ভাব ঘটে। আশ্চর্যজনকভাবে তাঁর চোখ ব্যতীত সমস্ত মুখমন্ডল সাদা কাপড়ে ঢাকা ছিল এবং এ কারণে অনেকেই তাঁকে চিনতে পারেননি। কিন্তু উপস্থিত ওলামায়ে কেরাম তাঁকে চিনতে পেরে সবাই মুক্তাদীর স্থানে এসে কাতারবন্দী হয়ে গেলেন। হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) ইমামের স্থানে গিয়ে দন্ডায়মান হলেন এবং তাঁরই সুযোগ্য ইমামতিতে পবিত্র জানাজার নামাজ সম্পন্ন হল। পরিশেষে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) মিলাদ ও কিয়াম পরিবেশন করে মোনাজাত করলেন।

গাউছুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্‌সূফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর পবিত্র রওজা শরীফে বিশেষ জেয়ারত

মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর বড় শাহ্‌জাদা হযরত মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আমিনুল হক আল্ কাদেরী ছাহেব এ ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার পরম শ্রদ্ধেয় আব্বাজান কেবলা মুর্শিদে বরহক হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) একদা মাহ্‌ফিল উপলক্ষে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী কেবলা কাবা (কঃ) এর পবিত্র জন্মভূমি ফটিকছড়ি থানায় তশরীফ আনেন। এই পবিত্র নূরানী মাহ্‌ফিলের প্রায় মধ্যরাত্রিতে গিয়ে সমাপ্তি ঘটে। এমতাবস্থায় মাহ্‌ফিলের আয়োজনকারী হুজুর কেবলার ভক্ত মুরিদান তথায় রাত যাপনের সুবন্দোবস্ত করেন। কিন্তু আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এরূপ আরামদায়ক বিছানা কিছুক্ষণের মধ্যে পরিত্যাগ করে উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে আহবান করে বললেন, "আমি একটু মাইজভাণ্ডার শরীফ জেয়ারত করতে যাব। কেউ যেতে চাইলে আমার সাথে চল।" গভীর রাত্রে অকস্মাৎ এরূপ সিদ্ধান্তে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর সাথে গমন করার কেউ সাহস করল না। তদুপরি এত রাত্রে সুখের ঘুম হারাম করে পায়ে হেঁটে কেইবা যেতে আগ্রহান্বিত হবে। অগত্যা মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এরূপ গভীর রজনীতে পদব্রজে একাকী মাইজভাণ্ডার শরীফ গমন করেন। অন্যদিকে শুরু হয় গাউছুল আযম মাইজভাণ্ডারী হযরত মাওলানা শাহ্‌সূফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ কেবলা কাবা (কঃ) এর আধ্যাত্মিক লীলা খেলা। তিনি (গাউছুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলা) তাঁরই একান্ত প্রিয়তম মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর শুভাগমন উপলক্ষে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। কারণ এত গভীর রাত্রে রওজা শরীফের দরজা বন্ধ ও তালাবদ্ধ থাকবে। এমতাবস্থায় গাউছুল আযম মাইজভাণ্ডারী হযরত কেবলা কাবা (কঃ) তদীয় পৌত্র সাজ্জাদানশীন হযরত মাওলানা শাহ্‌সূফী সৈয়দ দেলওয়ার হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহঃ) কে স্বপ্নে দীদার দিয়ে নির্দেশ করে বলেন, "ওহে আমার দেলা ময়না! তাড়াতাড়ি জাগ্রত হও। আমার পরম প্রিয় হযরত সৈয়দ আজিজুল হক শেরে বাংলা আমার সাক্ষাতে আসছেন। তিনি রওজা শরীফ বন্ধ দেখলে চরম দুঃখিত ও রাগান্বিত হবেন। তুমি অতিসত্বর রওজা শরীফ খুলে তাঁর

আগমনের এন্তেজার কর।" হযরত মাওলানা সৈয়দ দেলওয়ার হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহঃ) গাউছুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলা কাবা (কঃ) এর পবিত্র দীদার লাভ করে পরম আনন্দিত হলেন। তিনি হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর মহান শান ও মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারলেন, যাঁর মহান উছিলায় আজ তিনি এ পরম নেয়ামত লাভ করলেন। তিনি কালবিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি অযু সমাপন করে গাউছুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলা কাবা (কঃ) পবিত্র রওজা শরীফ আগমন করলেন। পবিত্র রওজা শরীফের দরজা খুলে আলোকিত করে রওজা শরীফের বাহিরে বসে এন্তেজার করতে লাগলেন। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) রওজা শরীফে তশরীফ আনেন। পবিত্র মাজার শরীফে ঢুকার সময় হযরত মাওলানা সৈয়দ দেলওয়ার হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহঃ) এর সাথে সর্বপ্রথম তাঁর সাক্ষাত ও মোলাকাত ঘটে। অতঃপর আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) পবিত্র রওজা শরীফে ঢুকে সশব্দে সালাম আরজ করেন, "আস্‌সালামু আলাইকুম এয়া গাউছুল আযম মাইজভাণ্ডারী হযরত কেবলা কাবা (কঃ)।" এতে পরক্ষণে গাউছুল আযম, শাহে দো'আলম হযরত কেবলা কাবা (কঃ) পবিত্র রওজা শরীফ থেকে প্রকাশ্যে সশব্দে সালামের জওয়াব প্রদান করে বলেন, "ওয়া আলাইকুমুস্‌সালাম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহে ওয়াবারাকাতুহু।" হযরত মাওলানা শাহ্‌সূফী সৈয়দ দেলওয়ার হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আমি এত দীর্ঘদিন যাবৎ আমার পরম শ্রদ্ধেয় দাদাজান গাউছুল আজম মুশকিল কোশা হযরত কেবলা কাবা (কঃ) এর পবিত্র রওজা শরীফের খেদমতে নিয়োজিত আছি। কিন্তু কোনদিন প্রকাশ্যভাবে রওজা শরীফ থেকে সালামের জওয়াব দিতে শুনিনি। এই সর্বপ্রথম মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর প্রদত্ত সালামের জওয়াব গাউছুল আযম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর পবিত্র রওজা শরীফ থেকে প্রদান করতে সুস্পষ্ট আওয়াজে শুনলাম।

হুজুর কেবলা (রহঃ) এর দোয়ার ফলে মোজাহেদে আহ্‌লে সুন্নাত এর জন্ম

বন্দর থানা নিবাসী জনাব মোহাম্মদ বাচা মিয়া মোজাদ্দেদে মিল্লাত, আওলাদে রাসূল (দঃ) হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর একজন বড় আশেক ও মুরিদ ছিলেন। তিনি কর্নফুলী নদীতে সাম্পান চালাতেন। একদিন ঘটনাক্রমে রাত্রি প্রায় বারটার দিকে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) নদী পারাপারের জন্য হাজির হলেন। তখন আবহাওয়া খারাপ ছিল এবং তদুপরি এত রাত্রিতে কোন মাঝি পার করাতে এগিয়ে এল না। অবশেষে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস এবং হুজুর কেবলার দৃঢ় আশ্বাসের পরিপেক্ষিতে মোহাম্মদ বাচা মিয়া হুজুর কেবলাকে পার করাতে রাজী হলেন। পরম করুণাময়ের অসীম কুদরতে আল্লামা শেরে বাংলা (রহঃ) এর অলৌকিক ক্ষমতাবলে ক্ষনিকের মধ্যেই তিনি হুজুর কেবলাকে অপরকূলে পৌছালেন। বিপদসংকুল আবহাওয়া ও ঢেউয়ের উত্তাল তরঙ্গ কোন বাধার সৃষ্টি করতে পারল না। অপর পারে ঘাটে পৌছানোর পর হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) মোহাম্মদ বাচা মিয়ার উপর ভীষণ সন্তুষ্ট হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি আমার নিকট কি চাও?" মোহাম্মদ বাচা মিয়া ভক্তির আতিশয্যে হুজুর কেবলার কদম পাকে সালাম জানিয়ে ফরিয়াদ করলেন, "বাবাজান কেবলা! আমাকে একটি ছেলে সন্তান দান করুন।" হুজুর কেবলা বললেন, "যাও আমি দোয়া করছি, তুমি একটি পুত্র সন্তান লাভ করবে।" কিন্তু মোহাম্মদ বাচা মিয়া পুনরায় ফরিয়াদ করে আবেদন জানালেন, "বাবাজান! শুধুমাত্র ছেলে সন্তান দিলে হবে না, জ্ঞানে-গরিমায় পরিপূর্ণ করে দিতে হবে।" আল্লামা শেরে বাংলা (রহঃ) অবশেষে বললেন, "যাও তোমার সন্তান জ্ঞানী ও আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জমাতের বীর মুজাহিদ হবে।"

পরবর্তীকালে আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর এই দোয়া ও ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছে। জনাব মোহাম্মদ বাচা মিয়ার ঘরে একজন কীর্তিমান ক্ষণজন্মা আশেকে রাসূল (দঃ) জন্মগ্রহন করেন। পাঠকবৃন্দ হয়ত ভাবছেন, কীর্তিমান এই সম্মানিত পুরুষ কে? কি তাঁর পরিচয়? তিনি আর কেউ নন, তিনি হচ্ছেন আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জমাতের বীর মুজাহিদ, ধুমকেতুর ন্যায় সুন্নী

জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ক্ষণজন্মা আশেকে রাসূল হযরত মাওলানা নঈম উদ্দিন আল্ কাদেরী (রহঃ)।

এখানে উল্লেখ্য, হযরত মাওলানা নঈম উদ্দিন আল্ কাদেরী (রহঃ) এর জন্মগ্রহণের পর তাঁর পিতা জনাব মোহাম্মদ বাচা মিয়া হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর কাছে এসে খোশখবরী জানান। হুজুর কেবলা খুশী হয়ে নিজেই তাঁর নামকরণ করেন 'নঈম উদ্দিন'।

পাঠকবৃন্দ, আনোয়ারা থানা নিবাসী জনাব মাওলানা আবদুর রহমান আল্ কাদেরী ছাহেব আমাদেরকে উপরোক্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হযরত মাওলানা নঈম উদ্দিন আল্ কাদেরী (রহঃ) এর কাছে তিনি স্বয়ং এ ঘটনা শ্রবণ করেছেন বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন।

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত কেবলা (কঃ) এর বিশেষ নজর করম

মোজাদ্দেদে মিল্লাত, আওলাদে রাসূল (দঃ) হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর সর্বাধিক সংস্পর্শপ্রাপ্ত হযরত মাওলানা কাজী মোহাম্মদ মিয়া তলোয়ার বাংলা ছাহেব এই ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মুর্শিদে বরহক হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) একবার এক ওয়াজ মাহ্‌ফিল উপলক্ষে ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত নানুপুর গ্রামে আগমন করেছিলেন। মাহ্‌ফিল শেষে তিনি গাড়িতে করে বাড়ী অভিমুখে ফিরছিলেন। আমি অধম হুজুর কেবলার সফরসঙ্গী হিসাবে গাড়িতে ছিলাম। গাড়ি যখন ফটিকছড়ি রোড ধরে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ অতিক্রম করে অগ্রসর হচ্ছিল, হঠাৎ ঘটনাক্রমে আমরা পিছনে তাকিয়ে দেখতে পেলাম একটি উজ্জ্বল আলোকরশ্মি আমাদের গাড়িকে অনুসরণ করছে। এরূপ তেজোদীপ্ত আলোকছটা দর্শন করে আমরা সকলে ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম। হুজুর কেবলাকে তার রহস্য ও হাক্বীকত জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর করলেন, "এটা গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত কেবলা (কঃ) এর পক্ষ থেকে আমি শেরে বাংলার প্রতি বিশেষ নজর করম ও রহমত। যা সর্বদা আমাকে আবেষ্টন করে ও বিপদমুক্ত রাখে।" নাজিরহাট পৌছা অবধি আমরা এই আলোকরশ্মি প্রত্যক্ষ করেছিলাম। অতঃপর এই আলোকছটা অদৃশ্য হয়ে যায়।

অলিয়ে কামেল হযরত কালু শাহ্ ফকির (রহঃ) এর প্রকাশ লাভ

সীতাকুন্ড থানার অন্তর্গত সলিমপুর গ্রামে অবস্থিত প্রখ্যাত অলিয়ে কামেল হযরত কালু শাহ্ ফকির (রহঃ) এর পবিত্র রওজা শরীফ আশেকানের জন্য একটি সুপসিদ্ধ স্থান। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্য প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বেও এই মহান অলিয়ে কামেল জনসাধারণের মাঝে তেমন পরিচিত ও মশহুর ছিলেন না। মহান আল্লাহ্ পাকের অসীম কুদরতে মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর বদৌলতে আজ এই মহান অলিয়ে কামেলের পবিত্র রওজা শরীফ সুপ্রসিদ্ধ জিয়ারত স্থানে পরিণত হয়েছে। উক্ত গ্রামে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর অগণিত ভক্ত ও আশেকান বিদ্যমান রয়েছেন এবং তাঁরা বহু পূর্ব থেকে এখানে বসবাস করে আসছেন। মূলতঃ

হযরত কালু শাহ্ (রহঃ) এর পবিত্র দরবার শরীফের খেদমতে তাঁরাই উৎসর্গীকৃত ও অগ্রগণ্য। এই মহান অলিয়ে কামেলের বহুল পরিচিতি ও প্রকাশ লাভের অন্তরালে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর একটি ঐতিহাসিক ও অলৌকিক ঘটনা বিশেষভাবে বিজড়িত ও জনমুখে আলোচিত। আমরা বিশেষ প্রত্যক্ষদর্শীর সূত্র মোতাবেক সেই জনশ্রুত ঐতিহাসিক ঘটনাই এখানে বিবৃত করার প্রয়াস পাচ্ছি।

হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর একনিষ্ঠ মুরিদ ও হযরত কালু শাহ্ ফকির (রহঃ) এর মাজার শরীফ ও মসজিদের প্রাক্তন সেক্রেটারী অত্র এলাকার প্রাচীনতম বাসিন্দা জনাব আবদুল কুদ্দুস আল্ কাদেরী এই ঘটনার একজন প্রধানতম প্রত্যক্ষদর্শী। তিনিই আমাদেরকে এই তথ্যসমূহ প্রদান করেন। তিনি জানান, হযরত কালু শাহ্ ফকির (রহঃ) পূর্বে এরূপ প্রকাশিত ও মশহুর ছিলেন না। কারণ তাঁর বেলায়ত ও বুজুর্গী সম্পর্কে আমরা এলাকাবাসীও তেমন অবগত ছিলাম না। তাঁর পবিত্র রওজা পাক তেমন সুরক্ষিত বা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ছিল না। যুগ যুগ ধরে অবহেলায় পতিত ছিল। শুধুমাত্র আবেষ্টনী ও টিনের ছাদ বিদ্যমান ছিল। দু'একজন মাঝে মাঝে কদাচিৎ জেয়ারত করতেন। মাজার সংলগ্ন মসজিদটাই কেবলমাত্র পরিচিত ও সমাগমস্থল ছিল। ইতিমধ্যে এলাকায় বিবিধ বিপদাপদ ও দুর্ঘটনা ঘটতে শুরু করে। কোন অসহায় নির্যাতিত তাঁর রওজায় এসে ফরিয়াদ করার সাথে সাথে ক্রিয়া ঘটে। যেমন কারো গরু পরের ক্ষেত বিনষ্ট করায় ক্ষেতের মালিক এসে রওজায় বলার সাথে সাথে গরু মরে যায়। এমনকি ফলাফল স্বরূপ পাড়ার অনেক লোক অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিকভাবে মারা যায়। এতে গ্রামের জনসাধারণ ভীত-সন্ত্রস্ত ও আতংকগ্রস্থ হয়ে পড়ে। সকলে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে কালাতিপাত করতে থাকে। এটা সম্ভবত ১৯৬৪ ইংরেজীর ঘটনা। ইত্যবসরে আমারই সক্রিয় উদ্যোগে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) উপলক্ষে উক্ত মসজিদে অনুষ্ঠিত মাহ্‌ফিলে মোজাদ্দেদে মিল্লাত আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) তশরীফ আনেন। তিনি মাহ্‌ফিলস্থল তথা মসজিদে এসে প্রথমে এশার নামাজ আদায় করেন। অতঃপর অলিয়ে কামেল হযরত কালু শাহ্ ফকির (রহঃ) এর সেই অবহেলিত পবিত্র রওজাপাকে গমন করেন এবং জিয়ারত করেন। সোবহানাল্লাহ্! মুর্শিদে বরহক হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর সাথে হযরত কালু শাহ্ ফকির (রহঃ) এর সশরীরে সাক্ষাৎ লাভ ঘটে। তিনি মসজিদে এসে প্রশ্ন করেন যে, হযরত কালু শাহ্ ফকির (রহঃ) কে স্বপ্নে দেখেছেন এরূপ কেউ আছেন কিনা। অতঃপর তিনি হযরত কালু শাহ্ ফকির (রহঃ) এর শারীরিক অবয়ব বর্ণনা করেন। উপস্থিত লোকজনদের মধ্যে জনাব সুফি নজির

আহমদ ছাহেব ঘোষণা দিলেন যে, তিনি হযরত কালু শাহ্ ফকির (রহঃ) কে ইতিপূর্বে স্বপ্নে দেখেছেন এবং তিনি সাক্ষ্য দিলেন, হুজুর কেবলা যে রকম বর্ণনা দিয়েছেন তিনিও হুবহু সেরূপ ছুরতেই দেখেছেন। উল্লেখ্য জনাব সুফি নজির আহমদ ছাহেব হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এরই একান্ত ঘনিষ্ট ও শ্রদ্ধাভাজন শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা সফিরুর রহমান হাশেমী (রহঃ) এর মুরিদ। অতঃপর হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) বললেন, "হযরত কালু শাহ্ ফকির (রহঃ) একজন উঁচু দরজার মহান অলী। ইয়েমেন দেশে তাঁর আদি নিবাস। তিনি মহর্‌রম মাসের আট তারিখ বেছালপ্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁর পবিত্র রওজাপাকের অবহেলা ও অসম্মানের কারণে বিবিধ অঘটন ও বিপদাপদ ঘটছে।" হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এই মহান অলিয়ে কামেলের যথাযথ মর্যাদা প্রদানের জন্য উপস্থিত আশেকানকে নির্দেশ দান করলেন।

সোবহানাল্লাহ্! কালক্রমে আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর নির্দেশক্রমে তাঁর মুরিদান ও ভক্তরা হযরত কালু শাহ্ ফকির (রহঃ)এর কবর শরীফের উপর শানদার রওজা নির্মাণ করেন। হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর নির্দেশনা মোতাবেক প্রতি বৎসর ৮ই মহর্‌রম এই মহান অলিয়ে কামেলের বার্ষিক ওরস মোবারক মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়।

হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর দোয়ায় ছেলে সন্তান লাভ

লালিয়ার হাটের জনাব মোহাম্মদ সফি কোম্পানী মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর একজন পরম ভক্ত ও আশেক ছিলেন। তাঁর কোন সন্তান ছিল না। তিনি একদিন হুজুরের কাছে একটি পুত্র সন্তান লাভের জন্য দোয়া প্রার্থী হন। হুজুর কেবলা তাঁর জন্য দোয়া করেন এবং পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে কি নামকরণ করবেন তাও বলে দেন। পরবর্তীতে হুজুর কেবলার ইন্তেকালের পর তাঁর একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। হুজুর কেবলার নির্দেশমত তাঁর নামকরণ করেন মোহাম্মদ তৈয়ব। সেই পুত্র সন্তান এখনও হুজুর কেবলার দোয়া ও বরকতের স্মৃতি বহন করছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, জনাব মোহাম্মদ সফি কোম্পানী হুজুর কেবলা শেরে বাংলা (রহঃ) এর ইন্তেকালের পর স্বপ্নে দেখেন যে, হুজুর কেবলা তাঁকে মাজার শরীফের আভ্যন্তরীণ চারটি দেয়াল নির্মাণ করার জন্য বলছেন এবং হুজুর কেবলা এও জানালেন যে, তাঁর অন্তঃসত্তা স্ত্রীর গর্ভের সন্তানটা তাঁরই মর্জি মোতাবেক পুত্র সন্তান।

আওলাদে রাসূল (দঃ), মোজাদ্দেদে মিল্লাত, শামসুল আরেফীন, রুহুল আশেকীন হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর কিছু বৈশিষ্ট্যগত কারামত

আওলাদে রাসূল (দঃ), মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, শামসুল আরেফীন, রুহুল আশেকীন হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল কারামতে ভরপুর। তাঁর সাথে চলাফেরা বা অবস্থান করার পরম সৌভাগ্য যাঁদের নসীব হয়েছে, তাঁরা কতগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কারামত প্রায়শঃ প্রত্যক্ষ করতেন। তন্মধ্যে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যগত কারামত হচ্ছে মুর্শিদে বরহক হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর পদব্রজে চলা বা হাঁটা। তিনি যখন স্বাভাবিকভাবে হাঁটতেন তখন দেখা যেত হুজুর কেবলার সফর সঙ্গীরা সাধারণ গতিবেগে অনেক পিছিয়ে যেতেন। এজন্য অনেককে গতির সামঞ্জস্য বজায় রাখতে রীতিমতো দৌড়াতে দেখা যেত। মনে হয় মহান আল্লাহ্ পাক সুন্নীয়তের খেদমতে স্বল্পতম সময়ে অধিক কর্ম সম্পাদনের নিমিত্তে তাঁকে এ মহান বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছেন।

অপর একটা বিশেষ কারামত যা তাঁর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত অনেকেরই দৃষ্টিগোচর হত, তা হচ্ছে, হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) নিজ বাসস্থান বা কোন মজলিশে উপস্থিত ভক্ত-মুরিদানের জন্য যখন চা আনয়নের নির্দেশ প্রদান করতেন, তখন দেখা যেত অনেক সময় উপস্থিত লোকজনের সংখ্যার চেয়ে অধিকহারে চা আনার জন্য নির্দেশ করেছেন। এতে উপস্থিত অনেকের মনে কৌতুহলের সৃষ্টি হত। কিন্তু বেয়াদবীর আশংকায় মুখে কিছু বলার সাহস করত না। কিন্তু পরক্ষণে দেখা যেত হুজুর কেবলা শেরে বাংলা (রহঃ) যত কাপ চা অতিরিক্ত আনার জন্য বলেছেন, ইতিমধ্যে চা পরিবেশনের পূর্বে ঠিক ততজন নতুন আগন্তুক বা মেহমানের আগমন ঘটেছে।

মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) কে কেন্দ্র করে আয়োজিত প্রতিটি ওয়াজ মাহ্‌ফিল বা সুন্নী সমাবেশে হাজার হাজার এমনকি লক্ষাধিক লোকের সমাগম ঘটত। অথচ তৎকালীন সময়ে প্রচারণা ও যোগাযোগ ব্যবস্থাও তেমন উন্নত ছিল না। এত বিশাল সমাগম সত্ত্বেও মাহ্‌ফিলের সকল প্রান্ত থেকে সবাই স্পষ্টরূপে তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পেতেন। কোন স্বেচ্ছাসেবক ব্যতিরেখেও মাহ্‌ফিল সুশৃঃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হত। তিনি সর্বদা দন্ডায়মান অবস্থায়

তক্বরীর করতেন এবং এ সময় তিনি দু'হাত কান বরাবর উঠাতেন। এর কারণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,"আমার এ দু'হাত দ্বারা আমি স্বীয় কানের সাথে মদীনা শরীফের সরাসরি টেলিফোন সংযোগ স্থাপন করেছি। তাজেদারে মদীনা (দঃ) যেরূপ আমাকে নির্দেশ প্রদান করেন আমি সেভাবেই জনসমক্ষে উপস্থাপন করছি।" উপরোক্ত তথ্য থেকে এটা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, মোজাদ্দেদে মিল্লাত, আওলাদে রাসূল (দঃ) হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) কর্তৃক সম্পাদিত প্রতিটি মাহ্ফিলই ছিল কারামাতে ভরপুর বরকতময় রূহানী সমাবেশ। নিঃসন্দেহে এতে মহান আল্লাহ্ পাকের কুদরতে পেয়ারা রাসূল (দঃ) ও আউলিয়ায়ে কেরাম রূহানীভাবে তশরীফ আনতেন এবং তিনি স্বচক্ষে তা অবলোকন করতেন। তাই একথা নিঃসংকোচে স্বীকার করতে হয় হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) সত্যিকার অর্থে একজন খাস আশেকে রাসূল (দঃ), ছানীয়ে ওয়াইছ করণী, যার বাস্তব প্রমাণ তিনি জীবদ্দশায় রেখে গেছেন।

মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) সুন্নীয়াত প্রতিষ্ঠায় নিজের সারাটা জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। তাঁর একান্ত সান্নিধ্য লাভে যারা ধন্য হয়েছেন তারা প্রত্যেকেই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) কে জীবদ্দশায় কেউ এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্রাম নিতে দেখেননি। শুধু তাই নহে রাত্রিবেলায়ও তিনি সুখ নিদ্রা যাপন করেননি। বরঞ্চ সারারাত এবাদত বন্দেগীতে অতিবাহিত করতেন। এক্ষেত্রে জামেয়া আহ্মদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার প্রাক্তন সম্মানিত মোহাদ্দেস হযরতুল আল্লামা মোহাম্মদ ফোরকান ছাহেব (রহঃ) সঠিক বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, আমরা একবার মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর সাথে এক মাহ্ফিলে যোগদান করেছিলাম। মাহ্ফিল শেষে মধ্যরাত্রিতে আমাদের জন্য নিদ্রা যাপনের সুবন্দোবস্ত করা হয়। আমরা সবাই ক্লান্ত শরীরে বিছানায় অবস্থান নিলাম এবং গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হলাম। গভীর রাত্রে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। আমি জাগরিত হয়ে স্বচক্ষে হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) কে নামাযরত অবস্থায় দেখতে পেলাম এবং হুজুরের বিছানার দিকে দৃষ্টিপাত করে বুঝতে পারলাম যে, তিনি রাত্রে এক মুহূর্তের জন্যও বিছানায় শয়ন করেননি।

মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। তিনি ইচ্ছে করলে প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হয়ে বিত্তশালীরূপে জীবন নির্বাহ করতে পারতেন। এমনকি বিভিন্ন মাহ্ফিলে যাতায়াতের জন্য হুজুর কেবলার

কোন ব্যক্তিগত গাড়ি ছিল না। হুজুরের কষ্ট অনুধাবন করে বিত্তশালী ভক্ত-মুরিদান অনেকে হুজুর কেবলাকে দামী গাড়ি উপহার হিসেবে প্রদান করতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি ভক্ত-মুরিদান কারো কাছ থেকে এরূপ আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা থেকে সর্বদা বিরত থেকেছেন। তিনি দূরবর্তী স্থানে সাধারণ বাস যোগেও যাতায়াত করতেন। যা বর্তমান যুগের উর্ধ্বতন পীর-মশায়েখ ও ওলামায়ে কেরামের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কল্পনাতীত বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু তাঁর এরূপ সাধারণ অনাড়ম্বর যাতায়াত সত্ত্বেও উপস্থিত সকলে তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করতেন। কথিত আছে যে, বাসে হুজুর কেবলার পাশের সিট সম্মান পূর্বক সর্বদা খালি রাখা হত। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে উক্ত খালি সিটে কোন কোন বিশেষ সময়ে কদাচিৎভাবে সম্পূর্ণ অপরিচিত নতুন আগন্তুক যাত্রীর আর্বিভাব ঘটত। তিনি দুর্ভেদ্য ভাষায় হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর সাথে রহস্যময় আলাপ করতেন। এমতাবস্থায় সৈয়্যদেনা হযরত খিজির (আঃ)ও অনেকবার হুজুর কেবলার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। যা তিনি পরবর্তীতে সহযাত্রী ভক্ত-মুরিদানের কাছে প্রকাশ করেছেন।

আওলাদে রাসূল (দঃ) হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) অনাড়ম্বর সাদাসিদে জীবন-যাপন সত্ত্বেও তৎকালীন সময়ে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিমন্ডলে সর্বোচ্চ সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তার কিছু সমসাময়িক বাস্তব নমুনা এখানে উপস্থাপন করছি। এটা ১৯৪৭ ইং সনে পাকিস্তানের অভ্যুদয়ের পরবর্তী ঘটনা। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মহামান্য কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে আগমন করলে হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) তাঁর বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে বর্তমান সার্কিট হাউজে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ সাহেব মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) কে সর্বোচ্চ সম্মানিত রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসেবে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেন এবং হুজুর কেবলার কাছে দোয়া প্রার্থী হন।

পরবর্তীকালে পাকিস্তানের মহামান্য ফিল্ড মার্শাল জনাব মোহাম্মদ আইয়ুব খাঁন চট্টগ্রাম আগমন করলে তিনিও বর্তমান সার্কিট হাউসে অবস্থান করেন। জাতীয় পরিষদের স্পীকার জনাব এ, কে, ফজলুল কাদের চৌধুরী তাঁর নিকট বর্ণনা করেন যে, "মহামান্য জনাব! এখানে এমন একজন মান্যবর সম্মানিত ব্যক্তি বিদ্যমান যিনি প্রশাসনের কোন উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত না থাকা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ প্রশাসন পরোক্ষভাবে তাঁর মুখাপেক্ষী। কারণ এদেশের জনসাধারণ তাঁর ইশারা বা নির্দেশক্রমে পরিচালিত হয় এবং তাঁর সমর্থন ব্যতীত কেউ নির্বাচিত হতে পারে না। তিনিই হচ্ছেন জাতি-

ধর্ম নির্বিশেষে সকলের অন্তরের অন্তঃস্থলের একমাত্র রাজা এবং সবাই অকুণ্ঠচিত্তে একমাত্র তাঁর কথাই মান্য করে থাকেন। এমনকি আমি ফজলুল কাদের চৌধুরীও তাঁর একমাত্র দয়া ও বদান্যতায় জাতীয় পরিষদের স্পীকার নির্বাচিত হয়েছি।" এতে ফিল্ড মার্শাল জনাব মোহাম্মদ আইয়ুব খাঁন আশ্চর্যান্বিত হয়ে জানতে চান, "এরূপ সর্বোচ্চ সম্মানিত বুজুর্গ ব্যক্তি কে?" জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী তাঁকে জানান, "তিনি হচ্ছেন আমাদের সকলের আকা পরম শ্রদ্ধেয় আলেমকুল শিরঃমণি হযরত মাওলানা সৈয়দ আজিজুল হক শেরে বাংলা ছাহেব।" অতঃপর ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খাঁন হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) সম্পর্কে সম্যক অবগত হয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাতের একান্ত আর্জি প্রকাশ করেন। ফিল্ড মার্শালের নির্দেশক্রমে মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) কে সার্কিট হাউজে আনয়নের জন্য প্রশাসনিকভাবে স্পেশাল গাড়ী প্রেরণ করা হয়। হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) সর্বোচ্চ সম্মানিত রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসেবে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খাঁনের সাথে সার্কিট হাউসে সাক্ষাৎ করেন। ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খাঁন হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) কে রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসেবে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেন এবং হুজুর কেবলার কাছে বিনীতভাবে দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করেন।

মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) হচ্ছেন বেলায়তের উচ্চ মকামে অধিষ্ঠিত মহান সত্ত্বা। কিন্তু তিনি হলেন স্বীয় আমিত্ব বিসর্জনকারী নিরহংকার ফানাফির রাসূল (দঃ)। তিনি সবসময় নিজেকে গোপন রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তাঁর কাছে যখন কোন আশেক-ভক্ত অসুস্থাবস্থায় রোগ মুক্তির আশা নিয়ে ফরিয়াদ জানাতেন, তিনি তাকে সন্তুষ্টচিত্তে নির্দেশ করতেন, "তুমি হযরত শাহ্ মোহছেন আউলিয়া (রহঃ) এর দরবারে যাও। সেখানে গিয়ে আমি শেরে বাংলা পাঠিয়েছি বলবে।" কথিত আছে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) কর্তৃক হযরত মোহছেন আউলিয়া (রহঃ) এর দরবারে প্রেরিত এরূপ অনেক জটিল রোগী পরবর্তীতে আরোগ্য লাভ করেছে। কিন্তু সুক্ষ্মদর্শীদের জন্য এখানে একটা প্রশ্ন থেকে যায়, তা হচ্ছে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) কি উক্ত ফরিয়াদীদেরকে স্বীয় ক্ষমতাবলে দোয়া করে সুস্থ করতে পারতেন না? আমরা আশেকানে শেরে বাংলা (রহঃ) বৃন্দের সুদৃঢ় উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ, হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) তা অবশ্যই পারতেন। কারণ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এরূপ শত শত রোগীকে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) স্বীয় আধ্যাত্মিক ক্ষমতাবলে পানি পড়া ও দোয়ার বরকতে সুস্থ করেছেন। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) তাঁর একান্ত ভক্ত ও মুরিদ স্বনামধন্য জনাব আবদুল অদুদ চৌধুরীর উপর এক সময়

বিশেষ সন্তুষ্ট হয়ে সাময়িককালের জন্য তাকে বেলায়তের এমন ক্ষমতা দান করেছিলেন যে, জনাব অদুদ চৌধুরী কাউকে পানি পড়া দিলে তার পেটের ব্যথা দূরীভূত হয়ে যেত। অথচ হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) সেই অদুদ চৌধুরীর উপর পরবর্তীতে কতিপয় কার্যকলাপের কারণে ভীষন অসন্তুষ্ট হন।

তাই পরিশেষে বলা যায়, হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) নিজের আধ্যাত্মিক তথা বেলায়তি শক্তিকে গোপন রাখার মানসে এবং পাশাপাশি আধ্যাত্মিক পরিমন্ডলে হযরত শাহ্ মোহছেন আউলিয়া (রহঃ) এর বরকতময় শান জনসমক্ষে প্রকাশ করার জন্য স্বীয় আশেকান ভক্তকে তাঁর পবিত্র দরবারে প্রেরণ করতেন।

হুজুর কেবলা (রহঃ) এর দান-বাক্স সম্পর্কিত একটি ভবিষ্যদ্বাণী

মেজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী বাংলা এর অন্যতম একনিষ্ঠ মুরিদ ও হাটহাজারী দরবার শরীফের প্রধান খাদেম আলহাজ্ব মোহাম্মদ এজলাস মিয়া আল্ কাদেরী বর্ণনা করেন, মুর্শিদে বরহক হযরত শেরে বাংলা কেবলা (রহঃ) ইন্তেকালের প্রায় একমাস পূর্বে আমাকে ডেকে বলেন, "আমি চলে গেলে দরবারের একজন খেদমতগার তো দরকার।" এতে আমি করুণ ও বিনয়াবনতভাবে আরজ করলাম, বাবাজান কেবলা! আপনি যদি দোয়া করেন আমি অধম খাদেম হিসেবে থাকব। আমার জীবনটা এখানে কাটিয়ে দেব। আমার জায়গা-সম্পত্তি, পরিবার-পরিজন যথেষ্ট আছে। টাকা-পয়সা ও দেখা-শোনার কোন অসুবিধা হবে না। হুজুর কেবলা আমার কথায় খুব উৎফুল্ল হলেন এবং আমাকে আশ্বস্থ করে বললেন, "রাস্তার পার্শ্বে একটা দান-বাক্স থাকবে। যানবাহন অতিক্রম করার সময় টাকা-পয়সা দিয়ে যাবে। এগুলো তোমরা খরচ করতে পারবে। ইনশাআল্লাহ্ তোমাদের অসুবিধা হবে না।" প্রত্যেকের দৃষ্টিগোচর হবে হুজুর কেবলার এই ভবিষ্যদ্বাণী এখন অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হচ্ছে।

বেছাল শরীফের পূর্বে প্রিয় নবীজি (দঃ) এর দর্শন লাভ

মোজাদ্দেদে মিল্লাত, কুতুবে আলম, গাউছে জমান হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) হচ্ছেন ছানীয়ে ওয়াইছ করণী। সদাসর্বদা ফানাফির রাসূল (দঃ)। প্রিয় নবীজি (দঃ) এর শান-মান বুলন্দ করার জন্য গোটা জীবন তিনি উৎসর্গ করেছেন। তাঁর জনৈক মুরিদ বলেন, হুজুর কেবলা অসুস্থতার কারণে ইন্তেকালের পূর্বে যখন কম কথা বলতেন, তখন আমি হুজুর কেবলার প্রধান খলিফা হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল মাবুদ আল্ কাদেরী (রহঃ) কে বললাম, হুজুর কেবলা কেন কথা কম বলছেন? বাতিল পন্থীরা বলবে, তোমাদের শেরে বাংলা ছাহেব তো দুনিয়া থেকে যাওয়ার আগে কথাও বলে যেতে পারেননি। তখন মাওলানা আবদুল মাবুদ আল্ কাদেরী (রহঃ) হুজুর কেবলাকে বললেন, "বাবাজান! আপনি কথা কম বলেন কেন? বাতিলপন্থীরা তো আমাদেরকে ঠাট্টা করে বলবে, তোমাদের শেরে বাংলা তো কথাও বলে যেতে পারেননি।" অমনি হুজুর কেবলা শোয়া থেকে উঠে বসে বললেন, "নবীজির দুশমনরা কি আর বলবে? আমি এক সপ্তাহের মধ্যে প্রিয় নবীজিকে চল্লিশবার দেখেছি।" সোবহানাল্লাহ্! হযরত গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর শান কতই মহান।

মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর অন্তিম সময়

মোজাদ্দেদে মিল্লাত, আওলাদে রাসূল (দঃ) হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) সারাটা জীবন নিরলসভাবে সুন্নীয়াতের খেদমত করেছেন। ইচ্ছা করলে তিনি অগাধ ধন-সম্পদের মালিক হয়ে সুখ-স্বাচ্ছন্দে ভরপুর জীবন যাপন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি পেয়ারা রাসূল (দঃ) এর পরিপূর্ণ আদর্শ অনুসরণ করে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেছেন। তাঁর গোটা জীবন ছিল ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর। সুন্নীয়াতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি দিবা-রাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। নিজের আরাম-আয়েশ ও শারীরিক স্বাচ্ছন্দের প্রতি কোনদিন দৃষ্টিপাত করেননি। কিন্তু মহান রাব্বুল আলামীন ও পেয়ারা রাসূল (দঃ) এর ইচ্ছায় তিনি মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা রোগ নিরূপন হিসাবে টনসিলের ক্যানসার বলে সনাক্ত করলেন। তিনি ইন্তেকালের প্রায় সাতমাস পূর্বে এই রোগে আক্রান্ত হন। এই দীর্ঘ সাতমাস তিনি বর্ণনাতীত কষ্ট স্বীকার করেছেন। কঠিন খাদ্য-দ্রব্য গ্রহণ তাঁর জন্য বিশেষ কষ্টকর ছিল। শুধুমাত্র দুধ এবং পানি পান করে তিনি জীবন ধারণ করতেন। কথা বলতে ও শ্বাস নিতে তাঁর কষ্ট হত। এরূপে দীর্ঘদিন অল্পাহার ও রোগাক্রান্ত থাকার ফলে শরীর ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে পড়ে। শরীরে মাংসপেশী বলতে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। শুধুমাত্র মানব পিঞ্জরটিই প্রত্যক্ষ করা যেত। পরবর্তীতে খাদ্যগ্রহণ আরও হ্রাস পেতে থাকে। এমনকি মুখে ঔষধ গ্রহণও কষ্টকর হয়ে পড়ে। চিকিৎসকরা নিরুপায় হয়ে ইনজেক্শান ব্যবহার করে কোনমতে জীবন রক্ষা করার চেষ্টা করতে লাগলেন। যারা হুজুর কেবলাকে দেখতে যেতেন তাদেরকে হুজুর কেবলা নিজেই বলতেন, "আমাকে তোমরা মাফ করে দাও এবং আমার জন্য তোমরা দোয়া কর।" হুজুর কেবলার আচার-ব্যবহার ছিল অতি কোমল ও নমনীয়। তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দর্শনার্থীর মনে দয়ার উদ্রেক হত। যারা তাঁকে শত্রু বলে মনে করত তারাও হুজুর কেবলাকে সর্বদা দেখতে আসত। এমনকি ওহাবীরা পর্যন্ত হুজুর কেবলাকে দেখতে আসত। হুজুর কেবলা দু'হাত তুলে দোয়া করতেন।

হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) অসুস্থ অবস্থায় তাঁর মুরিদ ও খলিফা হযরত মাওলানা শেখ জামাল উদ্দিন আহমদ আল্ কাদেরী (রহঃ) কে বলেন, "আমাকে ৬৩ বৎসর বয়সে ইহজগৎ হতে চলে যেতে হচ্ছে, যেটা মহানবী (দঃ) এর জীবনে সংগঠিত হয়েছিল। মনের মানুষ জীবনে কাউকে পেলাম না, যাকে আমার অন্তরের আগুন দিয়ে যেতাম। কিন্তু তোমরা তোমাদের কর্তব্য আদায় করতে থাক।

দোয়া ও ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তিনি প্রচুর প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ধন সম্পদের মালিক হয়েছিলেন। হুজুর কেবলা পরিবার-পরিজনসহ হাটহাজারীর বর্তমান মাজার শরীফের উত্তর পার্শ্বস্থ ছিদ্দিক আহমদ সওদাগরের ভাড়া করা বাসায় থাকতেন। ইন্তেকালের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তিনি এখানে কাটিয়েছেন। বর্তমান মাজার শরীফের জায়গাখানিও হুজুর কেবলার ইন্তেকালের পূর্বেই খরিদ করা হয়েছিল। মুরিদান ও ভক্তরা উক্ত জায়গায় ঘর তুলে দিতে এবং হুজুর কেবলাকে নিয়ে যেতে অনেক চেষ্টা ও পীড়াপীড়ি করেছেন। কিন্তু তিনি রাজী হননি। তিনি প্রায় সারাজীবন ভাড়া বাসায় কাটিয়েছেন। অতঃপর ছিদ্দিক সওদাগরের সেই বাসায় তাঁর বেছাল হয়েছিল।

হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) ইন্তেকালের পূর্বদিন রোজ মঙ্গলবার সকালবেলা তাঁরই একনিষ্ঠ মুরিদ স্বনামধন্য ও সুবিখ্যাত আলেম জনাব মাওলানা কাজী মোহাম্মদ মিয়া তলোয়ার বাংলা ছাহেবের নিকট কিছু মূল্যবান নছীহত ও ভবিষ্যদ্বাণী করে যান। মাওলানা তলোয়ার বাংলা ছাহেব আমাদেরকে সবিস্তারে তা বর্ণনা করেন। এটাই তাঁর সাথে হুজুর কেবলার জীবদ্দশায় সর্বশেষ সাক্ষাৎ। মূলতঃ হুজুর কেবলার রওজা মোবারক সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীই এতে প্রস্ফুটিত হয়েছে, যার ফলাফল আমরা এখন বাস্তবভাবে প্রত্যক্ষ করছি, অথচ হুজুর কেবলা ইন্তেকালের পূর্বে একাধিকবার তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। আমরা নিম্নে সেই মূল্যবান অছিয়ত বা ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ হুজুরেরই পবিত্র জবানে পাকের ভাষ্য অনুযায়ী সরাসরি বিবৃত করছি ঃ-

* **আমি যেখানে কাঠি গেড়েছি ওফাতের পর সেখানে আমার মাজার হবে।**
(উল্লেখ্য হুজুর কেবলা কয়েক দিন পূর্বে ভক্ত-মুরিদানের কাঁধে ভর করে বর্তমান মাজার শরীফের স্থানে তশরীফ নিয়ে যান এবং ঠিক সেই স্থানে একটি বাঁশের কঞ্চি গেড়ে দেন এবং বলেন, এখানে আমার কবর হবে। অতঃপর এখানে বর্ণিত কতিপয় নছীহত হুজুর কেবলা সেই দিন সেই স্থানেও করেছিলেন।)

* **গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত কেবলা (কঃ) ও শহর কুতুব হযরত আমানত শাহ্ (রহঃ) এর রওজা শরীফদ্বয়ের ঠিক মধ্যখানে আমি খুঁটি গেড়েছি। এখানে একটি মাজার শরীফ হবে।**
এটা আলীশান সবুজে গম্বুজ হবে।

* **হযরত রাসুলে পাক (দঃ) খোলাফায়ে রাশেদীনসহ এখানে তশরীফ আনবেন।**

* **এখানে আউলিয়ায়ে কেরামের আড্ডা (জমায়েত) হবে।**

* **ইহা শানে আজমীর হবে। হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ (রহঃ) এখানে বেশীরভাগ সময় উপস্থিত থাকবেন।**

আমার ইন্তেকালের পরেও সদা-সর্বদা আমার আন্তরিকতা পাবে।" হুজুর কেবলা আরও বলেন, "বাবা আমার অন্তিম অবস্থা। আমি পরপারে থেকেও প্রকৃত সুন্নী জমাতের কর্তব্য পালন করে যাব। তোমাদেরকে বলেছিলাম আমার জীবনে চারবার হযরত খাজা খিজির (আঃ) এর সাক্ষাৎ হবে কিন্তু তিনবারের কথা তোমাদেরকে জানিয়েছিলাম। এই শেষবারের মত তিনি আমাকে বিদায় জানিয়েছেন। এই কথা আমি তোমাদেরকে বলি নাই।

আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রেখে কাজ করতে থাকবে। আমার ইন্তেকালের পর আমার মাজারে এসে অনেক উপকৃত হতে পারবে।"

মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর ইন্তেকালের কয়েকদিন পূর্বের ঘটনা। হুজুর কেবলা ভীষণভাবে অসুস্থ। হযরত মাওলানা শামসুল ইসলাম কাজেমী, জনাব আবদুর রাজ্জাক সওদাগর, জনাব মাষ্টার নুরুল ইসলাম ও হযরত মাওলানা জামাল উদ্দিন আহমদ আল্ কাদেরী ছাহেব প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ হুজুরের সাক্ষাৎপ্রার্থী। হুজুর কেবলার মোকদ্দমার কিছু কাগজপত্র নেওয়ার বিশেষ প্রয়োজনবোধে সকলেই উপস্থিত হয়েছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরার উপক্রম হয়েছেন। এরূপ অবস্থায় অন্দরমহল হতে হুজুর কেবলার দয়ার সঞ্চার হল। খাদেমকে বলে পাঠালেন, "তাঁদেরকে আমার নিকটে পৌছতে দাও। তারা আমাকে দেখে যাক।" তাঁরা সকলে হুজুর কেবলার নিকট পৌছলেন। হুজুর কেবলা তখন আলাপ করতে অক্ষম হয়ে পড়েছেন। কথা বলতে কষ্ট বোধ করছেন। হুজুর কেবলার এরূপ কষ্টকর অবস্থা দেখে তাঁরা নীরবে ক্রন্দন করতে লাগলেন। হুজুর কেবলা সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ করলেন, "তোমরা সকলের জন্য দোয়া করছি। এখন আমার অবস্থা খুবই অসুস্থ মনে করছি। হয়ত আর বেশীদিন থাকব না। তোমরা লক্ষ্য রাখিও এবং আসা যাওয়াতে থাকিও। আমি তোমাদের জন্য দোয়া করছি। তোমরা আমার উপদেশগুলি মেনে চলিও।" তাঁরা সকলে সজল নয়নে বিদায় নিয়ে বাহিরে এলে জনাব আলহাজ্ব ছিদ্দিক আহমদ সাহেবের সঙ্গে দেখা হল। তিনি বললেন, "হুজুর কেবলা আমার এ জায়গার চর্তুদিকে পরিষ্কার করার জন্য বলেছেন। আগামী বৃহস্পতিবার নাকি হুজুর কেবলার কাছে অনেক লোকজন আসবে। কি করবেন কিছুই বুঝতে পারছি না। খোদাই জানেন। আপনারাও সতর্ক থাকবেন।"

এখানে উল্লেখ্য হাটহাজারী থানার জনাব আলহাজ্ব ছিদ্দিক আহমদ সওদাগর হুজুর কেবলার একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তিনি একদা হুজুর কেবলার কাছে দোয়া চাইলে হুজুর কেবলা বলেছিলেন, "তুমি বড় হয়েছ। ইন্‌শাআল্লাহ্ আরো বড় হবে। আমি তো খাজা খিজির (আঃ) থেকে তোমাকে টাকার থলি নিয়ে দিয়েছি।" হুজুর কেবলার

চতুর্থ অধ্যায়

পারলৌকিক জীবন

বেছাল শরীফ ও অলৌকিক ঘটনাবলী

১৩৮৯ হিজরীর ১২ই রজব, ১৯৬৯ ইংরেজীর ২৫শে সেপ্টেম্বর এবং ১৩৭৬ বাংলার ৮ই আশ্বিন এদেশের সুন্নীয়াতের ইতিহাসে এক বেদনাবিধুর দিন। এ দিবস সুন্নীয়াতের আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন ও বিচ্ছেদকাতর বর্ষণমুখর। কারণ এই ১২ই রজব বুধবার দিবাগত রাত্রে সুব্হে সাদেকের সময় এদেশের সুন্নীয়াতের আন্দোলনের সর্বোজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, সুন্নী জনতার প্রাণস্পন্দন মোজাদ্দেদে মিল্লাত, আওলাদে রাসূল (দঃ) হযরতুল আল্লামা গাজী সৈয়দ মোহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা (রহঃ) লক্ষ কোটি সুন্নী জনতাকে শোক সাগরে নিমগ্ন করে এই নশ্বর পৃথিবী থেকে পর্দা করেন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। ইন্তেকালের সময় সংঘটিত বিশেষ কারামতপূর্ণ ঘটনা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে নিম্নে বিবৃত করা হলঃ-

উক্ত সময় রোগাক্রান্ত অবস্থায় হুজুর কেবলার কণ্ঠস্বর এত ক্ষীণতর হয়ে আসে যে, অতি সন্নিকটে না গেলে শুনা যেত না। ইন্তেকালের পূর্বক্ষণে তিনি পবিত্র হস্তে পাখা নিয়ে মাটিতে আঘাত করে জোড় কণ্ঠে বলতে লাগলেন, "উঠো! উঠো! সবাই উঠো! আমি চলে যাচ্ছি। আমার প্রিয় নবী (দঃ) আমাকে নিতে এসেছেন।" এ বলে তিনি হস্ত মোবারক বেঁধে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সজোরে উচ্চ কণ্ঠে বলতে লাগলেন, "আস্সালাতু ওয়াস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ)।" এ আওয়াজ পূর্ব-পশ্চিম সম্পূর্ণ রুমে একে একে প্রত্যেক ব্যক্তির কানে পৌছল। সবাই ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসে দেখতে পেল যে, তাদের প্রাণপ্রিয় হুজুর কেবলা শেরে বাংলা (রহঃ) আর ইহজগতে নেই।

(তথ্যসূত্র ঃ তাযকেরাতুল কেরাম ঃ কৃত হযরতুল আল্লামা কাজী মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী ছাহেব)।

বেছাল শরীফের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বৎসর। হযরত রাসূলে পাক (দঃ)ও ৬৩ বৎসর বয়সে বেছালপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। এই গাণিতিক সাদৃশ্যপূর্ণ হায়াতে জিন্দেগী নিঃসন্দেহে তাঁর সত্যিকার নায়েবে রাসূলের প্রমাণ বহন করে।

মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর বেছাল শরীফের খবর বিদ্যুৎগতিতে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। দলে দলে আশেকে রাসূল সুন্নী জনতা শোকে মুহ্যমান হয়ে হুজুর কেবলার হাটহাজারীস্থ বাসভবনে পতঙ্গের ন্যায় ছুটে আসতে থাকে। পিতাকে হারিয়ে সন্তান যেমন এতিম ও অসহায় হয়ে আহাজারী করে, আজ

লক্ষ কোটি সুন্নী জনতার জনক গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) কে হারিয়ে সুন্নী জনতা এতিম ও অসহায় হয়ে বিলাপ করছে। তাঁদের এই অপূরণীয় ক্ষতি কি কোনদিন পূরণ হবে? তাঁদের এই মহামূল্যবান রত্ন ভাণ্ডার শেরে বাংলা (রহঃ) কে কেউ কি কোনদিন ফিরিয়ে দেবে? হাটহাজারীর বুকে লক্ষ সুন্নী জনতার ঢল নামল। তাঁদের প্রাণপ্রিয় নয়নমণি গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) কে এক নজর দেখার জন্য ও শেষ বিদায় জানানোর জন্য অশ্রুসিক্ত নয়নে সমবেত হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর ইন্তেকালের পর থেকে দাফন কার্য পর্যন্ত কতগুলো বিশেষ অলৌকিক ঘটনা বা কারামত পরিলক্ষিত হয়, যে সম্পর্কে হুজুর কেবলা ইন্তেকালের পূর্বে কিঞ্চিৎ ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন। তার কতিপয় বিবরণ নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ-

এক ঃ ইন্তেকালের সময় হুজুর কেবলা শেরে বাংলা (রহঃ) এর ডান চক্ষু সম্পূর্ণ খোলা ছিল এবং বাম চক্ষু প্রায় মুদিত অবস্থায় ছিল। কিন্তু নামাজে জানাযা সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে বাম চক্ষুও খুলে যায়। যা উপস্থিত অগণিত মানুষ প্রত্যক্ষ করেন। এখানে প্রণিধান যোগ্য যে, হুজুর কেবলা (রহঃ) পবিত্র জীবদ্দশায় ভক্ত মুরিদানকে নছীহত করেন, "আমার ইন্তেকালের পরেও ডান চক্ষু খোলা থাকবে, যদ্বারা আমি সুন্নী জমাতকে দেখতে পাব। আর ইন্তেকালের চিহ্ন স্বরূপ বাম চক্ষু বন্ধ থাকবে।" তাই উপরোক্ত অলৌকিক ঘটনা দ্বারা হুজুর কেবলা (রহঃ) এর এই নছীহতের বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে। আবার এ কথাও সত্য যে, দুই চোখের সম্মিলন দ্বারা দৃষ্টি শক্তি পরিপূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং জানাজার পর বাম চক্ষুরও উন্মোচন দ্বারা এটা সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হয় যে, হুজুর কেবলা (রহঃ) ইন্তেকালের পরও সুন্নী জমাতকে পরিপূর্ণরূপে দৃষ্টিপাত ও মদদ করে যাবেন। তাছাড়া এ অস্বাভাবিক ঘটনা দ্বারা আল্লাহ্‌র আউলিয়ায়ে কেরাম যে অমর এই প্রমাণও হুজুর কেবলা দিয়ে গেলেন।

দুই ঃ ইন্তেকালের পর হতে দাফন কার্য পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ত্রিশ ঘন্টা যাবৎ হুজুর কেবলার পবিত্র মুখমন্ডলসহ সমস্ত শরীর হতে প্রচুর ঘর্ম নিঃসৃত হয়। একবার মুছে ফেললে তৎক্ষণাৎ আবার নির্গত হতে দেখা যায়। অনবরত ঘামে তাঁর কাফন মোবারক এমনকি খাট পর্যন্ত ভিজে যায়। অথচ মানুষ মারা গেলে ঘাম বের হওয়াটা

অস্বাভাবিক। কারণ এটা তো জীবন্ত শরীরের বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ্‌র আউলিয়ায়ে কেরাম ইন্তেকালের পরও জীবিত। এ ঘটনা দ্বারা হুজুর কেবলা তার বাস্তব প্রমাণ দিয়ে গেলেন। তাছাড়া এই অস্বাভাবিক ঘর্ম নিগর্মনের দ্বারা হুজুর কেবলার এশ্‌কে রাসূল ও এশ্‌কে হাক্বিকীর প্রমাণও প্রস্ফুটিত হয়। তিনি তো নবীপ্রেমে সদা নিমগ্ন ফানাফির রাসূল ও ফানাফিল্লাহ্‌। এখানে উল্লেখ্য হুজুর কেবলার ইন্তেকালের পর হতে এই অস্বাভাবিক ঘর্ম নিগর্মন হুজুর কেবলার উচ্চতর শহীদি মকাম লাভের বাস্তব প্রমাণ। হুজুর কেবলার জানাযার পূর্বে ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা কাজী মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম হাশেমী ছাহেব কর্তৃক জনসমক্ষে ঘর্ম নিগর্মনের রহস্য উদ্‌ঘাটনের বর্ণনা আমরা জানাযার ঘটনায় উল্লেখ করেছি।

তিন ঃ জানাযার পূর্বে ঘরে রাখাকালীন সময়ে উপস্থিত শোকার্ত জনতা দন্ডায়মান হয়ে হুজুর কেবলার সর্বাধিক প্রিয় নবীর দরূদ 'ইয়া নবী সালাম আলাইকা' পাঠ করছিলেন, তখন ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা কাজী মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম হাশেমী ছাহেব বলেন, "হুজুর কেবলা নবীজিকে সালাম দেয়ার জন্য আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন, আজ আমাদের সাথে একটু সালাম পাঠ করুন।" এ কথা বলার সাথে সাথে দেখা গেল হুজুর কেবলার ওষ্ঠ মোবারক মৃদু মৃদু নড়ছে। এ তো ফানাফির রাসূলের বাস্তব প্রমাণ।

চার ঃ হুজুর কেবলাকে যখন জানাযার উদ্দেশ্যে বাসা থেকে হাটহাজারী কলেজ ময়দানের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন সবুজ বর্ণের বিশেষ ধরণের লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র পক্ষী এসে খাট মোবারকের উপর শামিয়ানার মত ছায়া প্রদান করেছিল। এগুলো হাটহাজারী ময়দানে পৌছা পর্যন্ত হুজুরকে বহনকারী খাট অনুসরণ করেছিল। অতঃপর এগুলো অদৃশ্য হয়ে যায়। এ রকম ছোট পক্ষী কেউ কোনদিন অবলোকন করেনি। হয়তবা লক্ষ লক্ষ ফেরেশ্‌তাকুল মহান আল্লাহ্‌র আদেশে হুজুর কেবলাকে সম্মান ও বিদায় জানাতে ক্ষুদ্র পক্ষীর বেশে তশরীফ এনেছিলেন।

পবিত্র নামাযে জানাযা ও দাফন

শুক্রবার সকালবেলা হাটহাজারী কলেজ ময়দানে মোজাদ্দেদে মিল্লাত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর প্রথম নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বজন স্বীকৃত যে, বর্ষা মৌসুম হওয়া সত্ত্বেও এই ঐতিহাসিক জানাযায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়েছিল। ইতিপূর্বে সেখানে এতবড় জমায়েত আর কোনদিন ঘটেনি। এতে কয়েক সহস্রাধিক আলেম, ফাযেল ও অসংখ্য মাদ্রাসার ছাত্রও উপস্থিত ছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় শত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও হাটহাজারী (খারেজি) মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক অনেকেই জানাযায় শরীক হয়ে হুজুর কেবলাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। এ যেন এক বেদনা-বিক্ষুব্ধ বিরাট জনসমুদ্র। শোকে মুহ্যমান এই জনসমুদ্রকে নিয়ন্ত্রন করা কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় হুজুর কেবলার জানাযার নামাযের কে ইমামতি করবেন এই নিয়ে এক বিরাট সমস্যা ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হল। অনেকে অভিমত জানালো জামেয়া আহ্‌মদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল পশ্চিম পাকিস্তানের বিশিষ্ট আলেম হযরত মাওলানা মুফ্‌তী মোহাম্মদ ওকারুদ্দীন ছাহেবকে জানাযার ইমামতি করার জন্য। কিন্তু হুজুর কেবলার বিশিষ্ট মুরিদ হযরত মাওলানা কাজী মোহাম্মদ মিয়া তলোয়ার বাংলা ছাহেব ও আরও আলেমগণ হুজুর কেবলার বড় শাহজাদা ছৈয়দ আমিনুল হক আল্ কাদেরী ছাহেবকে বললেন, "হুজুর কেবলা কি ফতোয়ায়ে আজিজীয়া রচনা করে নছীহত করেননি আমার পরে যদি কোন কিছু যুক্ত করার প্রয়োজন পড়ে তবে আমার জামাতা মাওলানা কাজী মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমীকে সেটা পূরণ করতে বলবে।" এতে হুজুর কেবলার বড় শাহজাদা বলেন, "হ্যাঁ আমার এ কথা মনে পড়ছে।" তখন মাওলানা কাজী মোহাম্মদ মিয়া তলোয়ার বাংলা ছাহেব তাঁকে বলেন, "এ দ্বারা তো প্রমাণ হয় হুজুর কেবলার স্থলাভিষিক্ত ও জানাযা পড়ানোর উপযুক্ত মাওলানা কাজী নুরুল ইসলাম হাশেমী ছাহেব। আপনিই হুজুর কেবলার ওয়ারিশ। আপনি অনুমতি দান করলেই মাওলানা কাজী নূরুল ইসলাম হাশেমী ছাহেব জানাযার ইমামতি করতে পারেন।" এতে হযরত মাওলানা ওকারুদ্দীন ছাহেবও হাশেমী ছাহেব কেবলাই উপযুক্ত বলে সম্মতি প্রদান করেন। অতঃপর বেদনাক্লিষ্ট বিস্ফোরণমুখ জনতাকে শান্ত করার জন্য এবং হুজুর কেবলার ইন্তেকালের পর দীর্ঘ ৩০ ঘন্টা যাবৎ ঘাম মোবারক নিঃসৃত হওয়ার কারণ সম্পর্কে বক্তব্য রাখার অনুরোধ জানানো হয়। হযরতুল আল্লামা কাজী মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী ছাহেব লক্ষাধিক শোকার্ত জনতার সামনে হুজুর কেবলার ইন্তেকালের পরও

অজস্রধারায় ঘর্ম নির্গমনের রহস্য উন্মোচন করেন। তিনি ছিহাহ্ ছিত্তাহ্‌র হাদীছ ছহী বুখারী ও মুসলিম শরীফ থেকে উদ্ধৃতি পেশ করে বলেন, "ইন্তেকালের পর ঘর্ম নির্গমন হওয়া এটা শোহাদায়ে কেরামের লক্ষণ ও প্রমাণ। হুজুর কেবলা খন্দকিয়ার জমিনে শাহাদাৎ বরণ করলেও শহীদি মকাম লাভ করেছেন গত বুধবার ইন্তেকালের পর। হুজুর কেবলার ইন্তেকালের পর থেকে প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম নিঃসরণ হুজুর কেবলার উঁচু দরজার শহীদি মকাম লাভেরই বহিঃপ্রকাশ।" আল্লামা কাজী মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী ছাহেব জনগণকে শান্ত করে শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য তথা কাতারকে সারিবদ্ধ করার জন্য দীর্ঘক্ষণ যাবৎ জ্বালাময়ী তকরীর পেশ করেন। অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে তাঁর সুযোগ্য ইমামতিতে লক্ষাধিক লোকের উপস্থিতিতে হুজুর কেবলার পবিত্র ঐতিহাসিক নামাজে জানাযা সম্পন্ন হয়। এখানে একটি রহস্য উল্লেখ্য যে, হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর বেছাল শরীফের পর হযরতুল আল্লামা কাজী মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী ছাহেব ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত হিসাবে স্থলাভিষিক্ত হন এবং অদ্যাবধি এই মহান সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত আছেন। কিন্তু তিনি হুজুর কেবলার জানাযার পূর্ব পর্যন্ত জনগণের কাছে স্বনামে তেমন পরিচিত ছিলেন না। তাই এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর মকাম ব্যাখ্যা করতে এবং পবিত্র জানাযা শরীফে ইমামতি করতে সক্ষম হওয়াতে হযরতুল আল্লামা কাজী মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী ছাহেব ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত হিসাবে মশহুর হন।

ভীড়ের কারণে এবং উপস্থিতির বিলম্বের দরুণ আরও অসংখ্য লোক নামাজে জানাযায় শরীক হতে পারেননি। এমতাবস্থায় দ্বিতীয়বার নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হতে বাধ্য হয়। ছিদ্দিক সওদাগরের বর্তমান পেট্রোলিয়াম এলাকায় এই দ্বিতীয় নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।

অতঃপর সেই ঐতিহাসিক বেদনাবিধুর মহা বিচ্ছেদময় মুহূর্ত ঘনিয়ে আসে। হুজুর কেবলার প্রাণাধিক সর্বাপেক্ষা প্রিয় দরূদ ও সালাম 'ইয়া নবী সালাম আলাইকা' এর করুণ সুরে বাংলার সুন্নীয়াতের আকাশ প্রকম্পিত ও ভারী হয়ে উঠে। বাংলার লক্ষ কোটি সুন্নী জনতার প্রাণস্পন্দন ও নয়নমণিকে তারা শেষবারের মত বিদায় জানায়। অগণিত আশেকে রাসূলের নয়নের জলে হাটহাজারীর মাটি সিক্ত হয়ে উঠে। চিরশ্যামল বাংলা মায়ের কোলে তারই অকৃত্রিম শ্রেষ্ঠতম সন্তানকে সংস্থাপন করা হয়। ধন্য আজ বাংলার মাটি। ধন্য হাটহাজারীর পবিত্র ভূমি।

শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম আশেকে রাসূলকে তুমি বুকে ধারণ করেছ। হাটহাজারীর প্রাণকেন্দ্রে হুজুর কেবলারই নির্দেশ মোতাবেক পূর্বে খরিদকৃত জায়গায় হুজুর কেবলাকে শায়িত করা হয়। শুক্রবার জুমার পূর্বে এই পবিত্র দাফন কার্য সম্পন্ন হয়।

এখানে উল্লেখ্য হুজুর কেবলারই নছীহত মোতাবেক তাঁর কবর শরীফকে খুবই উঁচু ও প্রশস্ত করা হয়। কারণ তিনি জীবদ্দশায় এরশাদ করে গেছেন, "তোমরা দাফনের সময় আমার কবরকে অন্ততঃ মাথা বরাবর উঁচু করবে। যাতে করে আমি প্রিয় নবীজি (দঃ) কে দাঁড়িয়ে সালাম জানাতে পারি। আমার রওজায় যখন মিলাদ মাহ্ফিল হবে তখন যেন আমি দাঁড়িয়ে কেয়াম করতে পারি।" এশ্কে রাসূলের এর থেকে শ্রেষ্ঠ নজীর আর কি হতে পারে! এখানে আরো উল্লেখ্য, মোজাদ্দেদে জমান আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরলভী (রহঃ) ও ইন্তেকালের পূর্বে কবর শরীফ প্রশস্থ ও উঁচু করার জন্য অনুরূপ নছীহত করেছিলেন।

হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর ইন্তেকালে ওহাবী নেতা মুফতী ফয়জুল্লাহ্‌র মন্তব্য

প্রকৃতপক্ষে বাতিলপন্থীরা হকের বিরুদ্ধাচরণ করবে এটাই স্বাভাবিক। তাদের কথা-বার্তা মিথ্যা ও ছলনায় ভরপুর। সুতরাং তাদের সমর্থন, প্রমাণ এবং সাক্ষ্যও ভ্রান্তিমূলক, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কোন সময় যদি তারা নিরূপায় হয়ে হকের প্রশংসা করে তবে তা সত্য বলে গণ্য করতে হবে। কারণ এতে মহান রাব্বুল আলামীনের ওয়াদা অনুযায়ী বাতিলের উপর হকের চিরস্থায়ী জয় ঘোষিত হয়। এটাই শরীয়তের সর্বসম্মত বিধি-বিধান। হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) যে মোজাদ্দেদে দ্বীন, শ্রেষ্ঠতম আলেম ও আশেকে রাসূল ছিলেন এ কথা তাঁর চির শত্রু ওহাবীরা পর্যন্ত একবাক্যে স্বীকার করেছে। তাই এক্ষেত্রে বাতিলদের মন্তব্যসমূহ উল্লেখের দাবী রাখে। যা চিরস্থায়ী সত্য ও তাঁর শানকে মহিমান্বিত ও উদ্ভাসিত করে। যেমন মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর ইন্তেকালে দেওবন্দী ওহাবীদের তৎকালীন উল্লেখযোগ্য নেতা মুফতী ফয়জুল্লাহ্ মন্তব্য করেন, "হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) ছিলেন এলমের জাহাজ।" উল্লেখ্য তিনি হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর পবিত্র নামাজে জানাযায়ও শরীক হয়ে হুজুর কেবলাকে সম্মান জানিয়েছিলেন।

বেছাল শরীফের পর স্বপ্নে দর্শন

আনোয়ারা থানাধীন ঝিওরী গ্রামের জনাব মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ছাহেব হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর একান্ত আশেক ও একনিষ্ঠ মুরিদ ছিলেন। তিনি হুজুর কেবলার ইন্তেকালের পর রাত্রে স্বপ্নে দেখেন যে, হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর পবিত্র রওজা পাকে পেয়ারা রাসূল (দঃ) খোলাফায়ে রাশেদীনসহ তশরীফ এনেছেন। হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) সসম্মানে দাঁড়িয়ে সালাম আরজ করেন এবং রওজা পাকের ভিতরে উত্তর পার্শ্ব থেকে একটি পুটলি বের করে সেখান থেকে রক্তমাখা জামা ও রুমাল হুজুর পাক (দঃ) এর সামনে মেলে ধরে কেঁদে কেঁদে বলতে থাকেন, "এয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আপনার শান বয়ান করার কারণে বাতিল ওহাবীরা আমাকে এভাবে রক্তাক্ত করেছে।" অতঃপর হুজুর কেবলা তাঁর পবিত্র খণ্ডিত মস্তক রাসূলে পাক (দঃ) এর সামনে নত করে দু'হাত দ্বারা দেখিয়ে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করে বলতে থাকেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ) 'এয়া নবী সালাম আলাইকা' বলার কারণে আপনার দুশমনরা আমার মাথাকে আঘাত করে কতভাগ করেছে দেখুন!" এতটুকু দেখার পর মাওলানা আবদুল হাকিম ছাহেব জাগ্রত হয়ে ভয়ে চিৎকার শুরু করলেন। তিনি ঘর থেকে বের হয়ে দিগ্‌বিদিকশূন্য অবস্থায় পাগলের মত ছুটাছুটি শুরু করলেন। কয়েকদিন তিনি কোথায় এবং কি অবস্থায় ছিলেন তাও তিনি বলতে পারেন না। অবশেষে তিনি চার দিনের দিন হুজুর কেবলার চাহরাম শরীফে হাটহাজারী দরবার শরীফে সম্পূর্ণ অলৌকিকভাবে উপস্থিত হন। ইমামে আহলে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব কাজী মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী ছাহেবের নির্দেশে তিনি চাহরাম শরীফে উপস্থিত হাজার হাজার জনতার সামনে কেঁদে কেঁদে উপরোক্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। এ সময় হযরত মাওলানা কাজী মোহাম্মদ মিয়া তলোয়ার বাংলা ছাহেব তক্বরীর করছিলেন। হযরত মাওলানা হাশেমী ছাহেব কেবলা মাওলানা আবদুল হাকিম ছাহেবকে বক্তব্য রাখতে দেওয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানান।

ইন্তেকালের পর অলৌকিকভাবে সশরীরে দর্শন লাভ

একঃ মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর ইন্তেকালের সংবাদ পেয়ে অন্যান্য লোকের ন্যায় পাগলের মত ছুটে আসছিলেন হুজুরেরই একনিষ্ঠ আশেক বোয়ালখালী নিবাসী জনাব মাওলানা মোতাহেরুল হক। হাটহাজারী বাস স্টেশনে এসে তিনি দেখতে পেলেন হাজার হাজার জনতা অশ্রুসিক্ত নয়নে পঙ্গপালের ন্যায় কলেজ ময়দানের দিকে ছুটে যাচ্ছে। এর মধ্যে যা তিনি অবলোকন করলেন তা সত্যিই বিস্ময়কর ও অবিশ্বাস্য। তিনি দেখতে পেলেন, তাঁর সামান্য অগ্রভাগে অন্যান্য লোকের ন্যায় তাঁরই প্রাণপ্রিয় আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এগিয়ে চলছেন। এ কি স্বপ্ন না বাস্তব, তিনি অনুধাবন করতে পারলেন না। এভাবে কলেজ মাঠের কাছাকাছি এসে দেখলেন, হুজুর কেবলাকে আর দেখা যাচ্ছে না।

দুই ঃ হুজুর কেবলার চাহ্‌রাম শরীফে অগণিত মানুষের সমাগম হয়েছিল। অতিরিক্ত ভীড়ের কারণে অনেকে ফাতেহা শরীফের ফলাহার খেতে পারেনি। এমনিভাবে হুজুরের মাজার শরীফের পার্শ্বে উপস্থিত ছোট দু'টি বালকের ভাগ্যেও ফলাহার জোটেনি। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বালক দু'টি বাড়ি ফিরে যাচ্ছিল। কিন্তু মাজার শরীফের উত্তর পার্শ্বের ব্রীজের উপর এলে বালক দু'টি দেখতে পেল হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) তাদের ডেকে বলছেন, "বাবা তোমরা তো ফলাহার পাওনি, নাও ফলাহার"-এই বলে পকেট হতে কিছু ফলমূল বের করে ছেলে দু'টোর হাতে দিলেন। এরা এখনও সেই ঐতিহাসিক স্মৃতি বুকে ধারণ করে জীবন যাপন করছে।

তিনঃ ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব কাজী মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী ছাহেব বর্ণনা করেন, "আমি সম্ভবতঃ ১৯৭২ ইংরেজীতে প্রথম পবিত্র হজ্ব সম্পন্ন করার জন্য গমন করি। আমি দিনের বেলায় মদীনা শরীফ জিয়ারতকালে মোজাদ্দেদে মিল্লাত আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) কে হযরত রাসূলে পাক (দঃ) এর পবিত্র রওজাপাকের সামনে সশরীরে জিয়ারতরত অবস্থায় স্বচক্ষে দেখেছি।" এরূপ আরও অনেকে বেছাল শরীফের পর গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) কে স্বচক্ষে বিভিন্নস্থানে দেখেছেন বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

চারঃ হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর ইন্তেকালের পর পবিত্র মক্কা শরীফে হুজুর কেবলাকে এরূপ আরও অনেক ভক্ত আশেকান সশরীরে জেয়ারত করতে দেখেছেন। হুজুর কেবলার বড় শাহজাদা সৈয়দ মোহাম্মদ আমিনুল হক আল্ কাদেরী ছাহেব আমাদেরকে দৃঢ়চিত্তে জানিয়েছেন যে, তাঁর আব্বাজান কেবলার ইন্তেকালের পর অনেক আশেকান হাটহাজারী দরবার শরীফে তাঁর সাথে দেখা করে এরূপ খবর প্রদান করেছেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি উল্লেখ করেন, "ইসলামীয়ার হাট নিবাসী মরহুম জনাব আবদুল গণি প্রকাশ ফজুর বাপ হুজুর কেবলাকে মক্কা শরীফ দেখেছিলেন। দেশে ফিরে তিনি এ খবর এখানে এসে বলে গেছেন।"

রওজা শরীফ নির্মাণ

মোজাদ্দেদে মিল্লাত, ইমামে আহলে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (দঃ) এর ইন্তেকালের পর তাঁর পবিত্র কবর শরীফের উপর সুদৃশ্য বৃহৎ গম্বুজ বিশিষ্ট সুরম্য মাজার নির্মিত হয়। এই শানদার রওজা পাকের বৃহৎ সুদৃশ্য সবুজ গম্বুজ আশেকের নয়নে মদীনায়ে পাক ও আজমীর শরীফের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ যেন নক্শায়ে মদীনা ও নক্শায়ে আজমীর শরীফ। তাই এই মাজার শরীফ নির্মাণকালে আল্লামা মুফতী ওবাইদুল হক নঈমী ছাহেব মত প্রকাশ করেছিলেন, "মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর মাজার শরীফ বাংলায় চট্টগ্রামের বুকে দ্বিতীয় খাজা সাহেবের মাজার যেন তৈরি হল।" বাস্তব ক্ষেত্রেও দেখা যায় বাংলার আপামর সুন্নী জনতা আশেকানের কাছে তিনি খাজায়ে বাঙ্গাল হিসেবে পরিচিত। এখানে আরও একটি রহস্য নিহিত। সুলতানুল হিন্দ হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ (রহঃ) এর বেছাল শরীফ রজব মাসে, ৬ ই রজব। অন্যদিকে খাজায়ে বাঙ্গাল হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর বেছাল শরীফও রজব মাসে তথা ১২ই রজব। পরম করুণাময়ের কুদরতে এ যেন এক মহান সাদৃশ্য ও অদৃশ্য যোগাযোগ, যা আশেকের হৃদয়ে তাঁর খাজায়ে বাঙ্গালের প্রমাণকে আরও সমুজ্জ্বল করে। আবার রজব মাসের ২৭ তারিখ দিবাগত রাত্রে পবিত্র লাইলাতুল মেরাজ, দিদারে মোস্তফা ও দিদারে এলাহীর মহান মিলন মেলা। এ যেন নক্শায়ে মদীনা আশেকে রাসূল ও ছানীয়ে ওয়াইছ করণীর উজ্জ্বল সাক্ষ্য।

মাজার শরীফের উত্তর পার্শ্বে বৃহৎ জামে মসজিদ নির্মিত হয়েছে। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও সাপ্তাহিক জুমা সেখানে আদায় হচ্ছে। এই মাজার শরীফ ও মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য আমরা উপস্থাপন করছিঃ

হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর একনিষ্ঠ ভক্ত ও মুরিদ লালিয়ার হাটের জনাব মোহাম্মদ সফি কোম্পানী স্বপ্নে নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে মাজার শরীফের আভ্যন্তরীণ চারটি দেয়াল নির্মাণ করে দেন। মাজার শরীফের গম্বুজ ও ছাদ হুজুর কেবলার মুরিদান ও ভক্তরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে চাঁদা দিয়ে সম্মিলিতভাবে নির্মাণ করেন। অতঃপর পরবর্তীতে বারান্দা নির্মাণ করেন হুজুর কেবলার ভক্ত ও মুরিদ বোয়ালখালী থানার কধুরখীল নিবাসী জনাব মরহুম মোজাহের সওদাগর। মসজিদ নির্মাণ করেন ছলিমপুরবাসী হুজুর কেবলার মুরিদান ও ভক্তরা। বর্তমান বৃহৎ পরিসরে মসজিদ পূনঃনির্মিত হয়েছে।

ওরস মোবারক ও জিয়ারত

প্রতি বৎসর ১২ই রজব হাটহাজারী দরবার শরীফ প্রাঙ্গণে মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নত, কুতুবে আলম, গাউছে জামান, আওলাদে রাসূল (দঃ) হযরতুল আল্লামা গাজী শাহ্ সৈয়দ মোহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা (রহঃ) এর পবিত্র বার্ষিক ওরস শরীফ মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। এই আজিমুশ্‌শান ওরস মোবারকে অগণিত আশেকে রাসূল সুন্নী জনতার সমাগম ঘটে। বলতে গেলে এই জনসমাগম এক বিরাট সুন্নী সমাবেশের রূপ ধারণ করে। ওরস শরীফ উপলক্ষে মাজার শরীফকে নয়নাভিরামভাবে আলোকসজ্জিত করা হয়। রওজাপাকের পশ্চিম পার্শ্বস্থ ময়দানে মাহফিলের নিমিত্তে সুদৃশ্য প্যাণ্ডেল ও মঞ্চ নির্মিত হয়। ওরস শরীফে অগণিত পীর-মশায়েখ ও ওলামায়ে কেরাম তশরীফ আনেন। তাঁরা হযরত শেরে বাংলা (রাঃ) এর জীবনাদর্শ ও সুন্নীয়তের আন্দোলনের উপর সারগর্ভ তক্বরীর পেশ করেন। প্রত্যেক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সুন্নীয়তের আন্দোলনের সাথে জড়িত সুন্নী মুসলমানদের বিপুল সমাগম এখানে লক্ষ্য করা যায়। মনে হয় সেই দিন সুন্নীয়তের আন্দোলনে উজ্জীবিত বীর মুজাহিদরা নতুন করে জেহাদের শপথ নেয়ার জন্য সুন্নীয়তের সিপাহ্‌সালারের দরবারে দলে দলে সমবেত হয়। নারায়ে তকবীর, নারায়ে রেছালত, নারায়ে গাউছিয়া ও সুন্নীয়তের শ্লোগানে তারা আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলে। এ যেন এক মহাসমরের আয়োজন। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সেই দিন হুজুর কেবলার পবিত্র রওজাপাকে একের পর এক মিলাদ ও কিয়াম অনুষ্ঠিত হয়, যা সচরাচর অন্য কোন দরবারে দৃষ্টিগোচর হয় না। যাঁর গোটা জীবন সালাতুসালাম, দরূদ ও কিয়ামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উৎসর্গ করে গেছেন, তাঁর রওজাপাকে কেউ দরূদ ও কিয়াম ব্যতিরেকে শুধুমাত্র জেয়ারত করে ফিরে যাবে এই দুঃসাহস কারো নেই। আসলে তিনি মিলাদ ও কিয়ামকে কতটুকু ভালবাসতেন তাঁর পবিত্র রওজাপাকে এলে তা উপলব্ধি করা যায়। তাছাড়া ওরস মোবারকের আর একটি বরকতময় বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে 'তাবাররুক', এই কাংখিত ফলটি লাভ করার জন্য অনেককে বিশেষ তৎপর থাকতে দেখা যায়।

এখানে দ্বিতীয় বার্ষিক ওরস মোবারকের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। সেটা নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ-

মোজাদ্দেদে মিল্লাত আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর সাথে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের সম্পর্ক আত্মিক ও অবিচ্ছেদ্য। কারণ প্রকৃতপক্ষে তিনিই মাইজভাণ্ডার শরীফকে প্রস্ফুটিত করেন। গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত কেবলা (কঃ) এর নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে তিনিই সর্বপ্রথম তাঁর প্রকৃত মকাম জনসমক্ষে প্রকাশ করেন। 'দিওয়ানে আজীজ' এ হযরত কেবলা (কঃ) ও বাবা ভাণ্ডারী কেবলা (কঃ) এর শানে লিখিত ক্বছিদাসমূহ তার উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে। তাছাড়া কাদেরীয়া তরীক্বা ও মাইজভাণ্ডারী তরীক্বার শিকড় মূলতঃ এক ও অভিন্ন। তাই দেখা যায় হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর মুরিদান ও ভক্তরা মাইজভাণ্ডার শরীফেরও খাঁটি ভক্ত, আবার মাইজভাণ্ডার শরীফের মুরিদান ও অনুসারীরা হুজুরের প্রতি ভীষণ ভক্তি পোষণ করেন। মাইজভাণ্ডার শরীফে বাদ্য-বাজনা সহকারে সেমার প্রচলন বিদ্যমান। কারণ, 'শর্তসাপেক্ষে বাদ্যযন্ত্র সহকারে সেমা জায়েজ'-এ ব্যাপারে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই স্বভাবতঃ হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর ওরস মোবারকের সময় কিছু সংখ্যক ভক্তরা ঢোল-বাদ্য বাজাতে চেয়েছিল। এতে দরবারের অনেকে আপত্তি উত্থাপন করেন। এরূপ দ্বিমুখী পরিস্থিতিতে সুষ্ঠু সমাধানকল্পে সর্বসম্মতিক্রমে দরবার শরীফ থেকে কিছু প্রতিনিধি মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে গমন করেন। তখন মাইজভাণ্ডার শরীফে গাউছুল আযম হযরত কেবলা (কঃ) এর পৌত্র হযরত মাওলানা শাহ্‌সূফী সৈয়দ দেলওয়ার হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহঃ) গদ্দীনশীন ছিলেন। তারা সকলে তাঁর শরণাপন্ন হন। হযরত মৌলানা সৈয়দ দেলওয়ার হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহঃ) তাদেরকে বলেন, "ওটা নায়েবে রাসূলের দরবার। রাসূলে পাক (দঃ) এর দরবারের যে আদব সেই আদব ওখানে রক্ষা করতে হবে। ওখানে ঢোল-বাদ্য চলবে না। ঢোল-বাদ্য শুধু মাইজভাণ্ডার শরীফেই চলবে।" প্রতিনিধিরা মাইজভাণ্ডার শরীফের আওলাদে পাক থেকে এরূপ সুস্পষ্ট নির্দেশনা লাভ করে হাটহাজারী দরবার শরীফে ফিরে আসেন। অদ্যাবধি হাটহাজারী দরবার শরীফে হুজুরের পবিত্র ওরস মোবারকে সে নিয়ম বলবৎ রয়েছে।

আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে হুজুর কেবলার পবিত্র ওরস মোবারকে শরীক হয়ে ফয়েজ ও বরকত হাছিল করার তওফিক দান করুন। আমিন।

জিয়ারতের ফজিলত

আওলাদে রাসূল (দঃ), মোজাদ্দেদে মিল্লাত, ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর পবিত্র রওজা পাক জিয়ারতের ফজিলত ও বরকত অসীম ও সুমহান। তাঁর মহান দরবারে গরীব দুঃখী সকলের অভাব মোচন হয় বলে প্রখ্যাত সুন্নী ওলামায়ে কেরাম তাঁকে খাজায়ে বাঙ্গাল উপাধিতে ভূষিত করেন। বিশেষতঃ সুন্নীয়তের আন্দোলনের বীর সৈনিকদের জন্য তাঁর দরবার একটি বিশেষ আকর্ষণ। কারণ তিনি তো মোজাহেদে আযম, সুন্নীয়তের মহান সিপাহ্সালার। তাই তো তিনি এরশাদ করে গেছেন, "তোমরা যদি বাতিলদের সাথে মোনাজেরার সম্মুখীন হও কিংবা তাদের সাথে তোমাদের কোন সংঘর্ষ হয় তবে তোমরা আমার রওজা শরীফ জিয়ারত করবে। তার ফয়সালা ও প্রতিকার ইন্শাআল্লাহ্ আমি করে দেব।"

আমি অধম গুনাহ্গার যখন সিলেট এম, এ, জি ওসমানী মেডিকেল কলেজে তৃতীয় বর্ষে অধ্যয়ন করছিলাম, তখন বাতিল ওহাবী আক্বীদাপন্থী তবলীগি ও শিবির ছাত্রদের নগ্ন ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলাম। শিবিরপন্থী ছেলেরা আমার উপর নগ্ন হামলা চালিয়েছিল। আমি তৎপরবর্তী জটিল পরিস্থিতি থেকে মুক্তিলাভের আশায় হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর পবিত্র রওজা মোবারক জিয়ারত করেছিলাম। ফলে আমি কঠিন পরিস্থিতি থেকে মুক্তিলাভ করেছি।

মোজাদ্দেদে মিল্লাত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) কর্তৃক পবিত্র রওজা মোবারক থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান

ইমামে আহলে সুন্নাত, ওস্তাজুল ওলামা আলহাজ্ব মাওলানা কাজী মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম হাশেমী ছাহেব এ ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি ১৯৭১ ইং সনে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে দেশের দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় বিচলিত হয়ে মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত, ইমামে আহলে সুন্নাত, হাযত রওয়া, মুশকিল কোশা হযরতুল আল্লামা গাজী শাহ্সূফী সৈয়দ মোহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা (রহঃ) এর পবিত্র রওজা শরীফ জেয়ারতকল্পে হাটহাজারী দরবার শরীফে গমন করি। জেয়ারতকালীন সময়ে যখন দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ি, ঠিক সেই মুহূর্তে পবিত্র রওজা শরীফ থেকে স্পষ্ট আওয়াজে আমি শুনতে পাই, মোর্শেদে আহ্লে জমাঁ হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) আমাকে নির্দেশ করে বলছেন, "আমি শুধু শেরে বাংলা নই। আমি স্বয়ং সুলতানে বাংলাদেশ।" এ ঘটনার কিছুদিন পর স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। তখন মুর্শিদে বরহক হুজুর শেরে বাংলা (রহঃ) এর নির্দেশনামূলক উক্ত মহান ভবিষ্যদ্বাণীর মর্মার্থ আমি বুঝতে সক্ষম হই।

হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্মলাভের ইঙ্গিত পূর্বাহ্নে দান করেছিলেন। এই স্বাধীন বাংলাদেশে মোজাদ্দেদে মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর মহান হুকুমত ও কর্তৃত্ব বিদ্যমান থাকবে।

শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর হাটহাজারী দরবার শরীফ আগমন ও জিয়ারত

মাইজভাণ্ডার শরীফের বেলায়তের উজ্জ্বল জ্যোতিস্ক বিশ্ব অলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) স্বীয় রহস্যময় মোবারক জীবদ্দশায় অনেকবার হাটহাজারী দরবার শরীফে আগমন করেছেন। হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর বড় শাহাজাদা সৈয়দ মোহাম্মদ আমিনুল হক আল্ কাদেরী ছাহেব আমাদেরকে জানান, হযরত শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) হঠাৎ করে তশরীফ আনতেন। তিনি সর্বপ্রথম আমার সাথে সাক্ষাৎ করে সালাম জানাতেন। তিনি রওজাপাকের সামনে কাছারি ঘরে বেশীরভাগ অবস্থান করতেন এবং রাত্রি যাপন করতেন। তিনি এখানে আগমন করে রহস্যময় ভঙ্গিতে বলতেন, "মাইজভাণ্ডার শরীফ মদীনার ঘাট। দরবারে শেরে বাংলা মদীনার ঘাট।" অর্থাৎ আশেকে রাসূল (দঃ) এর মিলনস্থল এই অভিব্যক্তিই তিনি প্রকাশ করতেন।

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর একনিষ্ঠ ভক্ত ও হাটহাজারী দরবার শরীফের বর্তমান খাদেম কাটিরহাট নিবাসী জনাব জালাল উদ্দিন প্রকাশ মস্তান ছাহেব প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে নিম্নোক্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার পরম শ্রদ্ধেয় মুর্শিদ কেবলা শাহানশাহ্ মাওলানা সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) একদা হাটহাজারী দরবার শরীফে তশরীফ আনেন। এতে উপস্থিত ভক্ত-আশেকান শাহানশাহ্ বাবাজান কেবলার উপবেশনের জন্য রওজা শরীফের বারান্দায় একখানা চেয়ার আনয়ন করেন। এতদদর্শনে শাহানশাহ্ জিয়াউল হক বাবাজান কেবলা কাবা (কঃ) ভীষণ রাগান্বিত হয়ে বজ্রকণ্ঠে জজ্বার হালতে বললেন, "বেয়াদব কোথাকার! এটা তো মদীনা শরীফ। মদীনা শরীফে কি কেউ চেয়ারে বসে। সবাই মাটিতে দু'জানু হয়ে বস।" অতঃপর শাহানশাহ্ বাবাজান কেবলাও আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর পবিত্র রওজা শরীফের বারান্দায় দু'জানু হয়ে বসলেন এবং স্বীয় পবিত্র মস্তক জমিনে অবনত করে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা ও সালাম জানালেন। জনাব খাদেম মস্তান ছাহেব আমাদেরকে আরও জানান যে, শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) তাঁকে সর্বদা হাটহাজারী দরবার শরীফের খেদমত করার জন্য নির্দেশ করে গেছেন। এ নির্দেশ শিরোধার্য করে তিনি অদ্যাবধি হাটহাজারী দরবার শরীফে তদীয় শাহজাদাগণের এজাজতক্রমে খাদেম হিসেবে নিয়োজিত আছেন।

হাদীয়ে দ্বীনো মিল্লাত হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহঃ) কর্তৃক হাটহাজারী দরবার শরীফ জিয়ারত ও মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) সম্পর্কে মন্তব্য

রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরীক্বত, হাদীয়ে দ্বীনো মিল্লাত হযরতুল আল্লামা মাওলানা হাফেজ ক্বারী সৈয়দ মোহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহঃ) এর সাথে মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর রূহানী সম্পর্ক আত্মিক ও অবিচ্ছেদ্য। হুজুর সৈয়দ মোহাম্মদ তৈয়ব শাহ (রহঃ) সুন্নীয়ত প্রতিষ্ঠায় হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর ঋণ ও অবদানের কথা স্বীয় মুবারক জীবদ্দশায় বারংবার স্মরণ করেছেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাতের নেতৃত্বকারী হিসাবে গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর উঁচু মকামের কথা তিনি পবিত্র জবানে পাকে বহুবার উল্লেখ করেছেন। হযরত তৈয়ব শাহ (রহঃ) এর চট্টগ্রাম সফরকালীন সময়ে অনেকবার পবিত্র হাটহাজারী দরবার শরীফ জিয়ারত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর সাথে তাঁর রূহানী ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে। ষোলশহর জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া মাদ্রাসার মোহাদ্দেছ হযরত মাওলানা মুফতী ওবাইদুল হক নঈমী ছাহেব আমাদেরকে এই তথ্যসমূহ প্রদান করেছেন। জনাব নঈমী ছাহেব কেবলা জানান, মুর্শিদে বরহক হযরতুল আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রহঃ) স্বীয় মুবারক জীবদ্দশায় ১৯৭৭, ১৯৭৮, ১৯৭৯ এবং ১৯৮০ ইংরেজীতে চট্টগ্রাম সফরকালীন সময়ে হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর পবিত্র রওজা শরীফ জিয়ারত করেন। মুর্শিদে বরহক হুজুর কেবলা (রহঃ) হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জমাতের নেতৃত্বকারী হিসাবে কিয়ামত পর্যন্ত অধিষ্ঠিত থাকবেন।"

মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) সম্পর্কে বায়তুশ্ শরফের পীর মাওলানা আবদুল জব্বার সাহেবের মন্তব্য

সুপ্রসিদ্ধ ও স্বনামধন্য আলেম জনাব মাওলানা কাজী মোহাম্মদ মিয়া তলোয়ার বাংলা ছাহেব আমাদেরকে এই তথ্যসমূহ প্রদান করেন। তিনি উল্লেখিত ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী। হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর পবিত্র ষান্মাসিক ওরস মোবারক উপলক্ষে হাটহাজারী দরবার শরীফ প্রাঙ্গণে বিশেষ মাহফিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় হঠাৎ করে বায়তুশ্শরফের পীর মাওলানা আবদুল জব্বার সাহেব ও তৎসঙ্গে বায়তুশ্ শরফ মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ মাওলানা কুতুব উদ্দিন সাহেব হাটহাজারী দরবার শরীফে আগমন করেন। তাঁদের আগমনে উপস্থিত সুন্নী ওলামায়ে কেরাম ও দরবারস্থিত লোকজন আশ্চর্যবোধ করেন। তাঁদেরকে মাহফিলের মঞ্চে সসম্মানে আমন্ত্রণ জানানো হয়। হুজুর কেবলার বড় শাহজাদা জনাব ছৈয়দ মোহাম্মদ আমিনুল হক আল্ কাদেরী ছাহেব ও জনাব মাওলানা মোহাম্মদ মিয়া তলোয়ার বাংলা ছাহেব জনাব পীর সাহেবকে চেয়ারে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু তিনি চেয়ারে আসন গ্রহণ করতে অসম্মতি জানান। অতঃপর উৎসুক জনতার আগ্রহ লক্ষ্য করে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) সম্পর্কে মাহফিলের মধ্যে কিছু বলার জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হয়। এতে... বায়তুশ্ শরফের পীর সাহেব স্বইচ্ছায় ও আগ্রহে সকলের সামনে বক্তব্য রাখেন। তিনি প্রথমেই মন্তব্য করেন, "শেরে বাংলা (রহঃ) এখানে জিন্দা ও মওজুদ আছেন। রওজার পার্শ্বে বসে ওয়াজ করা আদবের সীমা লংঘন করা হবে।" তিনি কোরআন ও হাদীস শরীফের আলোকে আশেকে রাসূলের পরিচয় তুলে ধরেন এবং মন্তব্য করেন যে, আশেকে রাসূলের মর্তবা আরশে মোয়াল্লারও উর্ধ্বে। অতঃপর তিনি হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "শেরে বাংলা (রহঃ) হলেন উত্তম আশেকে রাসূল। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর পদ শূণ্য থাকবে, তিনিই অধিষ্ঠিত থাকবেন। হযরত ইমাম মেহেদী (আঃ) এসে এই পদ পূরণ করবেন।" পরিশেষে তিনি হুজুরের শানের দিকে ইঙ্গিত করে মন্তব্য করেন, "আমি আশেকে রাসূল হিসাবে তাঁর আরও পরিচয় বলতে পারি। কিন্তু লোকে বুঝবে না ও বিভ্রান্তিতে পড়বে সেজন্য বলছি না।"

মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর পবিত্র রওজা শরীফ থেকে প্রকাশপ্রাপ্ত বিশেষ কারামতসমূহ

এক

রাউজান থানার অন্তর্গত মইশকরম নিবাসী মরহুম মোঃ কবির আহমদ প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে এ ঘটনা বর্ণনা করেন। এটা মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর বেছাল শরীফের কিছুকাল পরের ঘটনা। হুজুর কেবলার পবিত্র রওজা শরীফের পাকা ইমারত তখনও পরিপূর্ণ তৈরি হয়নি। টিনের ছাদ বিদ্যমান ছিল এবং বর্তমান সড়ক সংলগ্ন পাকা গেইটও তখন ছিল না। জনাব কবির আহমদ জানান, আমরা কয়েকজন মিলে পবিত্র কুরবানী উপলক্ষে হাটহাজারী হাট থেকে গরু কিনতে গিয়েছিলাম। আমি আমার সঙ্গীসাথীদের অনুরোধ করলাম যে, তারা যেন যাওয়ার সময় পথিমধ্যে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর পবিত্র রওজা আমাকে দেখিয়ে দেয়, যাতে আমি জেয়ারত করতে পারি। কারণ আমি ইতোপূর্বে হুজুর কেবলার রওজা শরীফ যায়নি এবং চিনি না। কিন্তু দুঃখজনকভাবে আমার গরু কিনতে দেরী হয়ে গেল এবং আমার খরিদকৃত গরুটিও ছিল বেশ দুর্বল। আমার সঙ্গী সাথীরা ইতোমধ্যে গরু কিনে রওনা হয়ে গেছে। আমি দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ক্ষীণগতিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলাম এবং কিভাবে হুজুর কেবলার পবিত্র রওজা শরীফ চিনতে ও জেয়ারত করতে পারব ভাবতে লাগলাম। অথচ ইতোমধ্যে আমার সঙ্গীসাথীরা আমাকে ডিঙ্গিয়ে অনেকদূর চলে গেছে এবং তাদের নাগাল পাওয়া মোটেই সম্ভব নহে। কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ দেখতে পেলাম আমার গরুটা ক্লান্তভাবে নির্দিষ্ট জায়গায় লুটিয়ে পড়েছে। তৎসন্নিকটে লাল পতাকাবাহী টিনসেটযুক্ত একটা মাজার দেখতে পেলাম। স্থানীয় লোককে জিজ্ঞেস করলে জানাল যে, এটাই মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর পবিত্র রওজা শরীফ। আমি পরম ভক্তি সহকারে হুজুর কেবলার রওজা শরীফ জেয়ারত করলাম এবং যাত্রাপথের কষ্ট লাঘবের জন্য ফরিয়াদ জানালাম। অতঃপর পবিত্র রওজা শরীফ থেকে এসে দেখতে পেলাম যে, অলৌকিকভাবে আমার দুর্বল গরুটা সবল হয়ে উৎফুল্ল নয়নে দাঁড়িয়ে আছে। আমি আনন্দ চিত্তে গরু নিয়ে রওয়ানা হলাম। শুধু তাই নহে, গরুটি এত ক্ষীপ্রগতিতে ছুটতে লাগল যে, আমি গরু সমেত অনতিবিলম্বে আমার সঙ্গী সাথীদের অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হলাম। মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এরই সুমহান উসিলায় আমি সুস্থ সবল গরু নিয়ে সহজেই নিজ গন্তব্যস্থলে পৌছে গেলাম।

তথ্যসূত্রঃ জনাব মাওলানা হাফেজ কাজী মোহাম্মদ সোলাইমান আল্ কাদেরী ছাহেব, মইশকরম, রাউজান।

দুই

চান্দগাঁও থানার অন্তর্গত অদুর পাড়াস্থ মজ্জুবে সালেক, অলিয়ে কামেল শাহ্সূফী হযরত কবির শাহ্ প্রকাশ বাটি ফকির (রহঃ) এর পবিত্র মাজার শরীফের সম্মানিত খাদেম জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ ইছহাক ছাহেব আমাদেরকে এ ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি জানান, এটা ১৯৭০-৭১ইং সনের ঘটনা। আমাদের বাড়ীর সাথে পার্শ্ববর্তী বাড়ীর বাসিন্দাদের জায়গা সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে বিরোধের সূত্রপাত ঘটে। তারা অন্যায়ভাবে আমাদের বাড়ীর জায়গার উপর দিয়ে যাতায়াতের রাস্তা করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু আমাদের সরাসরি সম্মিলিত প্রতিরোধের কারণে তাদের হীন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এমতাবস্থায় তারা বাদী হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করে এবং প্রভাব প্রতিপত্তি খাটিয়ে কৌশলে বিচারের রায় তাদের পক্ষে নেয়ার ব্যাপক প্রচেষ্টা চালায়। তখন মামলার চূড়ান্ত শুনানীর প্রায় সপ্তাহখানেক বাকী। বাদীপক্ষের অপতৎপরতায় ও অবস্থাদৃষ্টে আমরা মামলার চূড়ান্ত রায় তাদের অনুকূলে যাওয়ার পূর্ণ আশঙ্কা বোধ করি। এরূপ কঠিন পরিস্থিতিতে আমরা বিবাদীপক্ষ ভীষণ দিশাহারা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ি। এমতাবস্থায় আমি মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর পবিত্র রওজা শরীফ জেয়ারত করতে যাই। মামলায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা বিবাদী পক্ষ জয়লাভ করার জন্য তাঁর পবিত্র কদমে পাকে করজোরে ফরিয়াদ জানাই। পরম সৌভাগ্যের বিষয়! সেদিন রাত্রে আমি স্বপ্নে মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর পবিত্র দর্শন লাভ করি। দেখতে পেলাম, তিনি স্বয়ং মহাপরাক্রমবলে কোর্টে হাজির হয়েছেন। আমাদের মামলার ফাইল স্বীয় পবিত্র হস্তে ধারণ করে জজ সাহেবকে নির্দেশ করে বলছেন,"মামলার রায় এরূপ হবে না, আপনি বিবাদীর পক্ষে রায় প্রদান করুন। কারণ এরাই সঠিক ও ন্যায় পরায়ণ।"

পরবর্তীতে দেখা যায় শত চেষ্টা চরিত্র সত্ত্বেও মামলার বাদী বা শত্রুপক্ষের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয়। মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর সুমহান উসিলায় আমরা অলৌকিকভাবে মামলায় জয়লাভ করি।

তিন

রাউজান থানাধীন নোয়াপাড়া পথের হাটস্থ শাহ্ আলম মাইক সার্ভিসের সত্ত্বাধিকারী জনাব মোঃ শাহ্ আলম সওদাগর প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে আমাদেরকে এ ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এটা সম্ভবতঃ ১৯৮৪ ইং সনের ঘটনা। আমি মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর পবিত্র রওজা শরীফে প্রদান করার নিমিত্তে একটা নতুন মাইক ক্রয় করে সমুদয় যন্ত্রপাতিসহ হাটহাজারী দরবার শরীফে গমন করি। আমি স্বহস্তে উক্ত মাইক দুপুরের সময় হুজুর কেবলার পবিত্র রওজা শরীফে স্থাপন করি। যোহরের নামাযের পর তদুপলক্ষে মাজার শরীফে দরবারের হুজুর কর্তৃক আয়োজিত মোনাজাতে শরীক হই। সকল কার্য সমাপনান্তে পরিশেষে নোয়াপাড়া নিজ বাড়িতে ফিরে আসি। কিন্তু দুঃখজনকভাবে বাড়ীতে এসে এক মর্মান্তিক দুঃসংবাদ প্রাপ্ত হই। তা হচ্ছে, আমি হাটহাজারী গমন করার পর আমার দু'বৎসরের শিশু কন্যা জোহরা বেগম বিপদের সম্মুখীন হয়। বাড়ীর পার্শ্বে নতুন খননকৃত প্রায় ১১ হাত গভীর একটা পুকুর ছিল। আমার আদরের ছোট্ট মেয়েটি সকলের অগোচরে তার দাদাজানের সাথে উক্ত পুকুরপাড়ে চলে যায়। তার দাদাজান পুকুরপাড়ে অন্য কাজে ব্যাপৃত থাকায় অজ্ঞাতসারে খেলতে গিয়ে সে পুকুরের পানিতে নিমগ্ন হয়। প্রায় অনেকক্ষণ পর তার দাদাজান স্বীয় নাতিকে খুঁজে না পেয়ে তা বুঝতে সক্ষম হন। ততক্ষণে আমার প্রাণপ্রিয় আদরের কন্যা পুকুরের গভীর পানিতে তলিয়ে যায়। দীর্ঘক্ষণ যাবৎ ব্যাপক তল্লাশি চালিয়ে অবশেষে তাকে কোলে করে ডাঙ্গায় তোলা হয়। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে দৃষ্টিগোচর হয় যে, মহান আল্লাহ্ পাকের কুদরতে আমার শিশু কন্যা পরিপূর্ণ সুস্থ রয়েছে। কোনরূপ অজ্ঞান হয়নি। এমন কি তার পেটে বিন্দু পরিমাণ পানিও ঢুকেনি। আমি তার দাদাজান ও উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের কাছে মেয়ের পুকুরে নিমজ্জিত হওয়ার সময় জানলাম এবং হিসেব করে দেখলাম যে, ঠিক সে সময়ে আমি হুজুর কেবলা শেরে বাংলা (রহঃ) এর পবিত্র রওজা শরীফে মোনাজাতরত অবস্থায় ছিলাম। তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর বিশেষ নজর করমে আমার মেয়ে কঠিন বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ করেছে।

চার

রাউজান থানার অন্তর্গত মইশকরম নিবাসী মোঃ রুবেল, পিতাঃ আবদুল মান্নান, প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে এ ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এটা ২০০৭ ইং সনের ঘটনা। আমি, আমার পিতা এবং পরিবার-পরিজনসহ জেয়ারতের নিয়তে সিএনজি যোগে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে গমন করি। মাইজভাণ্ডার শরীফ থেকে ফেরার সময় ড্রাইভারকে অনুরোধ জানায় যে, পথিমধ্যে হাটহাজারী পৌঁছলে মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর পবিত্র রওজা শরীফের সামনে যেন গাড়ি থামায় যাতে আমরা হুজুর কেবলার রওজাপাকে নেমে সালাম নিবেদন করতে পারি। কিন্তু দুঃখজনকভাবে ড্রাইভার আমাদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর পবিত্র রওজা শরীফ অতিক্রম করে চলে গেল। এতে সামান্য কিছুদূর যাওয়ার পর আশ্চর্যজনকভাবে বিকটশব্দে গাড়ির চাকার টায়ার ফেটে গেল। ফলে আমরা সবাই ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়লাম। বিশেষতঃ ড্রাইভার ভয়ে খুবই আতঙ্কিত হয়ে পড়ল এবং বুঝতে সক্ষম হল যে, হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর পবিত্র রওজা শরীফে গাড়ি না থামানোর কারণেই এ ঘটনা ঘটেছে। অতঃপর আমরা সকলে গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর রওজা শরীফ গিয়ে জেয়ারত করি। ড্রাইভারসহ সবাই হুজুর কেবলা শেরে বাংলা (রহঃ) এর পবিত্র কদমে পাকে গোস্তাখীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

আওলাদে রাসূল (দঃ), মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর গুণবাচক উপাধিসমূহের বিবরণ

১। **মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত ঃ** হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) দ্বীন ইসলামের জন্য হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর 'মোজাদ্দেদ' (সংস্কারক) হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন।

২। **ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত ঃ** শরীয়তের উপর অসাধারণ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি 'ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জমাত' এর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানিত পদ অলংকৃত করেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

৩। **কুতুবে আলম ঃ** আধ্যাত্মিক পরিমন্ডলে তিনি এ শহরের কুতুব। হযরত শাহ্ শরফুদ্দীন বু'আলী কলন্দর পানিপথী (রহঃ) এ কথার স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। ('দিওয়ানে আজীজ' শরীফ দ্রষ্টব্য)

৪। **গাউছে জমান ঃ** তিনি নিঃসন্দেহে এ যুগের গাউছুল আজম। আউলিয়ায়ে কেরামের পক্ষ থেকে এরূপ ঘোষণা এসেছে। ('দিওয়ানে আজীজ' শরীফ দ্রষ্টব্য)

৫। **শেরে বাংলা ঃ** বাতিলদের বিরুদ্ধে অসীম তেজস্বী ও সাহসিকতাপূর্ণ অপরাজেয় ভূমিকার কারণে তৎকালীন শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে ফখ্‌রে বাংলা হযরত মাওলানা আবদুল হামিদ আল্ কাদেরী (রহঃ) এর নেতৃত্বে তাঁকে 'শেরে বাংলা' বা বাংলার বাঘ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তিনি বাংলার জমিনে চিরকাল এ পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

৬। **শেরে ইসলাম ঃ** তাঁর অসীম জ্ঞান ও সাহসিকতার কাছে নত হয়ে তৎকালীন সৌদি সরকারের রাজকীয় গ্র্যাণ্ড মুফতী সৈয়দ আলবী সাহেব সৌদি বাদশাহ্‌র পক্ষ থেকে 'শেরে ইসলাম' ওরফে 'শেরে বাংলা' উপাধিতে ভূষিত করে লিখিত সনদপত্র প্রদান করেন। আবার হাক্কীকতের দৃষ্টিকোণ থেকে পেয়ারা রাসূল (দঃ) এর পবিত্র ভূমি থেকে এই দুর্লভ সম্মান ও উপাধি লাভ নিঃসন্দেহে হায়াতুন্নবী (দঃ) এরই অদৃশ্য ইঙ্গিত ও সমর্থন প্রমাণ করে।

৭। **মোজাহেদে আজম ঃ** সুন্নীয়াতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তাই 'মোজাহেদে আজম' হিসেবে তিনি সর্বজনবিদিত।

৮। **খাজায়ে বাঙ্গাল ঃ** বাংলার জমিনে সঠিক ইসলাম প্রতিষ্ঠায় তাঁর অগ্রণী ভূমিকার কারণে এবং ধনী-গরিব সকল স্তরের লোক তাঁর পবিত্র রওজাপাক থেকে উপকৃত হয়ে ধন্য হয় বিধায় বাংলার প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরাম তাঁকে 'খাজায়ে বাঙ্গাল' উপাধিতে ভূষিত করেন। অপরদিকে বাহ্যিকভাবেও তাঁর পবিত্র রওজা শরীফ নকশায়ে আজমীর রূপে প্রতিভাত হয়।

৯। **ছানীয়ে ওয়াইছ করণী ঃ** একজন শ্রেষ্ঠতম আশেকে রাসূল হিসাবে তাঁকে আখেরী জমানার ছানীয়ে ওয়াইছ করণী হিসাবে অভিহিত করা হয়।

১০। **তাজুল ওলামা ঃ** তিনি 'বাহ্‌রুল উলুম' বা জ্ঞানের সমুদ্র। অসীম জ্ঞানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে 'তাজুল ওলামা' বা আলেমগণের মুকুট উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

১১। **সৈয়্যদুল মোনাজেরীন ঃ** বাতিলদের বিরুদ্ধে মোনাজেরা বা তর্ক যুদ্ধে তিনি সদা সর্বদা সিংহ শার্দুলবেশে জয়লাভ করেছেন। এজন্য তিনি সর্বমহলে 'সৈয়্যদুল মোনাজেরীন' হিসেবে অভিসিক্ত হন।

১২। **পীরে মোকাম্মেল ঃ** তিনি হলেন আওলাদে রাসূল ও আওলাদে গাউছে পাক, গাউছুল কামেলীন, শামসুল ওলামা হযরতুল আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ আব্দুল হামীদ বাগদাদী (রহঃ) এর সুযোগ্য খলিফায়ে আজম। এক্ষেত্রে তিনি পীরে মোকাম্মেল বা পরিপূর্ণকারী পীর বা মুর্শিদ হিসেবে পরিগনিত।

১৩। **শহীদ ও গাজী ঃ** বাতিলদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে তিনি খন্দকিয়ার জমিনে শাহাদাৎ বরণ করেন। মহান আল্লাহ্ পাকের অসীম কুদরতে ও পেয়ারা রাসূল (দঃ) এর উছিলায় দীর্ঘ আট ঘণ্টা পর তাঁর পবিত্র 'রূহ' পুনরায় ফিরিয়ে দেয়া হয়। সুতরাং প্রথমে তিনি 'শহীদ' অতঃপর পুনর্জীবন লাভ করে তিনি 'গাজী' হন।

মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর উপরোক্ত গুণবাচক উপাধি সমূহ সুনির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট। এ উপাধিসমূহ স্বয়ং আল্লাহ্‌পাক ও পেয়ারা রাসূল (দঃ) কর্তৃক প্রদত্ত এবং লওহে মাহফুজে সংরক্ষিত। আশেক মাত্রই এ কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন। কারণ এই বাংলার জমিনে একত্রিতভাবে এই মহান উপাধিসমূহের শ্রেষ্ঠ দাবিদার তাঁর ন্যায় আর কেউ নেই। তিনিই এই সকল সম্মানিত দুর্লভ উপাধিধারী একমাত্র মহান শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তিনিই তাঁর পদে কিয়ামত পর্যন্ত অধিষ্ঠিত থাকবেন। অপরদিকে এই উপাধিসমূহই হুজুরের সুনির্দিষ্ট 'মকাম' বা পরিচয়। আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে মহান আল্লাহ্ পাকের দরবারে তাঁর শ্রেষ্ঠতম উঁচু দরজার প্রমাণ এতে নিহিত।

এখানে কিছু প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা প্রণিধানযোগ্য। হযরত রাসূলে পাক (দঃ) এর পবিত্র জীবন দর্শন যাকে মহান আল্লাহ্ পাক 'উসওয়ায়ে হাসানা' বলেছেন তা মূলতঃ শরীয়ত, তরীক্বত, মারেফত ও হাক্বীকত এই চারটি অবিচ্ছেদ্য স্তরে সুবিন্যস্ত। এটাই আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জমাতের মূল দর্শন। আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর উল্লেখিত উপাধিসমূহের অন্তরালে শরীয়ত, তরীক্বত, মারেফত ও হাক্বীকত চারিটি শাখারই সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় বিদ্যমান। তিনি হলেন উসওয়ায়ে হাসানার মূর্ত প্রতীক। তাঁর জীবন চরিত্রের মধ্যেই রাসূলে পাক (দঃ) এর পরিপূর্ণ আদর্শ বিদ্যমান। সুতরাং হুজুর কেবলার পবিত্র জীবনাদর্শ অনুসরণই নাজাতের একমাত্র উসিলা।

আমি অধম গুনাহ্‌গার, হুজুর কেবলার কদমের ধূলার উপযুক্ততাও আমার মাঝে নেই। মনে হয় হুজুর কেবলার এহ্‌সানের বরকতেই এই অপূর্ণ জীবনী লেখার সাহস করেছি। প্রকৃতপক্ষে হুজুর কেবলার এই মহান উপাধিসমূহরই পরিস্ফুটন ঘটেছে এই জীবনীতে। ইন্‌শাআল্লাহ্ সুক্ষ্মদর্শীদের এর থেকে হুজুর কেবলার মকাম কিছুটা অনুধাবন করতে সহায়তা করবে।

[illegible] ওমর ফারুক (রাঃ) এর অমূল্য বাণী

১

[illegible]

২

[illegible]

৩

[illegible]

৪

[illegible]

৫

[illegible]

৬

[illegible]

স্বলিখিত রচনাসমূহ

মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত, ইমামে আহলে সুন্নত, আওলাদে রাসূল (দঃ) হযরতুল আল্লামা গাজী ছৈয়দ মোহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা (রহঃ) ছিলেন অসীম জ্ঞানের সাগর। ইল্‌মে লাদুন্নিয়ার প্রস্রবন ছিলেন তিনি। জাহেরী ও বাতেনী জ্ঞানের এক বিশেষ অভিনব সমন্বয় সাধন ঘটেছে তাঁর অনুপম ব্যক্তিসত্ত্বার মাঝে। আরবী, ফার্সী, উর্দু ইত্যাদি ভাষার উপর তাঁর অসাধারণ দক্ষতা পরিলক্ষিত হয়। এই ভাষাসমূহের তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর সুসাহিত্যিক ও কবি (শায়ের)ও ছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় রচিত বিভিন্ন রচনাসমূহ থেকে তার উজ্জ্বল প্রমাণ পাওয়া যায়। এগুলোর মাঝে বিবৃত ভাষায় নৈপুণ্যতা ও কাব্যিক অলংকরণ পাঠককে বিমুগ্ধ ও বিমোহিত করে। বর্ণিত প্রতিটি বিষয়ের উপর তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টির ছাপ পরিলক্ষিত হয়। নিঃসন্দেহে এ রচনাসমূহ অধ্যয়নে জ্ঞানীর অন্তর্চক্ষু উন্মোচিত হবে। আল্লাহ্ পাকের অসীম কুদরত 'জ্ঞানের ভাণ্ডার' আল্লামা শেরে বাংলা (রহঃ) এর সত্যিকার পরিচয় মানসপটে উদ্ভাসিত হবে। আমরা এখানে তাঁর স্বরচিত রচনাসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরলাম।

১। **দিওয়ানে আজীজ ঃ** এটা ফার্সী ভাষায় পদ্যে রচিত এক অনবদ্য সৃষ্টি। আধ্যাত্মিক ছন্দমালায় ভরপুর হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর রচিত সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। তাছাড়া ফার্সী ভাষায় রচিত এটি একটি শ্রেষ্ঠতম স্তুতিমূলক কৃছিদাগ্রন্থ। সুন্নীয়াত ও বেলায়তের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক অগণিত আউলিয়ায়ে কেরাম ও আলেম বুজুর্গ ব্যক্তিদের সত্যিকার পরিচিতি ও শ্রেষ্ঠতম প্রশংসাসূচক পংক্তিমালার সামঞ্জস্যপূর্ণ সন্নিবেশ এতে পরিলক্ষিত হয়। সূক্ষ্মদর্শীদের জন্য এটা বিরাট 'রূহানী ভাণ্ডার'। সুলতানুল হিন্দ হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ (রহঃ), তাজুল আউলিয়া হযরত শাহ্ জালাল সিলেটী (রহঃ), গাউছুল আজম হযরত মাওলানা ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ আল্ কাদেরী (কঃ), গাউছুল আজম হযরত বাবাজান ছৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (কঃ), শহর কুতুব হযরত আমানত শাহ্ (রহঃ), হাদীয়ে জমান হযরত ছৈয়দ আহমদ শাহ্ ছিরিকোটি (রহঃ) প্রমুখ এই উপমহাদেশের সুবিখ্যাত আউলিয়ায়ে কেরামের শান ও মকাম এতে কাব্যাকারে পরিস্ফুটিত করা হয়েছে। সুতরাং এই অনবদ্য রচনা নিঃসন্দেহে হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর উচ্চ কামালিয়াতের পরিচয় বহন করে। আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে আউলিয়ায়ে কেরামের স্থান ও ভূমিকার সম্যক পরিচয় লাভ করতে হলে এই 'দিওয়ানে আজীজ' এর পঠন ও অধ্যয়ন অপরিহার্য। সুতরাং বর্তমান দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতিতে আউলিয়ায়ে কেরাম ও নায়েবে রাসূলগণের সঠিক পরিচয়

অনুধাবন করতঃ হেদায়ত লাভের জন্য এই মহান গ্রন্থের ব্যাপক প্রচারনা, অনুবাদ ও গবেষণা অতীব প্রয়োজন।

২। **মজমুয়ায়ে ফতোয়ায়ে আজিজীয়া ঃ** এটা ফার্সী ভাষায় রচিত ফতোয়ার একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মধারায় ওহাবী-সুন্নী মতবাদের বিতর্কিত বিষয়গুলির উপর দলিল প্রমাণ সহকারে এতে আলোকপাত করা হয়েছে। বাতিল শক্তির মোকাবেলা করতঃ সঠিক ঈমান-আক্বীদা অর্জনের জন্যে এই গ্রন্থের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এটা আক্বাঈদ-এ-আহ্‌লে সুন্নাতের উপর রচিত একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। সুতরাং সুন্নীয়তের অগ্রযাত্রায় হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর এই অমর গ্রন্থের অনুবাদ ও প্রচার অপরিহার্য।

৩। **ঈজাহুদ দালালাত (ফতোয়ায়ে মোনাজাত) ঃ** এটি হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) রচিত ফতোয়া জগতে এক অনন্য অবদান। মূলতঃ উক্ত পুস্তিকাটিতে কোরআন ও হাদীসের অকাট্য যুক্তি প্রমাণাদি দ্বারা দেওবন্দীদের মুফতী ফয়জুল্লাহ্ সাহেবের রচিত 'ফত্‌ওয়া মুনাজাত বা'দাল মাকতুবাত' নামক পুস্তিকার গোমরাহী আক্বীদাকে রদ করা হয়েছে। ইসলামের আলোকে ফরজ নামাজান্তে উভয় হস্ত উত্তোলনপূর্বক মোনাজাতের বিধান প্রসঙ্গে সঠিক দিক এতে উন্মোচিত হয়েছে। সুতরাং সুন্নী আক্বাইদের উপর রচিত এটি একটি উল্লেখযোগ্য দলিল-পুস্তিকা।

মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত শেরে বাংলা (রহঃ) এর গুণবাচক উপাধি সমূহের আভিধানিক অর্থ

* **মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত** - দ্বীন (ধর্ম) ইসলামের মোজাদ্দেদ (সংস্কারক)।
* **ইমামে আহ্‌লে সুন্নত** - আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জমাতের ইমাম (নেতৃত্বকারী)।
* **কুতুবে আলম** - জগতের কুতুব।
* **গাউছে জমান** - যুগের গাউছ (সাহায্যকারী)।
* **আওলাদে রাসূল (দঃ)** - হযরত রাসূলে পাক (দঃ) এর বংশধর।
* **শামসুল আরেফীন** - আরিফ (বুজুর্গ) বান্দাগণের সূর্য।
* **সিরাজুস্ সালেকীন** - সালেক (তরীক্বত পন্থী) গণের প্রদীপ।
* **রুহুল আশেকীন** - আশেকগণের রূহ (প্রাণ)।
* **তাজুল ওলামা** - আলেমগণের মুকুট।
* **ফখরুল ওয়ায়েজীন** - ওয়ায়েজ (উপদেশ দাতা বক্তা) গণের গর্ব।
* **সৈয়্যদুল মোনাজেরীন** - মোনাজের (তর্ককারী) গণের সর্দার।
* **মোজাহেদে আজম** - মহা জেহাদকারী (মহা বীর যোদ্ধা)।
* **রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরীক্বত** - শরীয়ত ও তরীক্বতের পথ প্রদর্শক।
* **পীরে মোকাম্মেল** - পরিপূর্ণকারী পীর বা মুর্শিদ।
* **মোর্শেদে আহ্‌লে জঁমা** - যুগের মুর্শিদ (পথ প্রদর্শক)।
* **খাজায়ে বাঙ্গাল** - বাংলার খাজা (দাতা)।
* **আশেকে রাসূল (দঃ)** - রাসূল (দঃ) এর প্রেমিক।
* **ছানীয়ে ওয়াইছ করণী** - দ্বিতীয় ওয়াইছ করণী।
* **আজিজুল মিল্লাতে ওয়াদ্ দ্বীন** - দ্বীন-ধর্মের আজিজ (অহংকার)।
* **শহীদ** - দ্বীন ইসলামের জেহাদে প্রাণোৎসর্গকারী।
* **গাজী** - দ্বীন ইসলামের জেহাদে জয়ী বীর পুরুষ।
* **শেরে ইসলাম** - ইসলামের বাঘ।
* **শেরে বাংলা** - বাংলার বাঘ।

বিঃ দ্রঃ মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর শানে বর্ণিত উপরোক্ত গুণবাচক উপাধিসমূহ তাঁর স্বরচিত গ্রন্থ **'দিওয়ানে আজীজ'** শরীফ থেকে সংগ্রহীত হয়েছে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) ও পশ্চিম পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম 'তাহ্‌নিয়ত নামা' বা অভিনন্দন পত্রের মাধ্যমে হুজুর কেবলা শেরে বাংলা (রহঃ) কে এসব দুর্লভ উপাধিতে ভূষিত করেন। পরবর্তীতে পবিত্র **'দিওয়ানে আজীজ'** গ্রন্থে তা লিপিবদ্ধ করা হয়।

মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর ব্যবহৃত পবিত্র আবাবপত্র সমূহ।

(হাটহাজারী দরবার শরীফে হুজুর কেবলার আওলাদে পাকের কাছে সংরক্ষিত আছে)

মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর ব্যবহৃত পবিত্র আবাবপত্র (পবিত্র খাটিয়া)।

(হুজুর কেবলার প্রাক্তন আবসস্থল কাজীর দেওড়ীস্থ বাসভবনে হুজুরের আওলাদে পাকের কাছে সংরক্ষিত আছে)

মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর ব্যবহৃত পবিত্র কোরআন শরীফের রিয়াল মোবারক।

(হুজুর কেবলার প্রাক্তন আবসস্থল কাজীর দেওড়ীস্থ বাসভবনে হুজুরের আওলাদে পাকের কাছে সংরক্ষিত আছে)

মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর ব্যবহৃত পবিত্র চেয়ার মোবারক।

(হুজুর কেবলার প্রাক্তন আবসস্থল কাজীর দেওড়ীস্থ বাসভবনে হুজুরের আওলাদে পাকের কাছে সংরক্ষিত আছে)

মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর ব্যবহৃত পবিত্র আ'সা (লাঠি) মোবারক।

(হাটহাজারী দরবার শরীফে হুজুর কেবলার আওলাদে পাকের কাছে সংরক্ষিত আছে)

মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহঃ) এর ব্যবহৃত পবিত্র বদনা।

(হাটহাজারী দরবার শরীফে হুজুর কেবলার আওলাদে পাকের কাছে সংরক্ষিত আছে)

বিশেষ তথ্যসূত্র সমূহ

ব্যক্তিবর্গ

১। ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব কাজী মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম হাশেমী ছাহেব। কুলগাঁও, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।

২। শাহ্‌জাদা হযরত মাওলানা শাহ্‌সূফী ছৈয়দ মোহাম্মদ আমিনুল হক আল্ কাদেরী ছাহেব। হাটহাজারী দরবার শরীফ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

৩। হযরত মাওলানা কাজী মোহাম্মদ মিয়া প্রকাশ তলোয়ার বাংলা ছাহেব (রহঃ)। নানুপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

৪। হযরত মাওলানা শাহ্‌সূফী হাফেজ কাজী মোহাম্মদ সোলাইমান আল্ কাদেরী ছাহেব। মইশকরম, রাঙ্গুনিয়া।

গ্রন্থসমূহ ঃ

১। 'দিওয়ানে আজীজ' কৃত ঃ মোজাদ্দেদে মিল্লাত, ইমামে আহলে সুন্নত আল্লামা গাজী ছৈয়দ মোহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা আল্ কাদেরী (রহঃ)।

২। 'তোহ্‌ফায়ে আজিজিয়া' (১ম খন্ড) কৃত ঃ হযরত মাওলানা আলহাজ্ব শেখ জামাল উদ্দিন আহমদ আল্ কাদেরী (রহঃ)।

৩। 'মাসিক তরজুমান' কৃতঃ আন্‌জুমান-এ- রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাষ্ট।

প্রাপ্তিস্থানঃ

আল্ হাসনাইন একাডেমী
২৭৮, হেমসেন লেইন,
আসকার দিঘীর দক্ষিণ পাড়,
চট্টগ্রাম, ০১৮১৭-৭০৮৭২৫

হাটহাজারী দরবার শরীফ
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

মাইজভান্ডার দরবার শরীফ
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

রাহাতিয়া বিসমিল্লাহ্ শাহ্ দরবার শরীফ
পৌর এলাকা, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদী কুতুবখানা
শাহী জামে মসজিদ মার্কেট,
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

রেজভী কুতুবখানা
শাহী জামে মসজিদ মার্কেট,
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

জাগরণ প্রকাশনী
আঞ্জুমান মার্কেট,
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

শাহ্ জালাল লাইব্রেরী
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মহিলা মাদ্রাসা রোড,
নাজির পাড়া, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

লেখক পরিচিতি

মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত, ইমামে আহ্লে সুন্নত, ছানীয়ে ওয়াইছ করণী, আওলাদে রাসূল (দঃ) হযরতুল আলামা গাজী শাহ্ সৈয়্যদ মোহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা আল্ কাদেরী (রহঃ) এর পবিত্র জীবনী গ্রন্থের সংকলক **ডাঃ সৈয়দ সফিউল আলম** ১৯৬৭ ইং সালের ৮ই জুলাই রাউজান থানার অর্ন্তগত পূর্ব গুজরা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত **'সৈয়দ'** পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতৃকূলের দিক থেকে তিনি সৈয়দ আউলিয়ার বংশধর পীরে কামেল হযরত মাওলানা শাহ্সূফী সৈয়দ জমির উদ্দিন (রহঃ) এর প্রপৌত্র। তাঁর সম্মানিতা মাতা গাউছুল আজম মাইজভান্ডারী (কঃ) এর অন্যতম খলিফা পীরে কামেল হযরত মাওলানা শাহ্সূফী শেখ অছিয়র রহমান ফারুকী চরণদ্বিপী আল-মাইজভান্ডারী (রহঃ) এর বংশধর। তিনি ১৯৮২ সালে চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল মডেল হাই স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে কৃতিত্বের সাথে এস.এস.সি, ১৯৮৪ সালে ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে পুনঃ কৃতিত্বের সাথে এইচ.এস.সি এবং ১৯৯২ সালে সিলেট এম.এ.জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ থেকে সম্মানের সাথে এম.বি.বি.এস ডিগ্রী লাভ করেন। সাংসারিক জীবনে তিনি দুই পুত্র সন্তান ও এক কন্যা সন্তানের জনক। বর্তমানে তিনি আর্ত মানবতার সেবায় চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত আছেন। তিনি তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে সুন্নীয়তের বিভিন্ন প্রকারের খেদমত আনজাম দিচ্ছেন। ইতিমধ্যে তিনি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ও ম্যাগাজিনের ধর্মীয় [illegible] এবং তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে উল্লেখযোগ্য আউলি[illegible]য়েখে কেরাম এর তথ্যনির্ভর জীবনী গ্রন্থ সংকলকন করা, যা[illegible] ওয়াল জমাতের অনুসারীগণ আউলিয়ায়ে কামেলিনের জীবনী [illegible]ত ইতিহাস জানার বদৌলতে ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান হতে পারেন। [illegible] মহান আলাহ্ পাক রাব্বুল ইজ্জত এর দরবারে প্রার্থনা করি, সরকারে দো-জাহা রাসূলে আকরাম (দঃ) এর উছিলায় মহান আলাহ্ তায়ালা যেন তাঁকে হায়াতে তৈয়্যবা দানের সাথে সাথে সুন্নীয়তের খেদমতে আনজাম দেওয়ার তৌফিক দান করেন। আমিন।

মুহাম্মদ শাহ্ আলম
(সহ-সভাপতি)

শাহজাদা সৈয়দ আবু নওশাদ নঈমী
(সাধারণ সম্পাদক)

আল্ হাসনাইন একাডেমী